দাদা ভগবান প্ররুপিত

জ্ঞানী পুরুষের পরিচয়



Bengali

দাদা ভগবান প্ররূপিত

জ্ঞানী পুরুষের পরিচয়

মূল গুজরাটি সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমীন

বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

প্রকাশক : **অজিত সি প্যাটেল**
দাদা ভগবান বিজ্ঞান ফাউন্ডেশন,
1, বরুণ এপার্টমেন্ট, 37, শ্রীমালী সোসাইটি,
নবরংপুরা পুলিস স্টেশনের সামনে, নবরংপুরা,
অহমেদাবাদ – 380009, Gujarat, India.
ফোন : +91 79 3500 2100, +91 9328661166/77

প্রথম সংস্করণ ৫০০ কপি, নভেম্বর ২০২৫

ভাব মূল্য : 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছুই জানি না' এই ভাব !

দ্রব্য মূল্য : ৬০ টাকা (Rs. 60)

মুদ্রক : অম্বা মাল্টীপ্রিন্ট
এইচ্. বী. কাপড়িয়া নিউ হাইস্কুলের সামনে,
ছত্রাল-প্রতাপপুরা রোড, ছত্রাল,
তা. কলোল, জি. গান্ধীনগর -382729, গুজরাট
ফোন : +91 79 3500 2142

ISBN/eISBN : 978-81-981667-1-5

Printed in India

ত্রিমন্ত্র







নমো অরিহন্তাণম্

নমো সিদ্ধাণম্

নমো আয়রিয়াণম্

নমো উবজ্ঝায়াণম্

নমো লোয়ে সব্বসাহূণম্

এ্যাসো পঞ্চ নমুক্কারো ;

সব্ব পাবপ্পনাশণো

মঙ্গলাণম্ চ সব্বেসিম্ ;

পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ॥ ১ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ২ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

জয় সচ্চিদানন্দ



দাদা ভগবান কে ?

জুন ১৯৫৮ সালের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬ টার সময়, ভিড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলওয়ে স্টেশন, প্লেটফর্ম নম্বর ৩ এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল রূপী দেহ মন্দিরে প্রাকৃতিক রূপে, অক্রমরূপে, অনেক জন্ম ধরে ব্যক্ত হবার জন্য আতুর 'দাদা ভগবান' পূর্ণ রূপে প্রকট হলেন আর প্রকৃতি সৃজন করলেন অধ্যাত্মের অদ্ভুত আশ্চর্য। এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হয়। 'আমি কে ? ভগবান কে ? জগত কে চালায় ? কর্ম কি ? মুক্তি কি ?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সম্পূর্ণ রহস্য প্রকট হয়। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বের সন্মুখে এক অদ্বিতীয় পূর্ণ দর্শন প্রস্তুত করলেন আর তার মাধ্যম হলেন শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, গুজরাটের চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরণ গ্রামের পাটিদার, কন্ট্রাক্টরীর ব্যবসায়ী, তবুও সম্পূর্ণ ভাবে বীতরাগী পুরুষ !

'ব্যবসাতে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্ম তে ব্যবসা নয়', এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারো কাছ থেকে কোন অর্থ নেন নি উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদেরকে তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

ওনার যা প্রাপ্ত হয়েছিল, সেভাবে কেবল দুই ঘন্টাতেই অন্য মুমুক্ষু জনকেও আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন, ওনার অদ্ভুত সিদ্ধ হওয়া জ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা। একে অক্রমমার্গ বলা হয়। অক্রম, অর্থাৎ বিনা ক্রমের, আর ক্রম অর্থাৎ সিঁড়ির পর সিঁড়ি, ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফ্ট মার্গ, শর্ট কাট !

উনি স্বয়ংই সবাইকে 'দাদা ভগবান কে ?' এই রহস্য জানিয়ে বলতেন "এই যাকে আপনারা দেখছেন সে দাদা ভগবান নয়, সে তো 'এ. এম. প্যাটেল'। আমি জ্ঞানী পুরুষ আর ভিতরে প্রকট হয়েছেন, তিনিই 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। সে আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যে আছেন। আপনার মধ্যে অব্যক্ত রূপে আছেন আর 'এখানে' আমার ভিতরে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয়ে গেছেন। দাদা ভগবানকে আমিও নমস্কার করি।"

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিংক

'আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। পরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না প্রয়োজন নেই ? পরে লোকেদের মার্গ তো চাই কি না ?'

-**দাদাশ্রী**

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রামে-গ্রামে, দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞানের প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবেন অমীন (নীরুমা)-কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহবিলয়ের পর নীরুমা একই ভাবে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞানের প্রাপ্তি, নিমিত্তভাবে করাতেন। পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে দাদাশ্রী সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। নীরুমার উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমুক্ষুদের আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন, যা নীরুমার দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমুক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও মুক্ত থেকে আত্মরমণতার অনুভব করে থাকেন।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষার্থীদের মার্গদর্শনে অত্যন্ত উপযোগী সিদ্ধ হবে, কিন্তু মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করা অপরিহার্য্য। অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির মার্গ আজও উন্মুক্ত আছে। যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে পারে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করলেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে।

নিবেদন

জ্ঞানী পুরুষ পরম পূজ্য দাদা ভগবানের শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহার জ্ঞানের সম্বন্ধীয় যে বাণী নির্গত হয়েছিল, সে সব রেকর্ড করে, সংকলন তথা সম্পাদনা করে পুস্তক রূপে প্রকাশিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপরে নির্গত সরস্বতীর অদ্‌ভুত সংকলন এই পুস্তকে হয়েছে, যা নব পাঠকদের জন্য বরদান রূপে সিদ্ধ হবে।

প্রস্তুত অনুবাদে এ বিশেষ ধ্যান রাখা হয়েছে যে পাঠকদের দাদাজীর ই বাণী শুনছেন, এমন অনুভব হয়, যার জন্য হয়তো কোন জায়গায় অনুবাদের বাক্য রচনা বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু সেই স্থলে অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি করে পড়া হয় তো অধিক লাভ-দায়ক হবে।

প্রস্তুত পুস্তকে অনেক জায়গায় কোষ্টকে দেওয়া শব্দ বা বাক্য পরম পূজ্য দাদাশ্রী দ্বারা বলা বাক্যকে অধিক স্পষ্টতাপূর্বক বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে। যখন কি কোন জায়গায় ইংরেজি শব্দকে বাংলা অর্থ রূপে রাখা হয়েছে। দাদাশ্রীর শ্রীমুখ থেকে নির্গত কিছু গুজরাটি শব্দ যেমন তেমনই *ইটালিক্সে* রাখা হয়েছ, কারণ এই সব শব্দের জন্য বাংলায় এমন কোন শব্দ নেই, যে এর পূর্ণ অর্থ দিতে পারে। তবুও এইসব শব্দের সমানার্থী শব্দ অর্থ রূপে কোষ্ঠকে আর পুস্তকের অন্তে দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রূপে অনুবাদিত করার প্রযত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞানের সঠিক আশয়, যেমনকার তেমন, আপনাদের গুজরাটি ভাষাতেই অবগত হতে পারে। যিনি জ্ঞানের গভীরে যেতে চান, জ্ঞানের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান, সে এর জন্য গুজরাটি ভাষা শিখে নেবেন, এটাই আমাদের বিনম্র অনুরোধ।

অনুবাদ সম্পর্কিত ত্রুটির জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

সমর্পণ

অহো ! অহো !! এই অক্রমমার্গী আপ্তবাণী।
তেজপুঞ্জ প্রগটাতী, অজ্ঞান নাশকারিণী।
হাজারোর অন্তরায় মেটায়, প্রগট মোক্ষদানী।
অহো ! প্রাকৃতিক উৎসর্গীত, পরমাশ্চর্য হোনী।

আপ্তপুরুষ শ্রীমুখ থেকে প্রকটী আপ্তবাণী।
হৃদয়স্পর্শিণী অনন্ত সংসার বিনাশিণী।
স্বাদবাদ, অনেকান্ত, নিজপদের ই বাণী।
সর্বনয় সদা স্বীকার্য, মোক্ষার্থ প্রমাণী।

সংসার, মোক্ষপথে পরম বিশ্বসনীয়া।
অনাদি অন্ধকারে প্রকট প্রত্যক্ষ 'দীপক'।
বিজ্ঞানী বীতরাগী বাণী, বচনসিদ্ধতা।
কারুণ্য ভাবে জগকল্যাণার্থ সমর্পিতা।

* * * * *

সম্পাদকীয়

সংসারে বন্ধন কি কারণে আছে ? অজ্ঞানতা থেকে ।

অজ্ঞানতা কেমন ? নিজ স্বরূপের ।

অজ্ঞানতা যায় কিভাবে ? জ্ঞান থেকে, নিজ স্বরূপের জ্ঞান থেকে । 'আমি কে", এর পরিচয় থেকে ।

'আমি কে'র পরিচয় কিভাবে হয় ? প্রত্যক্ষ-প্রকট 'জ্ঞানী পুরুষ' মেলে, তাঁহাকে চিনতে পারে, তাঁহার দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি মিলে যায় তখন ।

আর 'জ্ঞানী পুরুষ'এর লক্ষণ কি হয় ?

যে নিরন্তর আত্মাতেই থাকেন, যাহার নিরন্তর স্বপরিণতি ই আছে, যাহার এই সংসারের কোন ই বিনাশী জিনিস চাই না, কাঞ্চন-কামিনী, কীর্তি, মান, শিষ্যের ভিক্ষা যাহার চাই না, সে ই 'জ্ঞানী পুরুষ' । এমন 'জ্ঞানী পুরুষ' পাওয়া যায় তো তাঁহার চরণে সর্বভাব সমর্পিত করে আত্মা প্রাপ্তি করে নেওয়া উচিত । স্বয়ং নিজে নিজেই আত্মজ্ঞান পাওয়া অতি অতি কঠিন, কিন্তু 'জ্ঞানী পুরুষ পাওয়া যায় তো অতি অতি সরল হয় । কিন্তু 'জ্ঞানী পুরুষ' এর উপস্থিতি তে ও জ্ঞানী পুরুষের পরিচয় সামান্য জনের হওয়া অনেক কঠিন । জহুরী হয় সে তো হীরা যাচাই করেই নেবে কিন্তু 'জ্ঞানী পুরুষ' কে চিনতে পারা জহুরী কতজন ? প্রস্তুত পুস্তকে এখানে 'জ্ঞানী পুরুষ'এর পরিচয়, তাঁহার দিব্যতা, ভব্যতা, তাঁহার অদ্ভুত দর্শন, জ্ঞান, বাণী আর তাঁহার আন্তরিক পরিণতির বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস করা হয়েছে, যা বিজ্ঞ পাঠকদের 'জ্ঞানী পুরুষ'এর পরিচয় আর তাঁহার প্রতি অহোভাব প্রগট করাতে সহায়ক হতে পারবে ।

'দাদা ভগবান' কে ?

যাকে দেখা যায়, সে 'দাদা ভগবান' নয় । সে তো 'এ. এম. প্যাটেল' কিন্তু ভিতরে যে প্রগট হয়ে গেছেন, সে 'দাদা ভগবান', চৌদ্দ লোকের নাথ । আপনার ভিতরে ও সেই 'দাদা ভগবান' আছেন । ফারাক শুধু এতটুকুই যে 'জ্ঞানী পুরুষ'এর ভিতরে সম্পূর্ণ ব্যক্ত, প্রকট হয়ে গেছেন আর আপনার ভিতরে ব্যক্ত হয় নি । যে

ভিতরে প্রকট হয়েছেন, সেই 'দাদা ভগবান'এর সাথে 'জ্ঞানী পুরুষ' নিরন্তর থাকেন। যখন ব্যবহারের উদয় হয়, তখন 'এ. এম. প্যাটেল' এর সাথে থাকতে হয়, নয় তো 'দাদা ভগবানের'এর সাথে অভেদ স্বরূপে তদ্রূপ ই থাকেন।

দাদা ভগবানের স্বরূপ কি ?

জ্ঞান, দর্শন, চারিত্র আর তপ – এর দ্বারা যা অনুভবে আসে, সেই ই 'দাদা ভগবান'। এই দেহে যে 'মেকানিকেল' ভাগ আছে, চঞ্চল ভাগ আছে, ও 'দাদা ভগবান' নয়। অচল ভাগ আছে, আসলে আত্মা, সে 'দাদা ভগবান'। যে খায়, পান করে, ব্যবসা করে, শাস্ত্র পড়ে বা ধর্ম ধ্যান করে, ও সব মেকানিকেল, ও আসলে আত্মা নয়। আসলে আত্মা তো স্বয়ং পরমাত্মা, তাহাকেই 'দাদা ভগবান' বলা হয়।

এতে 'জ্ঞানী পুরুষ' কে ?

যে জ্ঞানের বাণী বলেন, তাঁহাকে ব্যবহারে 'জ্ঞানী পুরুষ' বলা হয়। আর ভিতরে প্রকট হয়ে বিনা জ্ঞানের বাণী বলা যায় না। ভিতরে প্রকট হয়েছেন, সে ই 'দাদা ভগবান'। 'জ্ঞানী পুরুষ'এর যে সূক্ষ্মতর আর সূক্ষ্মতম দোষ আছে, যা লোকের বোধে ও আসতে পারে না, আর জগতের কোন ও জীবের কিঞ্চিৎমাত্র ও লোকসান কর্তা নয়, এমন দোষ কে যে প্রকাশমান করেন সে 'দাদা ভগবান আর 'জ্ঞানী পুরুষ' সেই দোষগুলো কে 'তাঁহার' প্রকাশে জানেন। এমন পূর্ণ স্বরূপ 'দাদা ভগবান'এর পদ প্রাপ্ত করার জন্য, 'তাঁহার' সাথে অভেদ থাকার জন্য 'জ্ঞ্ানী পুরুষ' স্বয়ং 'দাদা ভগবান' কে নমস্কার করেন, তাঁহার আরাধনা করেন।

১৯৫৮ এ সুরত স্টেশনে ওনার আত্মজ্ঞান নিজে নিজেই (স্বয়ংমেব) প্রকট হয়। জ্ঞানের প্রাগট্যের কারণ জানাতে গিয়ে 'দাদাজী' বলেন যে অনেক জন্মের 'লিঙ্ক' এর এই ফল। সেই অনুভূতি হওয়ার পরে ওনার 'ইগোইজম' আর মমত্ব সমাপ্ত হয়ে যায় আর 'স্বয়ং' মন, বচন, কায়া থেকে একেবারে ভিন্ন হয়ে যান। এই জ্ঞান প্রকট হয়, সেই দিন, 'স্বয়ং' 'জ্ঞানী' হন। তার আগের দিন পর্যন্ত সে অজ্ঞানী ই ছিলেন এমন সত্য তিনি বলেন। জ্ঞান প্রাপ্তির পরে আত্মার স্পষ্ট অনুভব হয়, পুর্ণাহুতি হয়। পরে উনি 'আম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল'এর সাথে সারা জীবন এক পল ও তন্ময়তা করেন নি। যখন থেকে জ্ঞান প্রকট হয়েছে, তখন থেকে 'অম্বালাল' ওনার সর্ব প্রথম প্রতিবেশী ছিলেন। প্রতিবেশীর মতই থাকতেন। দেহ আর আত্মার কেমন ভিন্নতা !!!

দাদাজীর কেমন জ্ঞান প্রকট হয়েছিল ? ওনার 'কেবলজ্ঞান' থেকে শুধু চার ডিগ্রীর কম ছিল। 'কেবলজ্ঞানী'র জ্ঞানে সব কিছু 'দেখায়' আর ওনার সেই সব কিছু 'বোধে' আসে। 'দর্শন' সম্পূর্ণ আছে, 'জ্ঞান' এ চার ডিগ্রীর কমতি আছে।

'জ্ঞানীপুরুষ' তো বলেন যে 'আমার এই সংসারের কিছুই জানি না। আমি আত্মার কথা ছাড়া আর কিছু জানি না।' 'আত্মা' জ্ঞাতা-দ্রষ্টা হয়, ও 'আমি' জানি। 'আত্মা' যা দেখতে পারে, ও 'আমি' 'দেখ'তে পারি। ব্যবহারে তিনি ব্যবসায়ী লোক ছিলেন, ইনকমটেক্স-সেলসটেক্স ও ভরতেন, কন্ট্রাক্টরীর ব্যবসা ও করতেন, তবুও এই সবে 'জ্ঞানীপুরুষ' সম্পূর্ণ বীতরাগ থাকতেন। তিনি বীতরাগ কিভাবে থাকতেন? আত্মজ্ঞান থেকে! সম্পূর্ণ জাগৃতি থেকে!!

অনেক লোকে ওনাকে জিজ্ঞাসা করতেন যে আপনার এই সিদ্ধি কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে ? তার উত্তর দিতে গিয়ে দাদাজী বলতেন যে কি এর নকল করতে চাও ? এ নকল করার মত জিনিস না। এই জ্ঞান তো 'বট নেচারেল' প্রকট হয়ে গেছে। ওনার ও জানা ছিল না যে এমন 'লাইট' হয়ে যাবে। ওনার তো ছোট্ট দীপকের, কিছু 'সমকিত' যেমন এই জন্মে প্রাপ্ত হবে এমন আশা ছিল। কিন্তু এ তো সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়ে যায়, সম্পূর্ণ নির্বিকল্প পদ প্রাপ্ত হয়।

'ভগবান' সংজ্ঞা কি বিশেষণ ?' 'ভগবান' তো বিশেষণ আর যে ই মনুষ্য ভগবত গুণের প্রাপ্তি করে, তাঁহাকে এই বিশেষণ মেলে। 'জ্ঞানী পুরুষ'এর পদ তো নির্বিশেষ পদ, তাঁর তো কোন বিশেষণের কি প্রয়োজন ? 'জ্ঞানী পুরুষ' কে 'ভগবান' বলা অর্থাৎ তাঁহাকে নীচু পদে বসানোর মত হয়।

যে মনের মালিক না, দেহের মালিক না, বাণীর মালিক না, কোন জিনিসের মালিক না, সে এই সংসারে ভগবান হয়। 'জ্ঞানীপুরুষ' দেহ থাকার পরেও এক পলের জন্য ও দেহের মালিক হন না। এমন 'জ্ঞানী পুরুষ' সমস্ত পরসত্তা কে জানেন আর স্বসত্তাকে ও জানেন। নিজের, স্বসত্তায় সে জ্ঞাতা-দ্রষ্টা, পরমানন্দী থাকেন।

'জ্ঞানী পুরুষ' এক পল ও সংসারে থাকেন না আর এক পল ও নিজের স্বরূপ ছাড়া অন্য কোন সংসারী বিচার ওনার আসে না। 'জ্ঞানী পুরুষ' এ তো নিজস্বতা ই থাকে না। দেহের মালিক হন না, সেইজন্য তাঁকে মরতে ও হয় না, স্বয়ং অমর পদে

থাকেন। আর 'জ্ঞানী কৃপা' র এত সামর্থ্য আছে যে সেই পদ সে অন্য কে ও দিতে পারেন, যা বড় আশ্চর্যকারী ঘটনা। 'জ্ঞানী পুরুষ' নিরন্তর শুদ্ধ উপযোগে থাকেন, সেই শুদ্ধ উপযোগ মুক্তি তে ফলিত হয়। আর নিরন্তর শুদ্ধ উপযোগী হন, মন-বচন-কায়ার মালিকী ভাব নেই, সেইজন্য ওনার হিংসার দোষ লাগে না, সংসার সাগরে থেকে ও !! যাহার নিরন্তর আত্মপরিণামে ই স্থিতি হয়, তাঁকে কোন কর্ম ই স্পর্শ করে না। এমন অদভূত দশা 'জ্ঞানী পুরুষ'এর হয়। যে দেহের স্বামী না, সে সমগ্র ব্রহ্মান্ডের স্বামী।

এই 'এ. এম. প্যাটেল' যা দেখা যায়, সে তো মনুষ্য ই, কিন্তু এ. এম. প্যাটেল'এর যে বৃত্তি সব আছে আর ওনার যে একাগ্রতা আছে, ও পররমণতা ও না আর পরপরিণাম ও না। নিরন্তর স্বপরিণামেই ওনার স্থিতি। নিরন্তর স্বপরিণামে থাকা জন কদাচিৎ হাজারো বছরে একজন ই হন !! আংশিক স্বরমণতা কারো ই হতে পারে কিন্তু সর্বাংশ স্বরমণতা, সে ও সংসারী বেশে, হয় না। সেইজন্য একে আশ্চর্য বলা হয়েছে তো ! অসংযতি পূজা নামের নিখাদ আশ্চর্য ই হয় এ !!!

আত্মপরিণাম আর ক্রিয়াপরিণাম, জ্ঞানধারা আর ক্রিয়াধারা-দুটোই 'জ্ঞানী পুরুষ'এ ভিন্ন বর্তনায় (ব্যবহারে) হয়। 'জ্ঞানীপুরুষ' এর নিরন্তর স্বভাব ভাব হয় যা কষায় রহিত হয়, যেখানে পরপরিণতি উৎপন্ন হয় না, এমন 'জ্ঞানী পুরুষ'এর দর্শন মাত্রেই কল্যাণ হয়।

'জ্ঞানী পুরুষ'অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রকাশ। প্রকাশে অন্ধকার টিকতে পারে না। সে সব কিছু জানেন যে বিশ্ব কি, কিভাবে চলে, ভগবান কোথায় আছেন, আমরা কে ? 'জ্ঞানীপুরুষ 'তো 'ওর্ল্ডের অবজার্ভেটরী' হয়। বিশ্বে একটাও পরমাণূ নেই যা উনি দেখেন নি, একটা বিচার এমন নেই যা ওনার ধ্যানের বাইরে থেকে গেছে।

' 'জ্ঞানী পুরুষ', 'কেবলজ্ঞান' এ 'দেখে' সমস্ত প্রশ্নের তক্ষুনি সমাধানকারী প্রত্যুত্তর দেন। ওনার উত্তর কোন শাস্ত্রের আধার থেকে বের হয় না, মৌলিক উত্তর হয়। সে চিন্তা করে, শাস্ত্রের স্মরণ করে বলেন না, 'কেবলজ্ঞান' এ 'দেখে' বলেন। 'কেবল জ্ঞান' এর কিছু জ্ঞেয়ো (বিষয়/জিনিস) কে ই সে 'দেখতে পান না। এই কালে, এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ্ কেবলজ্ঞান অসম্ভব হয়। অজ্ঞান থেকে শুরু করে কেবলজ্ঞান পর্যন্ত সর্ব দর্শনের কথা উনি সুস্পষ্ট করেছেন। ওনার কথা স্থুল, সূক্ষ্ম থেকেও উপরের সূক্ষ্মতর আর সূক্ষ্মতম এর হয়।

'জ্ঞানী পুরুষ' এর মুখে নিরন্তর মুক্ত হাস্য হয়। কষায় থেকে মুক্ত হয়ে গেলে মুক্ত হাস্য উৎপন্ন হয়। সমস্ত বিশ্ব কে নির্দোষ দেখতে পেলে মুক্ত হাস্য উৎপন্ন হয় আর মুক্ত হাস্যের পুরুষের দর্শন মাত্রে কল্যাণ হয়। মন থেকে মুক্ত, বুদ্ধি থেকে মুক্ত, অহংকারে থেকে মুক্ত, চিত্ত থেকে মুক্ত, সেখানে মুক্ত হাস্য হয়। বীতরাগতা আছে, সেখানে মুক্ত হাস্য হয়। এমন মুক্ত হাস্য শুধু 'জ্ঞানী পুরুষ' এর হয়। মুক্ত হাস্য তো বিশ্বে অত্যন্ত দুর্লভ জিনিস।

'জ্ঞানী পুরুষ' এর যশনাম কর্ম জবরদস্ত হয়। সেইজন্য ওনার নামেই অনেকের কার্য সিদ্ধ হয়ে যায়। 'জ্ঞানী পুরুষ' একে 'চমৎকার অথবা 'আমি করেছি' এমন কখনো বলেন না, একে সে যশনাম কর্মের ফল বলেন। তিনি চান না তবুও লোকে ওনার উপরে যশকলশ না দিয়ে ছাড়েন না। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর অনন্ত প্রকারের সিদ্ধি সব থাকে। যার বিশ্বের কোন জিনিসের অপেক্ষা থাকে না, তাঁর অনন্ত প্রকারের সিদ্ধি সব প্রগট হয়।

'জ্ঞানী পুরুষ' এ আত্মশক্তি সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয়ে যাওয়া হয়, তাঁর নিমিত্তে অন্যের ও আত্মশক্তি ব্যক্ত হয়ে যায়।

দ্রব্য থেকে, ক্ষেত্র থেকে, কাল থেকে, ভাব থেকে আর ভব থেকে যে সদা অপ্রতিবদ্ধ হয়ে বিচরণ করেন, সে 'জ্ঞানী পুরুষ'। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর সংসারে কোন জিনিসের বন্ধন নেই।

'জ্ঞানী পুরুষ' সে হন যে যার নিরন্তর আত্মোপযোগ থাকে। অন্তরঙ্গ তে নিঃস্পৃহ, এমন আচরণযুক্ত হন, অপূর্ব বাণী যা কখনো শোনেন নি অথবা পড়েন নি, তবুও প্রত্যক্ষ অনুভবে আসে। যার না গর্ব আছে, না গর্ববোধ, না আপনত্ব, সদা মুক্ত হাস্য তে সদা যাহার মুখবিন্দ দীপ্তিমান হয়, এমন 'জ্ঞানী পুরুষ' স্বয়ং দেহধারী পরমাত্মা, মূর্তামূর্ত মোক্ষ স্বরূপ, মোক্ষদাতা, অনেক কে মোক্ষসুখ দেনেওয়ালা। ধন্য এই কাল কে, ধন্য এই গুজরাতের চরোতর ভূমি কে আর সেই জননী কে, যে জগত কে আজ দেহধারী পরমাত্মা অর্পণ করেছেন !!!

"জ্ঞানী পুরুষ' এর গুণের তো কেউ সম্পূর্ণ বর্ণনা করতে পারে না। 'জ্ঞানী পুরুষ' এ ১০০৮ গুণ হয়, তাতে মুখ্য চার হয়, সূর্য যেমন প্রতাপী আর চন্দ্র যেমন

শীতল, দুই বিরোধাভাসী গুণ 'জ্ঞানী পুরুষ' এ এক সাথে প্রকট হয়, এ বড় আশ্চর্য। কারণ 'জ্ঞানী পুরুষ' স্বয়ং আশ্চর্যের প্রতিমা আর তাঁহার পিছনে আশ্চর্যের পরম্পরা সর্জিত হতে থাকে, সেই পরম্পরার শাস্ত্রে অঙ্কিত হয়ে হাজারো মোক্ষার্থীর পথদর্শক হয়ে থাকা, এ আশ্চর্যের পরম্পরার পরমাশ্চর্য।

'জ্ঞানী পুরুষ' মেরু সমান অডোল আর সাগর সমান গম্ভীর হন। সহজ ক্ষমা, ঋজুতা, মৃদুতা, করুণার সাগর এমন অনেক গুণ তাঁহার মধ্যে হয়। ওনার সাথে কেউ গালাগাল করে, মারধর করে তো ও তাঁর উপরে বিশেষ করুণা বহে। ক্ষমা তাঁহাকে করতে হয় না, সহজ ক্ষমা ই থাকে।

যে সংসারের সর্ব প্রকারের যাচকপন থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁর জ্ঞানী পদ প্রাপ্ত হয়। 'জ্ঞানী পুরুষ' আশ্রমের শ্রম করেন না। মন্দির-মঠ নির্মাণের ক্ষুধা তাঁহাতে হয় না। সামনের জনের প্রতি সংসারী অপেক্ষা থেকে, ভৌতিকের অপেক্ষা থেকে সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ আর আত্ম অপেক্ষা থেকে সম্পূর্ণ সঃস্পৃহ এমন সঃস্পৃহ-নিঃস্পৃহ 'জ্ঞানী পরুষ' হন।

'জ্ঞানী পুরুষ' সম্পূর্ণ অপরিগ্রহী হন। তাঁহার লক্ষ্যে জগতের কোন জিনিস থাকেই না। নিরন্তর যাহার লক্ষ্য আত্মাতেই থাকে, সে পরিগ্রহের সাগরে থেকেও অপরিগ্রহী হন। যে সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, মান-অপমান, সত্য-অসত্য, পাপ-পুণ্য যেমন সমস্ত দ্বন্দ থেকে উপরে চলে গেছেন, সে'জ্ঞানী পুরুষ'। 'জ্ঞানী-পুরুষ দ্বন্দাতীত হন। সে মুনাফা কে মুনাফা রূপে জানেন, লোকসান কে লোকসান রূপে জানেন। লাভ-লোকসানের তাঁহার উপরে কোন প্রভাব হয় না। 'আমারপন' চলে গেছে, তাঁর সংসার অস্ত হয়ে গেছে। এমন তাঁহার স্থিতি হয়। 'জ্ঞানী পুরুষ' সম্পূর্ণ নিরাগ্রহী হন। তাঁহাতে কিঞ্চিত ও আগ্রহ হয় না তো ফের বিগ্রহ তো তাঁহার কোথা থেকে হতে পারে ?

'জ্ঞানী পুরুষ' সর্ব কাল মুক্তাবস্তাতেই থাকেন। সৎসঙ্গে ও মুক্ত আর কাজ-কর্মে ও মুক্ত। প্রত্যেক অবস্থায় তাঁহার সহজ সামাধি ই থাকে। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর কোন ভয় নেই, কারণ সে একদম 'করেক্ট হন, কোন গোলমাল ওনাতে হয় না। 'জ্ঞানী পুরুষ' নিরন্তর বর্তমানেই থাকেন। কাল কে সে বশ করে নিয়েছেন। বর্তমানে থাকাতে তাঁহাকে যখন দ্যাখ তখন ফ্রেশ ই দেখায়। ভূতকাল আর ভবিষ্যত কালের সূক্ষ্ম ভেদ তো 'জ্ঞানী' ছাড়া কেউ করতে পারেন না।

'জ্ঞানী পুরুষ' নিরন্তর 'অপ্রযত্ন দশা' তেই থাকেন। ওনার ও প্রকৃতি হয়, পরন্তু প্রকৃতির ওনার উপরে কোন প্রভুত্ব হয় না। সে নিজের সম্পূর্ণ স্বত্রন্ত্রতা তে থাকেন। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর প্রকৃতি সহজ হয় কারণ ওনাতে অহংকারের দখল হয় না। আর সেইজন্য আত্মা ও সহজ হয়। 'জ্ঞানী পুরুষ' সহজাত্ম স্বরূপ হন, সহজ ভাবে নিরীচ্ছক দশাতে বিচরণ করেন। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর কোন জিনিসের ইচ্ছা হয় না, সেইজন্য তাঁহার নিরন্তরায় পদ হয়।

জ্ঞানী পুরুষ'এর ব্যবহার আদর্শ হয়। কাউকে নিজের নিমিত্তে একটু ও অসুবিধা হতে দেন না। সে সাহসিক রূপে সরল হন। লোকে তাঁকে ভোলা মনে করে, কিন্তু সে জেনে-বুঝে লোককে নিজেকে 'ঠকাতে' দেন। তাঁর জীবনে কারো সাথে ই তাঁর বিবাদ হয় ই নি। কারণ তাঁহাতে 'কমনসেন্স' 'টপমোস্ট' থাকে। 'কমনসেন্স' থেকে হিত আর অহিত তক্ষুনি দর্শনে এসে যায় আর আত্মহিত একপল ও বিগড়াতে দেন না।

'জ্ঞানী পুরুষ' সংসারে থেকে ও বীতরাগ হন। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর প্রত্যেক ক্রিয়া রাগ-দ্বেষ রহিত হয় আর অজ্ঞানীর রাগ-দ্বেষ সহিত হয়, এতটুকুই ফারাক হয় দুজনের মধ্যে !

'জ্ঞানী পুরুষ' কোন ও অন্য ভাবে চেনা যায় না। মাত্র তাঁহার বীতরাগতা থেকেই ওনাকে চেনা যায়। 'অক্রম জ্ঞানী' বীতরাগ হন কিন্তু সম্পূর্ণ বীতরাগ নন, তিনি 'খটপটওয়ালা' বীতরাগ। তাঁহাতে এক খটপট থেকে গেছে যে কি ভাবে সবাইকে মোক্ষসুখ দেব। অন্যের আত্যন্তিক কল্যাণের জন্য সে সব খটপট করে নেন। সম্পূর্ণ বীতরাগ তো কেউ উপরে ওঠে তো তাঁর প্রতি ও বীতরাগ আর নীচে পরে তো তাঁর প্রতিও বীতরাগ আর 'অক্রম জ্ঞানী' তো খটপটওয়ালা বীতরাগ, সে তো নীচে পরা জন কে ও খটপট করে ও উপরে তুলে নেন, সেটাই আত্যন্তিক করুণা 'জ্ঞানী পুরুষ'এর !

'জ্ঞানী পুরুষ' এর প্রেম শুদ্ধ প্রেম হয়। এমন প্রেম ওর্ল্ডে কোথা ও মেলে না। যেখানে কোন সাংসারিক স্বার্থ নেই, কেবল আত্মার্থের জন্য নিরন্তর করুণা বর্ষণ করেন, সেখানে শুদ্ধ প্রেম, পরমার্থ প্রেম প্রকট হয়। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর কখনো কারো সাথে মতভেদ হয় না। হাজারো ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের সাথে ব্যবহার হওয়ার পরেও সে সবার সাথে বিনা মতভেদ, অভেদতায়, প্রেম স্বরূপ থাকেন। এ

'জ্ঞানী পুরুষ' এর বড় অদভূত গুণ। তাঁকে গাল দেওয়া জন কে ও সে ততটা ই প্রেম পূর্বক সামলায় যতটা ফুল অর্পণ করা জন কে। তাঁহার প্রেম তো ফুল অর্পণ করে তো বাড়ে না, আর গাল দেয় তো কম হয় না, নিরন্তর অগরু-লঘু প্রেম থাকে। কম হওয়া-বেড়ে যাওয়া প্রেম, ও প্রেম না কিন্তু আসক্তি। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর করুণা বিশ্ব ব্যাপী হয়, প্রত্যেক জীবের উপরে হয়। সে অনেকের আধার হয়, কিন্তু নিজে কারো আধার নেন না।

'জ্ঞানী পুরুষ' এ অপার করুণা হয়, ওনাতে দয়া হয় না। কারণ দয়া অহংকারী গুণ। দ্বন্দ গুণ। দয়া হয় তো অন্য দিকে নির্দয়তা ভরা থাকে, 'জ্ঞানী পুরুষ' দ্বন্দ্বাতীত হন। সবার উপরে সমান কারুণ্য ভাব। ইঁদুরের উপরে ও করুণা আর মারনেওয়ালা বিড়ালের উপরে ও ততটা ই করুণা।

জ্ঞানী পুরুষ'এর ত্যাগাত্যাগ, ত্যাগ অথবা অত্যাগ করার থাকে না, সে তো সহজ ভাবে থাকেন। উদয়াধীন তাঁহার ব্যবহার হয়। রাগ-দ্বেষ থেকে উপরে , এমন বীতরাগতা তাঁহার বিশেষ লাক্ষণিকতা হয়।

'জ্ঞানী পুরুষ' কোন স্টেন্ডার্ডে নেই, আউট অফ স্টেন্ডার্ড', পূর্ণ দশাতে থাকেন সেইজন্য তাঁহাকে মালা জপতে হয় না, পুস্তক পড়ার প্রয়োজন নেই, যে 'ফিফ্‌থ' অথবা 'সিক্সথ' 'স্টেন্ডার্ড' এ হয়, সে মালা জপ করে, পুস্তক পড়ে।

'জ্ঞানী পুরুষ' কে চেনা খুব মুস্কিল। তাঁহার কাছে না তো গেরুয়া বস্ত্র আছে, না সাদা 'বোর্ড'। সে তো যে পরিধানে 'জ্ঞান' প্রকট হয়েছে সেই পরিধানে থাকেন। যদিও ফের ধুতি, কুর্তা আর কালো টুপি ই কেন না হয়! 'জ্ঞানী পুরুষ' কে চিনে নাও তো চৌদ্দ লোকের নাথের পরিচয় হয়ে যায়। কারণ চৌদ্দ লোকের নাথ ওনাতে প্রকট হয়ে গেছেন। 'জ্ঞানী পুরুষ' ঘর-সংসারে থেকেও গৃহস্থী হন না। সাচ্চা মুমুক্ষু তো 'জ্ঞানী পুরুষ' এর নেত্র কে দেখা মাত্র ই, চোখে বীতরাগতা দেখা মাত্র ওনাকে চিনে নেয়। যদি সেই দৃষ্টি খোলে নি, তো তাঁহার বাণী থেকে তাঁহার পরিচয় হতে পারে। 'জ্ঞানী'র বাণী স্বাদবাদ বাণী হয়। সে কোন ও *নয়* (দৃষ্টিকোণ/দৃষ্টিবিন্দু/viewpoint) এর প্রমাণ (বিশ্বাস/মান্যতা) খন্ডিত করেন না। শৈব, বৈষ্ণব, মুস্লিম, দিগম্বর, শ্বেতাম্বর, যে কোন পক্ষওয়ালাকে জ্ঞাণীর বাণী নিজের ই বাণী মনে হয়।

'জ্ঞানী পুরুষ' এর শ্রীমুখ থেকে নির্গত হওয়া প্রত্যেক শব্দ, এক-এক শব্দ

নতুন শাস্ত্রের রচনা করে দেয়। দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল, আর ভাবের অনুরূপ নির্গত হওয়া তাঁহার বাণী সম্পূর্ণ নিমিত্তাধীন বের হয়। যার নিমিত্ত থেকে 'ডাইরেক্ট' নির্গত, তার সর্ব আবরণ কে ভেদ করে দেয়। এটাই না, যে দূরে বসে শোনে অথবা পুস্তকে পড়ে, তার ও কাজ হয়ে যায়। কারণ এই 'জ্ঞানী পুরুষ' আজ প্রকট আছেন, প্রত্যক্ষ আছেন, হাজির আছেন।

'জ্ঞানী পুরুষের বাণী কে প্রত্যক্ষ সরস্বতী বলা হয়। কারণ তাঁহার ভিতরের প্রকট পরমাত্মা কে স্পর্শ করে এই বাণী নির্গত হয়। যে শ্রোতার সর্ব আবরণ কে ভেদ করে ডাইরেক্ট আত্মা কে স্পর্শ করে আর জ্ঞান প্রকাশ প্রকট করেন। এই চৈতন্য বাণী শোনাদের অনন্ত জন্মের পাপ কে ভস্মীভূত করে ফেলে। এ বীতরাগ বাণী হয় আর বীতরাগ বাণী ই মোক্ষে নিয়ে যায়।

'জ্ঞানী পুরুষ' এর বাণী অপূর্ব হয়, পূর্বানুপূর্বী নয়। তাঁহার মুখ থেকে নির্গত হওয়া সাধারণ ঘরের দৃষ্টান্ত এমন দৃষ্টিতে দেখে বর্ণনা করা হয় যে শ্রোতার হৃদয় 'আমার স্বানুভবের ই কথা' বলে নেচে ওঠে। তাঁহার গূঢ় থেকে গূঢ় কথা একদম সাদা-সিধা, সবার অনুভবের দৃষ্টান্ত থেকে মর্মস্থান কে ই সুস্পষ্ট করে। সে সাদা-সরল লোক ভাষা তে গৃহস্থীর কথা থেকে তত্ত্বজ্ঞানের গূঢ় কথার রহস্যোদঘাটন করেন। বড়-বড় তত্ত্বজ্ঞানী অথবা পন্ডিত থেকে সহজ-সরল অশিক্ষিত বুড়ী ও গূঢ় থেকে গূঢ় কথা অতি অতি সরলতায় বুঝে যায়। তাঁহার কথা বোঝানোর শৈলী আর তাঁহার প্রত্যেক দৃষ্টান্ত ইত্যাদি মৌলিক হয়।

'জ্ঞানী পুরুষ' এর বাণী হিত, মিত, প্রিয় আর সত্য হয়। সে সর্বদা সামনের জনের আত্মহিতের জন্য ই বলেন , নিজের লাভের কখনো দৃষ্টি ই হয় না। 'জ্ঞানী পুরুষ'এ আপনভাব হয় ই না আর সেইজন্য তাঁহার বাণী সামনের জনের সাথে ব্যবহার অনুসার নির্গত হয়। যেমন যার ব্যবহার, তেমন বাণীর উদয়। যার কারো সাথে রাগ-দ্বেষ নেই, কোন ধরনের কোন কামনা নেই, কোন ইচ্ছা নেই এমন বীতরাগ পুরুষের বাণী সামনের জনের রোগের অনুসারে বের হয়। যদি সে পুণ্যাত্মা হন আর রোগ সমাপ্ত হওয়ার হয়েছে তো 'জ্ঞানী পুরুষ' এর কঠোর কথা তার রোগ সমাপ্ত করে দেয়। তাঁহার কোন জিনিসের অপেক্ষা নেই, কারো থেকে কোন 'ঘাট' (স্বার্থ) নেই, সেইজন্য সে নির্ভয়তায় সামনের জনের আত্মহিত কে লক্ষ্যে রেখে ই স্পষ্ট নগ্ন সত্য বলে দেন, কারণ তাঁহার মধ্যে অপার করুণা থাকে।

'জ্ঞানী পুরুষ'এর একটা কথা ও যদি সোজা ভিতরে বসে যায় তো ও মোক্ষে

নিয়ে যায় এমন হয়। 'জ্ঞানী পুরুষ' তো সোজা মোক্ষ মার্গ ই দেখিয়ে দেন। ফের শাস্ত্র পড়ার কোন প্রয়োজন থাকে না। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর কথায় নিজের কিঞ্চিৎ ও বুদ্ধি লাগালে অনেক বড় বিপদ আছে। আর তাঁহার একটা কথাও যথাকথিত হজম হয়ে যায় তো সেই শব্দ ই তাঁকে মোক্ষে নিয়ে যাবে।

'জ্ঞানী পুরুষ' এর বাণী সামনের জনের পুন্যের অধীন নির্গত হয়। সে 'স্বয়ং' তো বলেন ই না। সে তো শুধু 'দেখেন' যে কেমন বাণী বের হয় আর সামনের জন্যের পুণ্য কতটা আছে। প্রত্যেক ধর্মের, যে কোন প্রশ্নের সমাধান করতে পারেন। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর 'টেপরেকর্ডার' সারা দিন চলে তবুও ভগবান ওনাকে মুনি বলেছেন। স্ব-পর এর আত্মার্থ ছাড়া অন্য কোন ও হেতু যে বাণীতে নেই, সেই বাণী সারা দিন বলা হয় তো ও সে মুনি নয়, মহামুনি। একে পরমার্থ মৌন বলা হয়। বাকী ভিতরে ক্লেশ, মনদুঃখ আর বাইরে মৌন, তাহাকে সাচ্চা মুনি কে বলবে ?

'জ্ঞানিপুরুষ' সংযমী হন। যখন বাণী-বচন সংযমিত হয়, তখন ব্যবহার পূর্ণ হয়। তাঁহার বাণী, ব্যবহার আর বিনয় মনোহর হয়। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর কথা আমাদের আত্মা স্বীকার করে নেয়। কারণ আমাদের ভিতরে সে ই বসে আছেন, তাঁহার কোন ভেদ হয় না, যদি আমরা জেনে-বুঝে টেঁড়াপন না দেখাই তো !

'জ্ঞানী পুরুষ' শ্রদ্ধার পরম মূর্তি অর্থাৎ তাহাকে মাত্র দর্শনে ই শ্রদ্ধা এসে যায়। 'জ্ঞানীপুরুষ'এর উপরে শ্রদ্ধা রাখতে হয় না, স্বয়ং এসে যায়। এমন শ্রদ্ধার মূর্তি অত্যন্ত বিরল হয়। আজ আছেন তো তাঁহার অনুসন্ধান করে 'কাজ' করিয়ে নেওয়া উচিত।

'জ্ঞানী পুরুষ' তো আপ্তপুরুষ অর্থাৎ মোক্ষমার্গে আর সংসার ব্যবহারে পূর্ণ রূপে বিশ্বসনীয়, শ্রদ্ধেয় ! প্রকট পুরুষের ই মাহাত্ম্য হয়, যে তাহার দর্শনে ই আত্মশক্তি প্রকট হয়।

'জ্ঞানীপুরুষ' লঘুতম-গুরুতম ভাবে হন। 'রিলেটিভ' এ লঘুতম ভাবে, 'রিয়েল'এ গুরুতম ভাবে আর 'স্বভাব' এ অভেদ ভাবে থাকেন।' যার মোক্ষ চাই তো সেখানে গুরুতম ভাবে হন আর যদি কেউ গাল দেয় অথবা মারে তো সেখানে লঘুতম ভাবে হন।

প্রত্যেক জীবের শিষ্যপদ গ্রহণ করার দৃষ্টি যে পেয়েছে, সে ই 'জ্ঞানী' হতে

পারেন। 'জ্ঞানী পুরুষ' তো বিশ্বের সেবক আর সেব্য, দুই ই হন। জগতের সেবা নেন ও আর জগত কে সেবা দেন ও।

যখন পর্যন্ত আত্মজ্ঞানী না মেলে তখন পর্যন্ত প্রভুর কাছে শক্তি চাওয়া উচিত আর 'জ্ঞানী পুরুষ' মেলে তো তাঁহার কাছে মোক্ষ চাইবে। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর ভক্তির প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য মুমুক্ষু দের 'জ্ঞানী পুরুষ' এর ভক্তি করা আবশ্যক। আর 'জ্ঞানী পুরুষ' এর কাছে তো তাঁর ভক্তি হয় না পরন্তু নিজের ই আত্মার ভক্তি হয়। তাঁহার আরতী, চরণবিধি অর্থাৎ নিজের ই আরতী আর চরণবিধি হয়। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর কাছে তো নিজে নিজেকে ই দর্শন করা হয়। যেখানে চেতন প্রকট হয়েছে, এমন 'জ্ঞানী পুরুষ' এর ভক্তিতে চেতন প্রকট হয়, তাঁহার আরাধনা করা অর্থাৎ শুদ্ধাত্মার আরাধনা করার সমতুল্য, পরমাত্মার আরাধনা করার সমান আর সেটাই মোক্ষের কারণ। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর ভক্তিতে কীর্তন ভক্তি করা তো সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি।

'জ্ঞানী পুরুষ' অমূর্ত ভগবানের দর্শন করান, তৎপশ্চাৎ মূর্তির দর্শনের আবশ্যকতা থাকে না। অমূর্তের আরাধনা থেকে মোক্ষ মেলে আর মূর্তির আরাধনা থেকে সংসার। 'জ্ঞানী পুরুষ' মূর্তামূর্ত হন, মূর্ত আর অমূর্ত দুই স্বরূপেই হন, ওনার আরাধনায় সংসারে অভ্যুদয় আর আধ্যাত্মতে আনুষঙ্গিক (মোক্ষ), দুই ফল ই মেলে। সংসারে বিঘ্ন আসে না, শান্তি থাকে আর মোক্ষপ্রাপ্তি ও হয়।

'জ্ঞানীপুরুষ' ধর্ম ব্যবহারে ও সম্পূর্ণ হন। নিরন্তর অমূর্ততেই থাকেন, অমূর্তের নিরন্তর দর্শন করেন, তবুও মন্দির, মসজিদ, চার্চ, গুরুদ্বারা, দেরাসর, মায়ের মন্দিরে, শিবের মন্দিরে ইত্যাদি সব জায়গায় যান। যাতে লোকের জন্য পরে এই ব্যবহার চলতে থাকে। অমূর্তের দর্শন এখনো হয় নি আর মূর্তির দর্শন কি করব, এমন তিরস্কার ভাব লোকের মনে না এসে যায়, সেইজন্য সে আদর্শ সামনে রাখতেন।

'জ্ঞানী পুরুষ' এর সঙ্গ অর্থাৎ সৎ এর সঙ্গ-পরম সৎসঙ্গ, তাকে পরমহংসের সভা বলেন। যেখানে জ্ঞান আর অজ্ঞানের বিভাজন করা হয় ও পরমহংসের সভা আর যেখানে ধর্মের কথা হয়, ও হংসের সভা আর যেখানে তর্ক-বিতর্ক হয়, কারো সত্য কথা ও শুনতে তৈয়ারী নেই, ও কাকের সভা। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর কাছে তো যে জিনিস চাও, ও পাওয়া যেতে পারে। মোক্ষ চাও তো ও পাওয়া যেতে পারে। কারণ

সে মোক্ষদাতা পুরুষ। শাস্ত্রকারেরা সেইজন্য 'জ্ঞানী পুরুষ' কে দেহধারী পরমাত্মা বলেছেন। সেখানে সম্পূর্ণ 'কাজ' হয়ে যাবে।

'আত্মা' জানার জিনিস আর তাকে জানার জন্য 'জ্ঞানী পুরুষ' এর কাছে আসতে হবে। শাস্ত্রের বা পুস্তকের আত্মা চলবে না। পুস্তকে লাখ 'প্রদীপ' ছাপানো আছে কিন্তু ও অন্ধকারে আলো দেবে ?! না, প্রত্যক্ষ প্রদীপ ই আলো দেয়। 'জ্ঞানী পুরুষ' প্রত্যক্ষ 'প্রদীপ', 'প্রত্যক্ষ' থেকে ই আমাদের্ প্রদীপ প্রকট হতে পারে।

সমস্ত বিশ্বের কল্যাণের 'জ্ঞানী পুরুষ' নিমিত্ত হয়, কর্তা নয়। সে যা চাই দিতে পারেন, কারণ ওনার মধ্যে কিঞ্চিত ও কর্তাভাব হয় না। যেখান পর্যন্ত কর্তাভাব আছে, সেখান পর্যন্ত পুদগলের ফল মেলে, সেখানে আত্মা প্রাপ্ত হয় না।

'জ্ঞানী পুরুষ' কর্তাপদে হন না, ওনার উপায় করার বা না করার অহংকার হয় না। সহজ ভাবে ওনার উপায় হয়ে যায়, 'নিরুপায় উপায়' ওনার হয়, কারণ সে স্বয়ং 'উপেয় ভাব' (আত্মভাবে) এ থাকেন, সেইজন্য ওনাকে উপায় করতে হয় না। আর যখন উপায় করার বাকি থাকে না, তখন 'উপেয়' প্রাপ্ত হয়। 'জ্ঞানী পুরুষ' সকাম কর্ম ও করেন না আর নিষ্কাম কর্ম ও করেন না। দুটোতে বন্ধন ই আছে। যেখানে কিছু করার' ভাব আছে, সেখানে বন্ধন ই আছে।

জগত যেখানে প্রবৃত্ত, জ্ঞানী সেখানে নিবৃত্ত। জ্ঞানী যেখানে প্রবৃত্ত, জগত সেখানে নিবৃত্ত। জগতের প্রবৃত্তি প্রকৃতির অধীন হয়। 'ডিসচার্জ' এ 'জ্ঞানী পুরুষ' হস্তক্ষেপ করেন না। 'ডিসচার্জ' (উদয়) এ হস্তক্ষেপ করলে কর্ম 'চার্জ' হয়। 'জ্ঞানী পুরুষ'এর প্রত্যেক কর্ম দিব্য কর্ম হয়। যে ভিতর থেকে নিরন্তর জাগৃত হন, নিজের প্রত্যেক কর্ম ক্ষয় করে এগিয়ে গেছেন, যে ক্ষায়ক স্থিতিতে আছেন, বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার কোন কর্মের দোষ দেখা জন নিজের ই অহিত করবে। 'জ্ঞানী পুরুষ' তো এক পল ও পরপরিণতি তে থাকেন না। নাটকের মত 'রোল' (চরিত্র অভিনয়) করে এগিয়ে যান। যে স্বয়ং অবুধ, সেখানে বুদ্ধি কি চালাবে।

'জ্ঞানী পুরুষ' নির্বিকল্প, সম্পূর্ণ নির্মোহী আর নির্গ্রন্থ্ হন। এক পল ও তাঁহার উপযোগ কিছুতে আটকায় না, নিরন্তর শুদ্ধ উপযোগ ই থাকে। 'জ্ঞানী পুরুষ' এ একটা ও মনোগ্রন্থি হয় না। তাঁহার মন নিজের বশে থাকে।

'জ্ঞানী পুরুষ' বিশ্বের একমেব ডাক্তার হন, সে মনের সমস্ত রোগ নিরাময়

করে দেন। নতুন রোগ হতে দেন না, এটাই না, সে মন আর আত্মা কে আলাদা করাতে পারেন। তৎপশ্চাত মন সম্পূর্ণ বশে থাকতে শুরু করে।

'জ্ঞানী পুরুষ' এ বুদ্ধির অংশ মাত্র ও থাকে না, তাঁহার মধ্যে বুদ্ধি সম্পূর্ণ প্রকাশমান হয়ে গেছে, কিন্তু জ্ঞান প্রকাশ প্রকট হলে বুদ্ধির প্রকাশ এক কোনে ই পড়ে থাকে। সূর্য নারায়ণের আগমনে প্রদীপের প্রকাশের কেমন স্থিতি হয় ?! আত্মানুভবী জ্ঞানী পুরুষ অবুধ হন, সে বিশ্বে অদ্বিতীয় হন। শাস্ত্রজ্ঞানী বুদ্ধির উপরে হন না। এক দিকে অবুধ দশা আসে তো অন্য দিকে সর্বজ্ঞ দশা আসে। পরন্তু এ 'কারণ সর্বজ্ঞ' (causal) দশা, 'কার্য সর্বজ্ঞ' (effective) দশা এই কালে এই ক্ষেত্রে হতে পারে না এমন শাস্ত্রপ্রমাণ আছে।

'জ্ঞানী পুরুষ' এর বুদ্ধি ই নেই, তবুও একটু আছে। কারণ সম্পূর্ণ ৩৬০ ডিগ্রীর বুদ্ধি সমাপ্ত হয়ে যেত তো আজ এই 'এ. এম. প্যাটেল' কে ও 'মহাবীর' বলা হত। কিন্তু চার ডিগ্রী বাকি আছে, সেইজন্য ততটুকু ফারাক থেকে গেছে।

'জ্ঞানী পুরুষ' এর চিত্ত নিরন্তর আত্মা তেই থাকেন। যেমন ফনীধর বাশীর সামনে দোলে, ফের এক পল ও ব্যগ্রতা কিভাবে হতে পারে ? আর এই সংসারের কোন জিনিস তাঁহার চিত্ত কে আকর্ষিত করতে পারে না, এমন মহামুক্ত দশা তে 'জ্ঞানী পুরুষ' বিচরণ করেন।

'জ্ঞানী পুরুষ' অহংকার রহিত হন, বিশ্বে ওনাকে ছাড়া অন্য কেউ নিরঅহংকারী হতে পারে না। 'জ্ঞানী পুরুষ' এ অহংকারের অস্তিত্ব ই থাকে না। সেইজন্য দুঃখ পরিণামের ওনার বেদন হয় না।

এই বলে যাচ্ছে, ও কে বলে যাচ্ছে ? 'দাদা ভগবান'? 'জ্ঞানী পুরুষ'? না। ও তো 'টেপরেকর্ড' বলে যাচ্ছে। 'অরিজিনাল টেপরেকর্ড' ই বক্তা, 'জ্ঞানীপুরুষ' তো তার জ্ঞাতা-দ্রষ্টা আর সব লোকেরা শ্রোতা। 'জ্ঞানী পুরুষ' তো শুধু 'দেখে' যাচ্ছে যে এই টেপরেকর্ড কিভাবে বাজে, তাতে কত ভুল আছে। জীব মাত্রে ই বলে, ও 'টেপরেকর্ড ই হয়, ফারাক শুধু এতটুকুই যে লোকে অহংকার করে যে আমি বলছি আর 'জ্ঞানী পুরুষ'এ অহংকার হয় না। সেইজন্য যেমন হয় তেমন স্পষ্ট বলে দেন যে এ 'টেপরেকর্ড' বলে।

কেবলজ্ঞান (৩৬০ ডিগ্রী) এ 'সে' চার ডিগ্রী তে ফেল হয়েছেন, অন্যথা সে

এখানে লোকের মাঝে থাকতেন না, সে কবেই মোক্ষে পৌঁছে যেতেন। এ তো ফেল হন তো কলিকালে পুণ্যাত্মাদের উদ্ধারের জন্য কাজে এসে যায়। চার ডিগ্রী কম হয়, সেইজন্য স্থুল আর সূক্ষ্ম দোষ তো সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, শুধু সূক্ষ্মতর আর সূক্ষ্মতম দোষ ওনার থেকে গেছে, যা অন্য কাউকে কিঞ্চিত অসুবিধা করে না, ও তো ওনার 'কেবলজ্ঞান' প্রকট হওয়াতে আবরণ করে, যা সে ভালভাবে জানেন। সর্ব দোষ যার ক্ষয় হয়ে গেছে এমন 'জ্ঞানী'র নির্দোষ ভূমিকার কি বলার !!

জ্ঞানী পুরুষ' কে ও প্রতিক্রমণ করতে হয়, কিন্তু এই প্রতিক্রমণ সূক্ষ্মতর আর সূক্ষ্মতম দোষের হয়। শুদ্ধ উপযোগ ফসকে গেলে তক্ষুনি সে প্রতিক্রমণ করে নেন। স্বয়ং নির্দোষ হয়ে সমস্ত বিশ্বকে নির্দোষ দেখার দৃষ্টি পেয়ে 'জ্ঞানী' সমস্ত বিশ্বকে নির্দোষ দেখেন। প্রত্যেক জীব কে ব্যবহারে ও সে নির্দোষ দেখেন। নিরন্তর অকর্তাপদে স্থিত 'জ্ঞানী' সবাই কে তত্বদৃষ্টিতে দেখেন অর্থাৎ সবাই কে অকর্তা দেখেন, ফের ওনাকে কে দোষী দেখাবে ?

অনন্ত জন্ম থেকে যে পূর্ণ পুরুষোত্তম কে সে খুঁজে বেড়িয়েছেন, ও এই জন্মে ওনার ই দেহে প্রকট হয়ে যায়। অজ্ঞানীর একটু ও সত্তা মেলে তো সে উন্মক্ত হয়ে যায়। 'জ্ঞানী পুরুষ' সারা ব্রহ্মান্ডের সাম্রাজ্য পেয়ে গেলে ও একটু ও উন্মত্ত হন না। সেইজন্য শ্রীমদ্ রাজচন্দ্রজী 'জ্ঞানী পুরুষ' কে দেহধারী পরমাত্মা বলেছেন। অন্য আরো কোন পরমাত্মা কে খোঁজার প্রয়োজন হয় না। এমন 'জ্ঞানী পুরুষ' এর সৎসঙ্গ বিনা দেহাধ্যাস সমাপ্ত হতে পারে না।

'জ্ঞানী পুরুষ' বিজ্ঞানঘন আত্মা তে অর্থাৎ 'এব্‌সল্যুট' আত্মায় স্থিত হন। অর্থাৎ অন্তে তো 'জ্ঞানী পুরুষ' ও সাধন স্বরূপ হন। সাধ্য তো 'বিজ্ঞান স্বরূপ আত্মা'।

'আত্মা' বিজ্ঞান স্বরূপ হয়, জ্ঞান স্বরূপ নয়। জ্ঞানে করতে হয়, বিজ্ঞান তো স্বয়ং ক্রিয়াকারী, বিজ্ঞান সিদ্ধান্তিক হয়, অবিরোধাভাস হয়। ধর্ম আর বিজ্ঞানে বড় পার্থক্য হয়। ধর্ম থেকে সংসারে ভৌতিক সুখ মেলে, পুণ্য বাঁধে আর বিজ্ঞান থেকে মোক্ষ হয়। বিজ্ঞান আছে সেখানে পুণ্য নেই, পাপ নেই, কর্মবন্ধন ও নেই, কর্মের শুধু নির্জরা আছে, নতুন বন্ধন নেই। বিজ্ঞানে কিছু ছাড়ার থাকে না। বিজ্ঞানে তো 'স্বয়ং' ই আলাদা হয়ে যাবার। 'স্বয়ং' আলাদা হয়ে গেছে, তাঁর পাঁজল সল্‌ভ হয়ে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলেছেন যে 'জ্ঞানী পুরুষ' এ সেই সামর্থ আছে যে অন্যের সব পাপ কে একসাথে ভস্মীভূত করতে পারেন। কারণ যে এক পল ও দেহের মধ্যে থাকেন না, মনে থাকেন না, বাণী তে থাকেন না, সে ই পাপ কে নাশ করতে পারেন। এতটুকুই না, উপরন্তু নিজস্বরূপ এর জ্ঞান প্রদান করেন আর দিব্যচক্ষু দেন, যাহাতে প্রত্যেক জীবের মধ্যে আত্মদর্শন হয়, 'আত্মবত সর্বভূতেষু'। আর এক ঘন্টায় ই এমন অমূল্য প্রাপ্তি করানোজন অক্রম মার্গের 'জ্ঞানী' তো 'না ভূতো, না ভবিষ্যতি'।

'জ্ঞানী পুরুষ'এর মাধ্যমে আত্মার অনুভূতি হয়ে যাওয়ার পরে আত্মা নিরন্তর লক্ষ্য তে থাকে। মন-বচন-কায়ার সমস্ত ক্রিয়া হতে থাকে কিন্তু তাতে 'স্বয়ং' কর্তা নয়, এতটুকুই না, কে এর কর্তা, তার স্পষ্ট জাগৃতি থাকে। ফের চিন্তা কখনো হয় না, সংসারী দুঃখ থেকে অপ্রভাবিত থাকেন।

কোটি জন্মের পুণ্য প্রকট হয়, তখন 'জ্ঞানী পুরুষ' এর দর্শন হয় আর শুধু দর্শনে তৃপ্ত না থেকে 'জ্ঞানী পুরুষ' যে 'জিনিস' পেয়েছেন, সেই 'জিনিস' 'নিজের' ও প্রাপ্ত হয়ে যায়, ও দর্শনে এসে যায় তো ফের জন্ম-জন্মের চক্রের অন্ত এসে যায়। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর কৃপা থেকে 'স্বরূপ' এর জ্ঞান হয়ে যায় তথা আত্ম জাগৃতি প্রকট হয়ে যায়। তৎপশ্চাৎ নিজের সমস্ত দোষ দেখতে পারে আর যে দোষ দেখায় ও সব অবশ্য ক্ষয় হয়ে যায়।

'অক্রম জ্ঞান' প্রাপ্ত করার পরে আর্তধ্যান-রৌদ্রধ্যান একেবারে হয় না। আর্তধ্যান-রৌদ্রধ্যান তখন ই হয়, যখন নিজ স্বরূপের জ্ঞান-ভান না হয়। নিজ স্বরূপের জাগৃতি থাকলে আর্তধ্যান-রৌদ্রধ্যান হয় না, নিরন্তর ভিতরে শুক্লধ্যান আর বাইরে ব্যবহারে ধর্মধ্যান থাকে। শুক্লধ্যান ই প্রত্যক্ষ মোক্ষের কারণ। যখন পর্যন্ত নিজের আত্মার স্পষ্ট অনুভব না হয়, তখন পর্যন্ত 'জ্ঞানী পুরুষ' ই আমাদের আত্মা। 'অক্রম মার্গ' সম্পূর্ণ বুঝে নেওয়া প্রয়োজন, কারণ এ বিজ্ঞান, তাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বুঝে নেওয়া আবশ্যক। 'জ্ঞানী'র সানিদ্ধ্যে ওনাকে জিজ্ঞাসা করে করে 'বোধ' সম্পূর্ণ ভাবে 'ফিট' করে নেওয়া উচিত।

'জ্ঞানী পুরুষ'এর কাছে গিয়ে 'করার' কিছু থাকে না, কথা সব শুধু বুঝে নিতে ই হয়। জিনিসটা যথার্থ বুঝে নিলে সম্যক দর্শন হয় আর যথার্থ জানলে সম্যক জ্ঞান হয়। যা জেনে গেছে আর বুঝে গেছে, তার থেকে সম্যক চারিত্র প্রকট হয়।

ভগবান বলেছেন যে মোক্ষ প্রাপ্ত করার জন্য কিছু করার আবশ্যকতা নেই, তার জন্য তো 'জ্ঞানী পুরুষ' এর পিছনে পিছনে চলতে থাকবে। তাঁহার সঙ্গ কখনো ছাড়বে না।

মোক্ষ অর্থাৎ মুক্ত ভাব, সাচ্চা স্বাধীনতা। কোন মালিক নেই, কোন 'আন্ডারহেন্ড' ও নেই, এমন মোক্ষ সংসারে থেকে ও প্রাপ্ত করে সম্পূজ্য শ্রী 'দাদাজী' গৃহস্থীদের জন্য এক দৃষ্টান্ত হয়ে গেছেন যাতে গৃহস্থীদের ও সাহস থাকে যে আমরা ও মোক্ষ পেতে পারি। আর মোক্ষের জন্য সংসার ত্যাগের প্রয়োজন নেই, পরন্তু অজ্ঞান দূর হয়ে যায় তো সংসারে ও মোক্ষ সহজ প্রাপ্ত হয়ে যায়। মোক্ষ সুলভ কিন্তু মোক্ষদাতা অতি অতি দুর্লভ, কারণ মোক্ষদাতা এমন 'জ্ঞানী পুরুষ' ওর্ল্ডে কদাচিৎ ই প্রকট হন। যদি এমন পুরুষের সাক্ষাৎ হয়ে যায় তো তাঁহার চরণে সর্ব ভাব অর্পণ করে তাঁহার পিছনে পিছনে চলতে থাকা ই হিতকারী। 'জ্ঞানী পুরুষ' ছাড়া জগতে অন্য কোন ও জিনিস হিতকারী হয় না। তাঁর থেকে মায়া সর্বদার জন্য বিদায় নেয়। সংসারের মায়াজাল থেকে শুধু 'জ্ঞানী পুরুষ' ই ছাড়াতে পারেন। যে স্বয়ং মুক্ত, সে ই অন্য কে বন্ধন থেকে ছাড়াতে পারেন। নিজে বন্ধনে ফেঁসে আছে, সে অন্য কে কিভাবে ছাড়াতে পারবে ?

যার শুধু মোক্ষের ই একমাত্র কামনা আছে, তার মোক্ষ মিলে বিনা থাকে না। আরে, জ্ঞানী পুরুষ' স্বয়ং তার ঘরে এসে তার হাতে মোক্ষ দিয়ে দেন। এত প্রভাব আমাদের মোক্ষের 'তীব্র কামনা' তে হয়।

'জ্ঞানী পুরুষ' কে মেলার পরে কিছু ই পরিশ্রম করতে হয় না। পরিশ্রমের ফল সংসার, মোক্ষ নয়। যদি 'জ্ঞানী' মেলার পরে কিছু পরিশ্রম করতে হয় তো জানবে 'জ্ঞানী' ই মেলে নি !! 'জ্ঞানী' মেলার পরে তো জ্ঞানী কে বলবে যে আপনাকে মেলার পরে এখন পরিশ্রম কেন করতে হবে ? পরিশ্রম করতে করতে তো অনন্ত জন্ম চলে গেছে , কিন্তু কোন পরিণাম আসে নি। আপনার শরণাগতি স্বীকার করেছি, আপনি আমাকে বন্ধন থেকে মুক্তি দিন।

জ্ঞানী মিলে বিনা কারো মোক্ষ হওয়া সম্ভব না, প্রকট প্রদীপ থেকে ই অন্য প্রদীপ প্রজ্বলিতে হতে পারে। 'জ্ঞানী পুরুষ' অহংকার-মমতা কে ছাড়ায় আর শুদ্ধাত্মা কে গ্রহণ করান। তাঁহার চরণে অহংকার গলানোর সামর্থ হয়।

'জ্ঞানী পুরুষ' স্বয়ং শুদ্ধ হন, সেইজন্য তাঁহার দর্শন থেকেই শুদ্ধ হয়ে যায়।

নয় তো 'জ্ঞানী পুরুষ' বিনা 'স্বয়ং'এর 'স্বরূপ' পাওয়া সম্ভব নয়। আরে, অনন্ত জন্ম চলে যায় তবুও মেলে না কিন্তু 'জ্ঞানী পুরুষ' এর সাক্ষাৎ হলেই পেয়ে যায়।

নিজ স্বরূপের ভ্রান্তি অন্য কোন ই উপায়ে যায় না। কেবল 'জ্ঞানী পুরুষ' ই ভ্রান্তি দূর করতে পারেন। সেইজন্য শ্রীমদ রাজচন্দ্রজী বলেছেন যে প্রত্যক্ষ 'জ্ঞানী পুরুষ'এর খোঁজ কর, সজীবন মূর্তির খোঁজ কর। যে স্বয়ং মুক্ত হয়েছেন, এমন মুক্ত পুরুষের খোঁজ কর। 'জ্ঞানী পুরুষ' তরণ-তারণহার হন, সে নিজে তো পার হয়েছেন পরন্তু অনেক কে পার করার সামর্থ ওনার মধ্যে হয়, এমন 'জ্ঞানী পুরুষ' মেলে তো তাঁহার কদমের পিছনে পিছনে নির্ভয় আর নিঃশঙ্ক হয়ে চলে যাবে। জ্ঞান 'জ্ঞানী পুরুষ'এর হৃদয়ে ই হয় আর কোথাও না। 'জ্ঞানী পুরুষ'এর দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তি হয় তবেই কাজ হবে। আর 'জ্ঞানী'র আশ্রয় ই 'স্বচ্ছন্দতা' নামের সংসার রোগ নির্মূল করতে পারে। 'জ্ঞানী পুরুষ'এর আশ্রয় বিনা, তাঁহার আজ্ঞানুসার চলে বিনা, যা কিছুই করেছ, তপ-ত্যাগ, ক্রিয়া বা শাস্ত্র পাঠ করেছ, ও সব স্বচ্ছন্দতা আর স্বচ্ছন্দতায় করা সমস্ত ক্রিয়া বন্ধনে ফেলে।

লোকভাষায় শাস্ত্রের জ্ঞানী কে 'জ্ঞানী' বলে, পরন্তু আসলে তো 'জ্ঞানী' সে ই হন যে আত্মজ্ঞানী হন। সে জ্ঞানাবতার হন আর এমন 'জ্ঞানী পুরুষ' কখনো গুপ্ত থাকেন না, সে তো সাধারণ লোকের মাঝে ই বিচরণ করতে থাকেন। নিজের যে জ্ঞান প্রকট হয়েছে, নিজে যে সুখ পেয়েছে, সেই জ্ঞান, সেই সুখ অন্যদের বিলি করতে থাকেন। পূর্ণ দশায় পৌঁছে যাওয়া 'জ্ঞানী' জন-জনের কল্যাণ করতে থেকে বিচরণ করেন।

সম্পূজ্য দাদাশ্রী বলেন যে, আমার এটাই ভাবনা যে এই 'অক্রম বিজ্ঞান' সারা বিশ্ব ছড়াতে হবে। অক্রম বিজ্ঞানের লাভ সব লোকেরা অবশ্য পেতে হবে। জগতের কল্যাণ হতেই হবে। জগতে পরম শান্তির প্রসার হোক।

সংসারে অভিবৃদ্ধি, সাচ্চা মার্গ দেখানোর জন্য গুরু করা আবশ্যক। গুরু সাংসারিক ধর্ম শেখান কিন্তু সংসার থেকে সে মুক্তি দেওয়াতে পারেন না। সংসার থেকে মুক্তি তো শুধু 'জ্ঞানী পুরুষ'ই দিতে পারেন। গুরু সংসার ব্যবহারের পক্ষে হন আর 'জ্ঞানী পুরুষ' আত্মার পক্ষে হন, ব্যবহারে গুরু আর নিশ্চয়ে 'জ্ঞানী'! 'জ্ঞানী' মেলার পরে ও আগের ব্যবহারের গুরুর প্রতি অভাব আনবে না আর তাঁহার উপকার মানবে।

লক্ষ্য পাওয়ার জন্য পথে ঘুরে বেড়ানো পথিক কে কাউকে তো পথ জিজ্ঞাসা করতেই হয়, কাউকে গুরু বানাতেই হয়। আরে, স্টেশনের রাস্তা না জান তো ও কাউকে রাস্তা জিজ্ঞাসা করতেই হয়। তো ফের এ তো মোক্ষের গলি, ছোট্ট, গোলকধাঁধার। এই মোক্ষপথে তো'জ্ঞানী পুরুষ' কে খুঁজে তাঁহার পিছনে পিছনে চলে যাবে। 'জ্ঞানী পুরুষ' তো মোক্ষ দেবার 'লাইসেন্সদার' হয়, আমাদের তৈয়ারী চাই। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর ওখানে শুধু দুটো জিনিসের আবশ্যকতা হয়; 'পরম বিনয়' আর 'আমি কিছু জানি না' এই ভাব। আসল জানা তো তাকেই বলা হয় যে যার পরে ধাক্কা লাগে না। যদি ধাক্কা লাগে, চিন্তা, ক্লেশ, অশান্তি থাকে, তো ফের তাকে 'আমি কিছু জানি' কিভাবে বলা যাবে ?!

'এ' তো বিশ্বে অধ্যাত্মের নগদ ব্যাঙ্ক। এক ঘন্টা তে ই 'ডীভাইন সল্যুশন' পাওয়া যায়। নয় তো ধার নিয়ে কত দিন চলবে ? অনন্ত জন্ম থেকে দেনার ব্যাঙ্কে ই হপ্তা (কিস্তি) ভরেছি, নগদ মেলে তো কাজ হবে !

বিশ্বের লোক 'থিয়োরী অফ রিলেটিভিটী' তে আছে। যাঁহার 'রীয়েল' আর রিলেটিভ'এর ভেদ প্রাপ্ত হয়ে গেছে, সেই 'মহাত্মা' 'থিয়োরী অফ রিয়েলিটী' তে আছেন আর 'জ্ঞানী' স্বয়ং 'থিয়োরী অফ এব্‌সোল্যুটিজম' এ আছেন। 'থিয়োরী' ই নয় পরন্তু সে তো 'এব্‌সোল্যুটিজম এর থিয়োরম'এ থাকেন। জার্মেনীরা আমাদের ভারতীয় শাস্ত্র কে 'এব্‌সোলুটিজম'এর অনুসন্ধান করার জন্য নিয়ে গেছেন। আজ 'জ্ঞানী পুরুষ' স্বয়ং 'এব্‌সোল্যুট' প্রকট হয়েছেন। সমস্ত বিশ্বের লোকের খোঁজের অন্ত তাঁহার কাছেই আছে।

'জ্ঞানী পুরুষ' 'থিয়োরী অফ রিলেটিভিটী' থেকে 'থিয়োরী অফ রিয়েলিটী' তে আনতে পারেন। তার পরে ই 'রীয়াল' ধর্ম, আত্মধর্মের, স্বধর্মের পালন হয়। যখন পর্যন্ত আত্মার একটা ও গুণ জানা হয় নি, তখন পর্যন্ত আত্মধর্ম কিভাবে পালন হবে? তখন পর্যন্ত সবাই পরধর্মে ই আছে।

জ্ঞান কে জ্ঞানে আর অজ্ঞান কে অজ্ঞানে বসানো, তার নাম যথার্থ দীক্ষা। এমন দীক্ষা, 'জ্ঞানী পুরুষ' ছাড়া কে দিতে পারেন ? জগতের স্বভাব অজ্ঞান প্রদান করা আর'জ্ঞানী পুরুষ' এর স্বভাব জ্ঞান প্রদান করা। অজ্ঞান ও নিমিত্ত থেকেই মেলে আর জ্ঞান ও নিমিত্ত থেকেই মেলে। 'জ্ঞানী পুরুষ' যখন আত্মজ্ঞান প্রদান করেন, তখন আত্মা-অনাত্মার সমস্ত গুণধর্ম কে স্পষ্ট করে সেই দুইয়ের মাঝে

'লাইন অফ ডিমার্কেশন' করে দেন। তার পরে আত্মধারা, অনাত্মধারা নিরন্তর আলাদা আলাদা ই থাকে।

সংসার রূপী বৃক্ষ কে মূল থেকে নির্মূল করতে অনেক বিরল পুরুষ অনন্ত জন্ম থেকে প্রয়াস করে আসছে। কেউ এই বৃক্ষের পাতা কে কাটে, তো কেউ তার ডাল কাটে, কেউ তার ডগা কে কাটতে থাকে। তবুও সেই বৃক্ষ নির্মূল হয় না। 'জ্ঞানী পুরুষ' সংসার বৃক্ষের মূল (রূট কজ) কে ভাল মত চেনে। সেইজন্য সে ওতে ই ওষুধ রেখে দেন, যাহাতে গাছের কোন ও অংশ কে না ঘাঁটিয়ে নিজে নিজেই সমাপ্ত হয়ে যায়। এ 'অক্রম বিজ্ঞান' এর অনেক বড় দেন, নয় তো এক ঘন্টায় মোক্ষ, একাবতারী পদ কিভাবে প্রাপ্ত হতে পারে ?!!

সংসারের সমস্ত ধর্মশাস্ত্র পড়ে ১০০ % (শত প্রতিশত) ধর্ম ধারণ করার পরে ধর্মের মর্ম বের হওয়া শুরু হয়। ১০০ % মর্ম বোধে আসার পরে জ্ঞানার্ক বের হওয়া শুরু হয়। 'অক্রম মার্গ' এর'জ্ঞানী পুরুষ' মাত্র এক ঘন্টায় জ্ঞানার্ক খাইয়ে দেন।

মোক্ষের জন্য দুটো মার্গ আছে - এক ক্রমিক মার্গ, দ্বিতীয় অক্রমিক ! ক্রমিক সাধারণ রাস্তা, সব সময়ের মার্গ। ওতে সাধক 'স্টেপ বাই স্টেপ' এগিয়ে যায়। কোন সাচ্চা সাথী পেয়ে যায় তো পাঁচশো 'স্টেপ' উঠিয়ে দেন আর কুসঙ্গ পেয়ে যায় তো পাঁচ হাজার 'স্টেপ' নামিয়ে দেয়। সেইজন্য এই মার্গের ভরসা নেই। তবুও সাধারনতঃ এই মার্গ সব সময় উপলব্ধ হয়। অক্রম মার্গ তো কদাচিৎ ই হয়, যা অপবাদ মার্গ। এতে স্টেপ উঠতে হয় না, 'লিফ্ট' এ সোজা ই, বিনা পরিশ্রমে উপরে ওঠা। শুধু 'জ্ঞানী'র আজ্ঞা অনুসার 'লিফ্ট' এ বসা। 'জ্ঞানী পুরুষ' এক ঘন্টায় আত্মজ্ঞান করান আর সাথে সমস্ত ধর্মের সার স্বরূপ পাঁচ আজ্ঞা দেন, যা জীবন ব্যবহার কে আদর্শ বানিয়ে, নিরন্তর আত্মায় থাকার সহায়ভূত আর রক্ষক হয়।

ক্রমিক মার্গে তো ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ, পরিগ্রহ ইত্যাদির ধীরে ধীরে ত্যাগ করতে করতে অন্তে অহংকার সম্পূর্ণ শুদ্ধ করতে হয় অর্থাৎ যে অহংকারে একটা ও পরমাণু ক্রোধের, মানের, মায়ার বা লোভের থাকে না, তখন সম্পূর্ণ শুদ্ধ অহংকার তৈয়ার হয়। সেই শুদ্ধ অহংকার শুদ্ধাত্মার সাথে অভেদ হয়ে যায় পরন্তু অক্রম মার্গে 'জ্ঞানী' কৃপা তে, প্রথমে অহংকার শুদ্ধ হয়ে যায় আর স্বয়ং শুদ্ধাত্মা পদে এসে যায়, ফের ডিসচার্জ রূপে যে ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ থেকে যায়, তাদের উদয়ে 'শুদ্ধাত্মা' তন্ময়াকার হয় না। সেইজন্য সে স্বভাবতঃ 'ডিসচার্জ' হয়ে সমাপ্ত হয়ে

যায়। 'স্বয়ং' শুদ্ধাত্মা হয়ে গেছে, সেইজন্য নতুন কর্ম চার্জ হয় না। নতুন কর্ম তো তখন ই 'চার্জ' হয় যে যখন মনের অবস্থায় 'স্বয়ং' 'অবস্থিত' হয় যায়, তো তার 'রিজাল্ট' 'ব্যবস্থিত' আসে। 'জ্ঞানী পুরুষ' অহংকার কে শুদ্ধ করে দেন, সূক্ষ্ম ক্রিয়াতে ও পরে 'স্বয়ং' আলাদা থাকে, তাতে কর্তাপদ উৎপন্ন ই হয় না আর কর্ম 'চার্জ' হয় না। নিজে নিরন্তর অকর্তা ভাবে থাকেন, ততটা ই না, 'ব্যবস্থিত' কি ভাবে কর্তা হয়, তার সম্পূর্ণ দর্শন থাকে। কর্তাপদ ছেড়ে গেছে, তো কর্ম বাঁধে না।

ক্রমিক মার্গের 'বেসমেন্ট' আজ পচে গেছে। এই জন্য ক্রমিক মার্গ 'ফ্রেকচার' হয়ে গেছে। সেইজন্য অক্রম মার্গের ভব্য উদয় প্রাকৃতিক রূপে হয়েছে। ক্রমিক মার্গের 'বেসমেন্ট' কি হয় ? মন-বচন-কায়ার একাত্মযোগ হওয়া অর্থাৎ মনে যা আছে, সেটাই বাণী তে বলা আর সেটাই ব্যবহারে আনা। আজ তো মনে এক, বাণীতে দ্বিতীয় আর বর্তনে অন্য কিছু হয়। সেই জন্য ক্রমিক মার্গ চলতে পারে না। অক্রম মার্গে তো মন-বচন-কায়া কে সাইডে রেখে নিজ স্বরূপের নিরন্তর লক্ষ্য বসে যায়। ফের তো যেমন উদয় আসে, তার সমভাবে নিকাল (সমাধান) করে দেওয়া বাকি থাকে।

জীবন ব্যবহারে রোজকার ব্যবহারিক জ্ঞান ততটা ই স্পষ্টতার বলা হয়েছে, যতটা আত্মা-পরমাত্মার ! ওনার কাছে কেবল আত্মা-পরমাত্মার ই কথা নয়, দৈনন্দিন অনুভবে আসা সংসার ব্যবহারের জ্ঞানময় দৃষ্টির কথা ও আছে। এই ব্যবহার থেকে পালিয়ে তো ছাড়া পেতে পারবে না। কিন্তু ব্যবহারে সম্পূর্ণ নাটকের মত সুন্দর অভিনয় করতে করতে ব্যবহার পুরা করতে হবে। নাটকে রাজা ভর্তুহরির অভিনয় করে, সেই নট, লক্ষ্মীচন্দ আলাদা আর ভর্তুহরির অভিনয় আলাদা, এমন রাখে। সেই ভাবে স্বামীর, শেঠের, পিতার অভিনয় করা জন আলাদা আর স্বয়ং শুদ্ধাত্মা আলাদা, এই ভেদরেখাকে সদা ধ্যানে রেখে এই জীবন নাটক এর প্রত্যেক অভিনয় পূর্ণ দক্ষতার সাথে পালন করার প্রতিক্ষণ জাগৃতি অক্রম বিজ্ঞান দ্বারা 'জ্ঞানী পুরুষ' প্রদান করেন। অর্থাৎ 'জ্ঞানী পুরুষ' শুধু আত্মজ্ঞান ই দেন না, বরং সংসার ব্যবহার পুরা করার জন্য ব্যবহার জ্ঞান ও সর্বোচ্চ প্রকারের দেন। ওনার পাঁচ আজ্ঞা ব্যবহার কে সম্পূর্ণ শুদ্ধ বানিয়ে দেন।

দাদাজী প্রত্যেক বার দৃঢ়তা পূর্বক বলেন যে আমাকে মেলার পরে যদি তোমার মোক্ষ অনুভব না হয় তো তোমার 'জ্ঞানী মেলে ই নি এমন মনে করবে। এখানেই, 'সদেহ' মোক্ষ ব্যবহারে আসতে হবে।

পক্ষ আর মোক্ষ দুটো তে বিরোধাভাস হয়, 'জ্ঞানী পুরুষ' নিষ্পক্ষপাতী হন। তাঁহার দৃষ্টিতে সবাই নিজের নিজের জায়গায় 'করেক্ট' ই দেখায়। জীবমাত্রের সাথে অভেদ ভাব থাকে। 'জ্ঞানী পুরুষ' সেন্টারে বসে আছেন, সেইজন্য ওনার কোন ব্যক্তির সাথে, কোন ধর্মের সাথে, কোন 'ভিউ পয়েন্ট'এ মতভেদ হয় না।

বিনাশী জিনিসে সনাতন সুখের খোঁজের দৃষ্টিতে অনন্ত জন্ম ঘুরে বেড়ায়। এই মিথ্যাত্ব দৃষ্টি কে লোকদৃষ্টি আরো দৃঢ় করে। লোকদৃষ্টি তো দক্ষিণ কে উত্তর মেনে চালায়। একবার 'জ্ঞানী'র দৃষ্টির সাথে দৃষ্টি মিলে যায়, এক হয়ে যায় তো নিজ স্বরূপ খেয়ালে (দৃষ্টিতে) এসে যায়। নিজ স্বরূপেই সনাতন সুখ আছে, যার এক বার অনুভব হয়ে গেলে ফের কখনো যায় না। ফের দৃষ্টির বিনাশী জিনিসে সুখের খোঁজ সমাপ্ত হয়ে যায় আর অবিনাশী আত্মতত্বের, স্বাভাবিক সুখের বেদন নিরন্তর থাকে।

চিনি মিষ্টি হয়। এমন মিষ্টী হয়, মধু থেকে ও ভাল, গুড় থেকে ও উত্তম, এমন বর্ণনা আমরা শুনি, কিন্তু, কেউ চিনি মুখে দিয়ে তার স্বাদ আমাদের অনুভব করায় না। 'জ্ঞানী পুরুষ' ই এমন হয় যে তক্ষুনি মুখে চিনি রেখে অনুভব করান। আত্মা এমন, তেমন, এসব কথায় কিছু হয় না, ও তো 'জ্ঞানী পুরুষ'এর কৃপা তে তার অনুভূতি হয়, তখন নিষ্কৃতি হয়, অন্যথা নয়।

সমস্ত শাস্ত্র নতুন দৃষ্টি দিতে পারে কিন্তু দৃষ্টি কেউ বদলাতে পারে না। দৃষ্টি বদলানো তো 'জ্ঞানী পুরুষ' বিনা অসম্ভব। অবস্থা দৃষ্টি কে মুছে আত্মদৃষ্টি করানো, ও কেবল 'জ্ঞানী পুরুষ' এর ই কাজ। যার আত্মদৃষ্টি হয়েছে, সে ই অন্যদের আত্মদৃষ্টি করাতে পারে। স্বয়ং মিথ্যা দৃষ্টিওয়ালা হয়, সে অন্যের মিথ্যাদৃষ্টি কি করে ভাঙ্গতে পারবে ?

আত্মা নিরালম্ব জিনিস, কিন্তু তাঁকে পাওয়ার জন্য 'জ্ঞানী পুরুষ' এর আলম্বন (সাহায্য) নিতে হয়, কারণ আত্মপ্রাপ্তির জন্য 'জ্ঞানী পুরুষ' অন্তিম সাধন। 'অক্রম জ্ঞানী' যে আত্মা 'দেখেছেন', অনুভব করেছেন, সেই আত্মা কোন আলাদা ই, কল্পনাতীত। সেইজন্য তো সে, যা লাখ জন্মে বদলায় নি, সেই দৃষ্টি কে এক ঘন্টায় বদলে দেন। এক ঘন্টায় দেহ আর আত্মা কে ভিন্ন অনুভব করানেওয়ালা জ্ঞানীর অপূর্ব, অজোড়, অদভুত সিদ্ধির প্রতি সানন্দাশ্চর্য, অব্যক্তব্য, ভাবভীন উদ্গার ছাড়া অন্য কি হতে পারে !

প্রথমে তো বিশ্বাস ই হয় না কিন্তু 'জ্ঞানী পুরুষ' এর প্রত্যক্ষ যোগের যুক্তি

করে, সর্ব ভাব তাঁহার চরণে সমর্পিত করে, পরম বিনয়ে, যিনি আত্মা প্রাপ্ত করে নেয়, তার তো জগত ই বদলে যায় । সংসারের সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি মেলে । সংসারের আধি, ব্যাধি আর উপাধি তে নিরন্তর সমাধি, সহজ সমাধি থাকে । পাঠকের বিশ্বাস হয় না এমন এই কথা, পরন্তু এ অনুভবপূর্ণ সত্য । আজ হাজার-হাজার পুণ্যাত্মা এমন প্রাপ্তি করেছেন আর ভিতরে নিরন্তর আত্মসুখে থাকেন আর বাইরে জীবন ব্যবহারে, ঘরে, এই ঘোর কলিযুগে ও সত্যযুগ যেমন, স্বর্গ যেমন সুখ অনুভব করে যাচ্ছেন । বিস্ময় তো সেই জ্ঞানের, যে এই কালে ভর দুপুরে তপ্ত মরুস্থলের মাঝে বিশাল বটবৃক্ষের সমান নিজের শীতল ছায়াতে তপ্তজনেদের ভিতরে-বাইরে শীতলতা প্রদান করে ।

নিরন্তর আত্মা তে ই যাহার বাস, যে কেবল মোক্ষ স্বরূপ ই হয়ে গেছেন, যাহার মন-বচন-কায়ার স্বামিত্ব ভাব সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়ে গেছে, অহংকার-মমতা সম্পূর্ণ বিলয় হয়ে গেছে এমন 'জ্ঞানী পুরুষ' আজকের এই কলিকালে, সাচ্চা মুমুক্ষুদের জ্‌ন্য প্রকট হয়েছেন ।

প্রতিদিন অলৌকিকতার দর্শন নতুন নতুন রূপে বছরের পর বছর হতে থাকে। অসীম কে কলমে কিভাবে সীমিত করা যাবে ? তবুও 'জ্ঞানী পুরুষ' এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার পূর্ণ প্রয়াস করা হয়েছে । সম্পূর্ণ অনুভব তো তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগ থেকেই উপলব্ধ হয় ।

সম্পূজ্য 'দাদাশ্রী' গুজরাটী ভাষী ছিলেন কিন্তু হিন্দী ভাষী মুমুক্ষুদের সাথে কখনো-কখনো হিন্দী বলে দিতেন । ওনার হিন্দী 'পিয়োর' হিন্দী নয়, তবুও শ্রোতাদের তার অন্তর আশয় 'এক্‌জেক্ট' পৌঁছে যেত । তাঁহার বাণী হৃদয়স্পর্শী, মর্মভেদী হওয়ার কারণে, যেমন নির্গত হয়েছে তেমন ই সঙ্কলিত করে প্রস্তুত করা হয়েছে যেন বিজ্ঞ পাঠকদের কাছে তাঁহার 'ডাইরেক্ট' শব্দ পৌঁছায় । ওনার হিন্দী, অর্থাৎ গুজরাটী, ইংরেজি আর হিন্দীর মিশ্রন । তবুও শুনতে, পড়তে খুব মিষ্টি লাগে, নেচারেল লাগে, জীবিত লাগে । যে শব্দ আছে, ও ভাষার দৃষ্টিতে সীধা-সাদা কিন্তু 'জ্ঞানী পুরুষ' এর দর্শন তো নিরাবরণ ই হয় । সেইজন্য তাঁহার প্রত্যেক বচন আশয়পূর্ণ, মার্মিক, মৌলিক আর সামনের জনের ভিউ পয়েন্ট কে একজেক্ট বুঝে নির্গত হওয়ার কারণে শ্রোতার 'দর্শন' কে সুস্পষ্ট খুলে দেন আর উচ্চতায় নিয়ে যায়।

এমন 'জ্ঞানী পুরুষ' এর দর্শন, জ্ঞান, চারিত্র, তাঁহার অনুভব দশা, তাঁহার 'অব্জার্ভেশন' ইত্যাদি বাণী থেকেই প্রকট হয়, সেই বাণী প্রস্তুত গ্রন্থে প্রকাশিত করা

হয়েছে, যা 'জ্ঞানী'র পরিচয় করিয়ে দেয়, এতটুকুই না, বিজ্ঞ পাঠকদের নতুন দৃষ্টি, নতুন পথ মোক্ষ প্রাপ্তির হেতু প্রদান করে।

এমন 'জ্ঞানী পুরুষ' লক্ষ-লক্ষ লোকের পুণ্যোদয় থেকে ভারত ভূমিতে, গুজরাটের চরোতর ভূমির ভাদরণ গ্রামে প্রকট হয়, যে এই বিশ্বে কিভাবে শান্তি হবে, কিভাবে লোকে আত্মজ্ঞান পেয়ে সংসারের চক্কর থেকে ছাড়া পাবে, এই ভাবনা কে সাকার করার জন্য দিন-রাত প্রয়াসরত ছিলেন। তাঁহার বাণী ই একমাত্র এমন সাধন যা তাঁহার প্রাপ্ত হওয়া জ্ঞান কে সাধারন মানুষ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন। অনেক বছর ধরে সকাল সাড়ে ছটা থেকে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত সে অবিরত আত্মা-পরমাত্মা তথা সংসারের সমস্যার মার্গদর্শন লোকদের নিজের বাণী দ্বারা প্রদান করতেন। সেই বাণী কে প্রস্তুত গ্রন্থে সঙ্কলিত করা হয়েছে। হৃদয়পূর্বক এই ভাবনা আছে যে, যে কেউ মুমুক্ষু, জিজ্ঞাসু অথবা বিচারক তার সম্যক প্রকারে অধ্যয়ন করবে, তাঁর অবশ্য সম্যক মার্গদর্শন প্রাপ্ত হতে পারবে। এতে কোন সন্দেহ নেই।

'জ্ঞানী পুরুষ' এর বাণী সরল হয়, অহংকার বিনা, প্রকট পরমাত্মা কে 'ডাইরেক্ট' স্পর্শ করে নির্গত হওয়া এ প্রত্যক্ষ সরস্বতী। এই বাণী দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল, ভাব আর নিমিত্তের অধীন নির্গত হয়। প্রস্তুত গ্রন্থে সংকলিত হওয়া এই বাণী তে বিজ্ঞ পাঠকদের যদি কোথাও কোন ভুল মনে হয় তো ও 'জ্ঞানী'র বাণীতে নয়, বরং সঙ্কলনের হবে, যার জন্য হৃদয় থেকে ক্ষমা প্রার্থনা।

-**ডা. নীরুবেন অমীনের জয় সচ্চিদানন্দ**

প্রতিক্রমণ বিধি

প্রত্যক্ষ 'দাদা ভগবান' এর সাক্ষীতে, দেহধারী ……… (যার প্রতি দোষ হয়েছে, সেই ব্যক্তির নাম) এর মন-বচন-কায়ার যোগ, ভাবকর্ম-দ্রব্যকর্ম-নোকর্ম থেকে ভিন্ন, এমন হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আপনার সাক্ষীতে, আজ পর্যন্ত আমার দ্বারা যে যে ** দোষ হয়েছে, তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি, হৃদয়পূর্বক খুব পশ্চাতাপ করছি । আমাকে ক্ষমা করুন আর আবার এমন দোষ কখনো না করি, এমন দৃঢ় নিশ্চয় করছি । তার জন্য আমাকে পরম শক্তি দিন ।

**** ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ, বিষয়-বিকার, কষায় ইত্যাদি দ্বারা সেই ব্যক্তিকে যা ই দুঃখ দেওয়া হয়েছে, সেই সব দোষ কে মনে মনে স্মরণ করবে ।**

অনুক্রমণিকা

জ্ঞানী পুরুষের পরিচয়

ব্যবহারে, বাস্তবে, বাণীর বক্তা কে ?

দাদাশ্রী : 'দাদা ভগবান' কে কখনো দেখেছিলেন আপনি ?

প্রশ্নকর্তা : আজ ই দেখছি ভগবানের কৃপায়, আপনার আশীর্বাদে।

দাদাশ্রী : এ 'দাদা ভগবান' নয়। এ তো A. M. Patel (এ. এম. প্যাটেল)। এই শরীর তো ভগবান হয় ই না। ভিতরে চৈতন্য আছে, সে ই ভগবান। সে 'দাদা ভগবান', চৌদ্দ লোকের নাথ। এই আপনার সাথে কে কথা বলছে ?

প্রশ্নকর্তা : ভিতরে আত্মা আছে, সে কথা বলছে।

দাদাশ্রী : না, যে আপনার সাথে কথা বলছে, ও অরিজিনাল টেপরেকর্ডার। এর আগে অরিজিনাল টেপরেকর্ডার নেই। তার থেকে যত চাই টেপকর্ড বানানো যায়। তো এই যে কথা বলে, ও অরিজিনাল টেপরেকর্ডার। সেই বলে। ও 'আমি' বলি না, 'দাদা ভগবান' ও বলেন না। 'দাদা ভগবান' বলে তো, সে ভগবান ই নয়। ভগবান তো ভগবান ই। যে 'দাদা ভগবান' আছে না, সে তো অরিজিনাল টেপরেকর্ডার কি বলে, সত্য কথা কি মিথ্যা কথা, ও তক্ষুনি বুঝে যান। এই বাণী আপনি শোনেন তো আপনি শ্রোতা, এই টেপরেকর্ডার বক্তা আর আমি এই বাণী কে দেখি, জ্ঞাতা-দ্রষ্টা থাকি। আমি সুপারভিজন করি যে এতে কি ভূল আছে, কোথায় ভুল আছে, কোথায় না, কারো লোকসান করে এমন বাণী হয়, তো এমন না হওয়া উচিত, ও সব দেখি।

আপনার ভিতরে ও অরিজিনাল টেপরেকর্ডার আছে, কিন্তু আপনার ইগোইজম (অহংকার) আছে, যে আমি বলেছি। ওহোহো, বলনেওয়ালা এসেছে ! আপনি ইগোইজমে বলেন যে আমি বলেছি কিন্তু ও ভিতরে টেপরেকর্ডার আছে, সে বলে। সবাই বলে যে 'আমি বলেছি।' কিন্তু মানুষের ভিতরে ও রেকর্ড বলে, কুকুরে ও রেকর্ড বলে, গাধায় ও রেকর্ড বলে, সব রেকর্ড ই হয়। উকিল ও বলে, 'আমি

বলেছি, আমি এমন প্লিডিং করেছি।' তো আপনি বলবেন যে 'ভাই, আজ আপনি ভুল কেন করেছেন ?' তো বলবে যে 'আজ আমার থেকে ভুল হয়ে গেছে।' আপনি নিজেই বলেন তো ফের ভুল হওয়া উচিত না। অনেক বার এমন ও বলেন তো, যে 'আমার এমন বলা উচিত হয় নি কিন্তু বলে দিয়েছি।' তো এ মাত্র রেকর্ড ই।

কোন টেপরেকর্ডার বলে যে 'রবিন্দ্র ভাল না', তো কি আপনার খারাপ লাগবে? টেপরেকর্ডার বলে, তাতে আমার কি ? আমাদের ভ্রান্তি আছে যে এই লোকটা আমাকে বলে। পরন্তু এ তো লোক বলে না, টেপরেকর্ডার বলে। এ না বোঝার জন্য ই সব ঝগড়া হয়। কোন মানুষ বলেই না। কিন্তু এ জানে যে আমি বলি, তো ফের তার পশ্চাতাপ ও হয় যে আমি এমন কেন বলে দিয়েছি ? আর এ তো টেপরেকর্ডার বলে, তো আপনি খারাপ মনে করবেন না, কথাটা বুঝে নিতে হবে।

পশ্নকর্তা : এই অরিজিনাল টেপরেকর্ডার মিথ্যা কেন বলে ?

দাদাশ্রী : ও তো যেমন আগে টেপ হয়ে গেছে এমন বের হয়। তাতে চেতন (আত্মা) অন্য কিছু করতে পারে না। আপনার ভাব কেমন হয়, যে মিথ্যা বলা উচিত তো 'টেপ' মিথ্যা বের হবে। সত্য বলা উচিত তো টেপ সত্য বের হবে। আপনি শুধু ভাব ই করতে পারেন, তো তেমন টেপ হয়ে যায়।

আপনার ভিতরে টেপ আছে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : আমার জানা নেই, কিন্তু আপনি বলছেন তো আমি মেনে নিচ্ছি যে এ ও অরিজিনাল টেপ।

দাদাশ্রী : না, এমন না, ও অরিজিনাল টেপরেকর্ডার ই হয়। এ আপনার ভিতরে আছে আর সবার ভিতরে আছে কিন্তু ইগোইজমে বলে যে আমি বলেছি। আমার ইগোইজম সমাপ্ত হয়ে যায় তো আমি দেখে নিই যে এ টেপরেকর্ডার বলে। আমি শুধু দেখি যে এই টেপরেকর্ডার, কি বলে।

অনেক লোকে ভাল কাজ করে, তখন 'আমি কত ভাল করেছি', এমন ইগোইজম করে। আর খারাপ কথা বের হয়ে যায় তো কি বলে ? 'আমি কি করব' এমন বলে তো ! ও আপনি বলেন ই না। কিন্তু ব্যবহারে আপনাকে এমন বলতে হবে যে 'আমি বলি।' ওখানে এমন বলবেন না যে 'এ টেপরেকর্ডার, আমি বলি না।'

কারো শরীরে আমাদের হাত লেগে যায় আর পুলিস বলে যে কে মেরেছে ? তো আমরা বলব যে 'আমি মেরে দিয়েছি ।' ব্যবহারে এমন আমরা বলব না যে 'আমি কর্তা না ।' ব্যবহারে তো 'আমি ই করেছি', এমন বলব । কিন্তু এই শরীরের মালিক আমরা না আর কোন জিনিসের কর্তা আমরা না । কোন বড় ব্যক্তি ও বলে যে 'আমার আত্মা বলে' কিন্তু আত্মা কখনো বলেই না । আত্মার আওয়াজ ই নেই, ও সব অনাত্মার আওয়াজ । মোটরের হর্ন থাকে না ? সেই হর্ন থেকে আওয়াজ আসে। হর্ন দাবায় তো ভিতরে যে পরমাণু ছিল, সেই পরমাণু স্পীডে বাইরে বের হয় আর তার ঘর্ষণে আওয়াজ হয়ে যায় । ভগবান 'বলেন' তো তাঁর ভগবান পদ ই চলে যাবে। ফের তো লোকে ওকে 'রেডিও' বলবে । কিন্তু ভগবান বলেন না । এ অরিজিনাল টেপরেকর্ডার । ভগবানের হাজিরি তে ই রেকর্ড বলে । এ অরিজিনাল টেপরেকর্ডার । ভগবানের হাজিরি থেকেই রেকর্ড বলে । ভগবানের হাজিরি চলে যায় ফের টেপরেকর্ডার বলবে না । এই মেশিনে ভগবানের হাজিরি নেই । ও তো এমনি ই ভগবানের হাজিরি বিনা বলে ।

'জ্ঞানীপুরুষ' কে ? 'দাদা ভগবান' কে ?

প্রশ্নকর্তা : আপনার যে 'জ্ঞান প্রাপ্তি' হয়েছে, ও জ্ঞান কেউ দিয়েছে হয়তো, স্বয়ং তো হয় নি তো ?!

দাদাশ্রী : আমাকে কেউ দেয়নি । আমার তো এমনি ই হয়ে গিয়েছিল । এই 'জ্ঞান' কারো কাছ থেকে মেলেনি আর এই 'জ্ঞান' কারো কাছে নেই ও । কলিযুগে এই 'জ্ঞান' কখনো হয় ই না । এ আমার ভিতরে প্রদীপ প্রকট হয়ে গেছে তো এক প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপ প্রকট হতে পারে । কিন্তু প্রথম প্রদীপ (যা আমার ভিতরে প্রকট হয়েছে) হতে পারেই না, এ তো but natural হয়ে গেছে ।

প্রশ্নকর্তা : 'জ্ঞানী পুরুষ' কে সনাক্ত করা ও মুস্কিল হয় কখনো কখনো ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, 'জ্ঞানী'র সনাক্ত তারাতারি হতে পারে না । যে সব সাধু পুরুষ আছে, ওনারা জ্ঞানী হন পরন্তু ওনারা শাস্ত্রের জ্ঞানী হয় । ওতে মোক্ষ মেলে না । মোক্ষ তো, আসল 'জ্ঞানী পুরুষ' মিলে যায়, সে মোক্ষ দান দেন ! আমি তো কোট টুপি পড়ি, তো কেউ চিনতে পারবে না বাইরে । যার পুণ্য আছে সে পেয়ে যাবে । এমন ড্রেসে কে ভাববে যে এ 'জ্ঞানী' ? অজানা লোকে কিভাবে জানতে পারবে যে 'জ্ঞানী পুরুষ' কি জিনিস ? ও তো যখন অনুভবে আসে তখন জানতে পারা যায় ।

গাড়িতে বাইরে কোন লোক আমাকে মেলে তো আমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে 'আপনি কে ?' তো আমি বলব যে 'এই গাড়ির পেসেঞ্জার' । এদের দৃষ্টিতে যা দেখায়, তেমন আমি বলি ।

'জ্ঞানী পুরুষ' কাকে বলা হয় ? যে এক মিনিট ও এই দেহে থাকেন না, এই বাণীতে থাকেন না আর এই মাইন্ড (মন) এ থাকেন না, হোম ডিপার্টমেন্টে ই থাকেন। আপনি তো ফরেন ডিপার্টমেন্টে ই থাকেন আর ফরেন কে ই হোম মানেন। ফরেন কে হোম মানলে কি ফায়দা পাবেন ? কখনো না কখনো তো হোম কে হোম মানতেই হবে কি না ! হোম কে হোম মানবেন তো সাচ্চা সমাধি হয়ে যাবে । যে সনাতন সুখের ইচ্ছা আছে লোকের, ও তো হোম ডিপার্টমেন্টে এসে যাবে, তখন তার সনাতন সুখ মিলে যাবে । 'জ্ঞানী' তো নিরন্তর 'জ্ঞান'এই থাকেন ।

এই যে দেখা যায়, সে এ. এম. প্যাটেল, কিন্তু আজ এ. এম. প্যাটেল. পাব্লিক ট্রাস্টে চলে গেছেন । কারণ এই বডীর, মাইন্ডের, এই বাণীর আমি ছাব্বিশ বছর থেকে মালিক না । ১৯৫৮ থেকে আমি দেহে এক পলের জন্য ও থাকি নি । কখনো আপনাদের সাথে কথা বলি তো আমাকে 'এদিকে' আসতে হয়, সে ও প্রকাশ স্বরূপে-জ্ঞান স্বরূপে ! আমি এই দেহে ছাব্বিশ বছর থেকে থাকি না । আমার এর সাথে প্রতিবেশী যেমন সম্বন্ধ আছে । এই যে 'দাদা ভগবান' আছে না, সারা দিন আমি 'দাদা ভগবান' এর সাথে থাকতে পারি না । কখনো কখনো আমাকে 'প্যাটেল' হতে হয়, তো আমাকে ও বলতে হয় যে 'দাদা ভগবান' কে নমস্কার করি আর যখন 'আমি' আর 'দাদা ভগবান' এক হয়ে যাই, ফের বলতে হয় না । যখন আবার আলাদা হয় যাই তো ফের বলতে হয় । সেই 'দাদা ভগবান' ভিতরে আছেন, চৌদ্দ লোকের নাথ।

সেই 'দাদা ভগবান'এর নাম করেন তো আপনার ও অনেক কাজ হয়ে যাবে । সবাই জানে যে এখানে সৎসঙ্গ হয় । কিন্তু এখানে কি ওষুধ মেলে ও জানে না । এ তো জগতের এমন আশ্চর্য, যা আগে কখনো হয় নি । তো আমি আপনাকে কি বলি যে আপনি আপনার কাজ করিয়ে নিন এখানে । আমি তো নিমিত্ত । আমি কোন জিনিসের কর্তা নই । যে কর্তা হয়, তার কর্ম বেঁধে যায় । আমি এই জগত কে সব জিনিস দিতে এসেছি, পরন্তু নিমিত্ত শুধু ।

বিনা অনুভূতি, শুধু কথা কি ?

প্রশ্নকর্তা : মনুষ্য জন্মে আফ্টার অল কি পাওয়ার জন্য আমরা বেঁচে থাকি?

দাদাশ্রী : নিজের উপরে বস চাই না। ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে। কেউ গাল দেয়, মার দেয় তো ও কষ্ট নেই, এমন হতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞান নেওয়ার আফ্টার অল উদ্দেশ্য কি ?

দাদাশ্রী : সাক্ষাৎকার।

প্রশ্নকর্তা : কার সাক্ষাৎকার ?

দাদাশ্রী : নিজের ! এখন তো আপনি 'রবিন্দ্র'।

প্রশ্নকর্তা : তার পরে কি ?

দাদাশ্রী : ফের আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবেন।

প্রশ্নকর্তা : কখন পর্যন্ত ?

দাদাশ্রী : ফের মরতে ই হবে না। জ্ঞান নেওয়ার পরে মৃত্যু নেই, অমর হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : কেমন অমর ? In what sense (কি অর্থে) ?

দাদাশ্রী : শরীর আমি না ! যে বিনাশী জিনিস আছে, সেই বিনাশী জিনিস বের হয়ে যায়। আপনি স্বয়ং অবিনাশী কিন্তু আপনি মানেন যে 'আমি রবিন্দ্র, আমি ইঞ্জিনিয়ার,' এমন বিনাশী জিনিসের কথা বলেন। আপনি ফের অবিনাশী হয়ে যাবেন। ফের আপনার কোন ভয় হবে না।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আমার নিজের রেফারেন্স আমি কিভাবে পাবো যে আমি কে ?

দাদাশ্রী : ও রেফারেন্স সব পেয়ে যাবেন। ফের আপনি পূর্ণ হয়ে যাবেন।

প্রশ্নকর্তা : অমর হয়ে যাই তো কোন বিনাশী জিনিস বের হয়ে যাবে ?

দাদাশ্রী : এই শরীর যা বিনাশী।

প্রশ্নকর্তা : তো ফের কি থাকবে ?

দাদাশ্রী : আত্মা থাকে, সে ও in perfect sense (সম্পূর্ণ অনুভূতিতে) !

প্রশ্নকর্তা : তো নিজে নিজের আত্মা তে ই থাকা উচিত ?

দাদাশ্রী : আপনি আত্মাতেই থাকবেন। আমি পঁচিশ বছর থেকে আত্মাতেই থাকি। This body is my first neighbour. I am not the owner of this body and this is the public trust ! (এই শরীর আমার প্রথম প্রতিবেশী। আমি এই শরীরের মালিক না আর এটা সর্বজনীন ন্যাস।)

প্রশ্নকর্তা : নিজের আত্মাতেই থাকব, কিন্তু এই আত্মা তো ঘুরে বেড়াবে কি না ?

দাদাশ্রী : না, সে ঘুরে বেড়াবে না। সে নিরন্তর সমাধিতেই থাকে। পঁচিশ বছর থেকে আমার সমাধি যায় নি, এক মিনিট ও যায় নি। ফের ঘুরে বেড়াতেই হয় না। ফের আমরা আমাদের নিজের স্পেসে চলে যাবো। ও পারমানেন্ট স্পেস, সেখানে যেতে হবে, সেটাই মোক্ষ।

প্রশ্নকর্তা : তার অনুভব থাকতে হবে, বললে কি হবে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, অনুভব তো আপনি এখানে বসে আছেন, তখন থেকেই ভিতরে অনুভব শুরু হয়ে গেছে কিন্তু আপনার এর খেয়াল থাকে না। অনুভব তো হতে হবে। বিনা অনুভব তো কি করবে ? ও আইস্ক্রীম খায় তো সেখানে ও ঠান্ডা লাগে, তো এই 'জ্ঞানী পুরুষ' মেলে তো, সে এক ঘন্টায় মোক্ষ দেন। ফের কখনো চিন্তা হবে না।

প্রশ্নকর্তা : সেই অনুভব আমাদের বলবেন ?

দাদাশ্রী : সেই অনুভব তো আমি যখন করাই, সেই দিন থেকে আসে। অনুভবে না আসে তো ফের কি কাজের ? অনুভবে না আসে তো ও সব কল্পিত কথা, সত্যি কথা না। অনুভব তো হতেই হবে।

রবিন্দ্র নামের আমাদের এখানে একজন মহাত্মা ছিল। সে এসিডে জ্বলে গিয়েছিল। তো সব ডাক্তারেরা বলতে শুরু করে যে 'এই লোক তিন ঘন্টায় মরে যাবে।' তার সাইকোলজী ইফেক্ট কি হবে যে আমি জ্বলে গেছি, আমার হয়ে গেছে কিন্তু ওকে এই জ্ঞান দিয়েছিলাম, ও অনুভব জ্ঞান ছিল। তো ওর এমন লাগে যে

'আমার' কিছু হয় নি, 'রবিন্দ্র'র ই হয়েছে। সে ডাক্তার কে ও বলত যে রবিন্দ্রের এমন হয়ে গেছে, আমার না। সে বেঁচে যায়। ছয় মাস বিছানায় ছিল কিন্তু এক মিনিট ও পীস অফ মাইন্ড যায় নি। এমন এক্সপিরিয়েন্স হতে হবে। অনুভব বিনা কি করবে? কোন অবতারে (জন্মে) এমন কথা হয় ই না। এই কথা অপূর্ব বলা হয়। আগে কখনো শোনা যায় নি, পড়াতে ও আসে নি।

'জ্ঞানী পুরুষ' দেন শুদ্ধ চেতন নির্পেক্ষিত ও সার। - নবনীত।

'জ্ঞানী পুরুষ' যখন আত্মা দেন, সেটাই নির্পেক্ষিত সার। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর নিজের মোক্ষ হয়েছে, সেইজন্য অন্যদের মোক্ষ দেন। সে মোক্ষের দান দিতে এসেছেন। ওনাকে মোক্ষ দাতা বলা হয়। এই ক্রিশ্চীয়ানিটী ও দিবাদান্ডী হয়, এই মোহম্মেডান ও দিবাদান্ডী হয়, এই হিন্দু ধর্ম সে ও দিবাদান্ডী। কেউ বড় হয়, কেউ ছোট হয় পরন্তু সবাই দিবাদান্ডী। দিবাদান্ডী কে কি বলে?

প্রশ্নকর্তা : লাইট হাউস!

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তো সবাই লাইট হাউস আর আমি তো সারা জগতের অব্জার্ভেটরী। আমি সমস্ত জগতের সাইন্স ওপেন করে দেব। ও সাইন্টিস্টদের ও এই সব বলে দেব, ফের সব সাইন্টিস্ট মেন নেবে। সত্যি কথা কে সাইন্টিস্ট ও স্বীকার করে, সবাই স্বীকার করে। ও ফরেনের সব সাইন্টিস্ট আছে, ওনারা যেখান পর্যন্ত জানে তার আগের কথা কি, ও আমাকে জিজ্ঞাসা করে তো আমি বলে দেব। আমার যে কথা, ও ফরেনে কে বুঝবে? যে সাইন্টিস্ট, সে আমার কথা বুঝে যায়। ওরা ডেভেলপড হয়। আমি তো বলি যে সারা বিশ্বের সাইন্টিস্ট কে একত্র কর দাও, আমি সব বলে দেব যে জগত কি, কেমন জিনিস। সব মানসশাস্ত্রী কে ও একত্র করে দাও, তো আমি ও বলে দেব যে মাইন্ড কেমন হয়ে গেছে! সব লোকেরা যা দেখে, ও তো মাইন্ডের পর্যায় দেখে পরন্তু মাইন্ড কি, কি ভাবে হয়ে গেছে, কি ভাবে লয় হয়, ও সব কথা আমি বলে দেব।

কেউ বলে যে দুটো সংখ্যার খোঁজ কর যে কোন দুই সংখ্যার মাল্টীপ্লিকেশন (গুণন) থেকে এই ৯৬ আসেছে? আর তার রীত বলে দাও, তো হতে পারে কি না? 96 is the answer. দুটো সংখ্যা চাই, ও যে কোন হয়, 12 into 8, or 16 into 6. যে কোন দুটো সংখ্যা চাই।

একজন লোক আমাকে বলে যে 'কি অক্রম বিজ্ঞান, অক্রম বিজ্ঞান করেন? ক্রমিক মার্গ কি খারাপ যে এই অক্রম মার্গ বের করেছেন ?' তো আমি বলি যে 'কেন ? আপনার নিজের স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়ে গেছে কি ? দেখুন, আপনি আমার কাছে আসেন তো আপনাকে বোঝাব ।' তো বলে যে, 'আপনার কি রীত ?' আমি বলি দিই যে suppose hundred (মান যে ১০০), তো উত্তর আসে কি না ?' তো সে বলে যে 'আমি সাপোজ ১০৩ বলি ।' তো আমি বলে দিই যে 'যে কোন সংখ্যা সাপোজ কর । উত্তর আসে কি না ? ও মেথেমেটিক্সে হয় কি না ? সাপোজ করে সংখ্যা নিই, ওতেও উত্তর আসবে কি না ?'

প্রশ্নকর্তা : আসে ।

দাদাশ্রী : তো ফের এতে কেন আসবে না ? এ ও গনিত ই আর এর উত্তর ও আছে ।

এই সব আমি আপনাকে রূপরেখা দিই । সব কথা বলে দিলে কোন ফায়দা নেই । আমি রূট কঁজ বলে দেব । আমার কথা বুঝতে পারেন তো ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ ।

দাদাশ্রী : আমার হিন্দী একেবারে ঠিক নয় তো ?

প্রশ্নকর্তা : না, এমন কথা না । আপনি হিন্দী ভাল ই বলছেন ।

দাদাশ্রী : আমি হিন্দী বলতে পারি না ।

প্রশ্নকর্তা : না, আপনার হিন্দী খুব মিষ্টি, আপনি বলুন ।

দাদাশ্রী : মিষ্টি তো আমার বাণী, হিন্দী না । আমার বাণী মিষ্টি হয় ।

গুরু আর জ্ঞানী !

প্রশ্নকর্তা : আমার গুরু আছে, সে ই আমার ইষ্টদেব, আমার মনে প্রাণে সে ই আছেন, আমি তাঁর থেকে দূর না হয়ে যাই, এমন কিছু আমাকে করে দিন ।

দাদাশ্রী : সেটা ই করতে হবে, কোন আলাদা হওয়ার প্রয়োজন ই নেই । আলাদা হবেন তো আপনার যে ব্যবহার আছে না, ও সব সমাপ্ত হয়ে যাবে । ওনার

আধারে ব্যবহার ছিল। হ্যাঁ, তো আলাদা হতেই হবে না। ওনার আরাধনা করতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : আপনার কাছে এই জ্ঞানপ্রাপ্তি করা আর আমার গুরুর আরাধনা চালু রাখতে হবে, ও একসাথে দুটো জিনিস কিভাবে থাকতে পারে ?

দাদাশ্রী : এ মোক্ষের জন্য চাই আর ও গুরু তো ব্যবহারের জন্য চাই। ব্যবহার ও চলতে হবে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : আমার গুরু তো মোক্ষের জন্য ই।

দাদাশ্রী : না, না। গুরু সব ব্যবহারের জন্য ই হন। মোক্ষের জন্য তো 'জ্ঞানী পুরুষ' হয়।

প্রশ্নকর্তা : ব্যবহারের জন্য তো দেবী-দেবতার উপাসনা করি আর মোক্ষের জন্য ই তো গুরু হয় তো ?

দাদাশ্রী : না, গুরু হয় সে ও ব্যবহার ই হয়। সব ব্যবহার ই হয়।

প্রশ্নকর্তা : আমার গুরুর মূর্তির ধ্যান করি তো যখন ওখানে ধ্যান ঠিক, করেক্ট হয়ে যায়, তখন আমার মনে প্রকাশ প্রকাশ হয়ে যায়, ও কি ?

দাদাশ্রী : ও সব অনেক জিনিস হয়। না না ধরনের প্রকাশ হয় কিন্তু ও সব পুদ্গল আর ও সব তোমার একাগ্রতার জন্য লাভদায়ক আর এগিয়ে যাওয়ার জন্য লাভদায়ক। কিন্তু ওখানে আসল কথা পাবে না। এতে একাগ্রতা হয়, শক্তি বাড়ে পরন্তু এমন কত জন্ম থেকে করছ ? যখন পর্যন্ত আত্মা জান নি, সেখান পর্যন্ত কোন কাজ হবে না। সম্পূর্ণ কাজ তো কখনো হবে না। আত্মা জানার জন্য 'জ্ঞানী পুরুষ'এর কাছে যাওয়া উচিত। নিজে থেকে আত্মা কে জানতে পারবে না। কোন মানুষের এভাবে বোধে আসে নি। সব লোকেরা যেমন আত্মা মানে, এমন আত্মা হয় না। আত্মা অন্য জিনিস হয়, সে ই পরমাত্মা।

প্রশ্নকর্তা : তো এই সব জিনিস কি হয় ? যা আমার অনুভবে আসে, ও কি জিনিস ?

দাদাশ্রী : ও সব মেকানিকেল। এমন চিত্ত চমৎকার অনেক লোকের হয়। এমন অনেক লোক আমার কাছে আসে, ওদের ফের আমি বলি যে, 'ভাই, এই চিত্ত

চমৎকার থেকে অনেক আগে যেতে হবে। এখন আপনার চিত্ত চমৎকারের স্টেশন এসেছে, ও ভাল কথা। এতে একাগ্রতা থাকবে, একটু পাপ জ্বলে যায় কিন্তু এর থেকে তো অনেক আগে যেতে হবে।'

প্রশ্নকর্তা : ফের সামনের রাস্তা পাবো তো ?

দাদাশ্রী : এমন কত ই জন্ম থেকে রাস্তায় চলে কিন্তু আসল কথা মেলে নি। এই সব রাস্তার ই, রাস্তার বাইরে কিছু না। কিন্তু কখনো কোন জন্মে কুসঙ্গ মিলে যায়, তো ফের নীচে ও পড়ে যায়। তার কোন ঠিকানা ই থাকে না। এমন সে উপরে ও ওঠে, ফের কুসঙ্গ মেলে তো ফের নীচে ও পড়ে যায়। নিজের জ্ঞান, নিজে কে ? কে এই জগত বানিয়েছেন ? এই জগত কিভাবে চলে ? কে চালায় ? এই সব জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে যায়, ফের রাস্তা করেক্ট হয়ে যায়। ফের ছাড়া পেয়ে যায়, মুক্তি হয়ে যায়।

'খোলা চোখে' 'জাগৃত' কে ?

জাগৃতি তো পুরা হতে হবে তো ? এখন পর্যন্ত তো আপনার সংসারের ই জাগৃতি আছে। সংসারের জাগৃতি হয় তো ও বিনাশী জিনিসের খেয়ালে থাকে । সব লোকের সংসারের জাগৃতি হয়, সে ও পুরা জাগৃতি না। যার সংসারের পুরা জাগৃতি হয়, তার ঘরে কারো সাথে ঝগড়া হয় না, মতভেদ হয় না কিন্তু ঝগড়া, মতভেদ তো হয়, তো এই সব লোক এখন তো নিদ্রাতেই আছে। খোলা চোখে নিদ্রাতে ই ব্যবসা করে, ঝগড়া করে, বিয়ে ও করে, উপদেশ ও দেয় আর অনশন ও নিদ্রাতেই করে।

আপনি ডাক্তার হয়েছেন তো ও জাগৃত অবস্থায় হয়েছেন কি নিদ্রাতে হয়েছেন ?

প্রশ্নকর্তা : জাগৃত এ।

দাদাশ্রী : এখন ও আপনি জাগৃত না। আমার সামনে বসে আছেন তো ও জাগৃত না। নিদ্রা দুই প্রকারের হয়; এক মানুষের দেহের ও ভান চলে যায়। ও সবার জন্য নিদ্রা। অন্য নিদ্রা খোলা চোখে হয়। সেই নিদ্রা কারো যায় নি। জাগৃত কাকে বলা হয় যে, যে অন্য কাউকে এতটুকু ও লোকসান না করে আর নিজের এতটুকু ও লোকসান না হতে দেয়, তাকে জাগৃত বলা হয়। এ তো এদিকে চুল বড়

করে আর ওদিকে দাড়ি সাফ করায়। কোন ব্যাপারে ফায়দা ? একে বের করাতে ফায়দা কি একে বাড়াতে ফায়দা ? ও আপনি জানেন না। সবাই যেমন করে তেমন ই দেখে দেখে আপনি ও করেন। কোন জাগৃত মানুষ দেখেছেন আপনি এখন পর্যন্ত?

প্রশ্নকর্তা : কেউ জাগৃত আছে কি না, ও আমি কিভাবে বলতে পারব ?

দাদাশ্রী : সারা জগত নিদ্রাতেই আছে। যার সব কিছু বেলেন্স থাকে সে জাগৃত, নয় তো নিজের ই অহিত করে। হিতে যাওয়ার প্রযত্ন করে কিন্তু জানে না যে নিজের হিত কোথায় আছে ? এই দ্বিতীয় নিদ্রা, তাকে ভাব নিদ্রা বলে। সারা জগতে কোন লোক এমন নেই যার চোখ খোলা আছে। ভাবনিদ্রার চোখ খোলে তো ফের সব কাজ হয়ে যাবে। আপনার নাম কি ?

প্রশ্নকর্তা : রবিন্দ্র।

দাদাশ্রী : আপনি স্বয়ং রবিন্দ্র কি অন্য কিছু ?

প্রশ্নকর্তা : ও জানি না।

দাদাশ্রী : নিদ্রার এমন ই ব্যপার হয়। এই সবাই নিদ্রায় কথা বলে।

নিজের পরিচয় হয়ে যায় তো ফের জগতে কেউ বড়-ছোট হয় না। আমার তো কেউ বড়-ছোট দেখায় না। পকেটমার ও আমার নির্দোষ ই দেখায়। কারণ আমি নিদ্রা থেকে জাগৃত হয়েছি। যে নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ জাগৃত হয়েছে, তাঁর এক সেকেন্ড ও ভূল হয় না। যার স্বরূপ এর পরিচয় হয়ে গেছে, তাঁর চোখ একটু একটু খোলে। ফের সৎসঙ্গে বসে বসে চোখ পুরা খুলে যাবে। কিন্তু নিজের ভরসা হয়ে যায় যে কিছু দেখেছি, বিশ্ব দেখেছি। এই নিদ্রা খোলা হয়ে যায়, তো জগত কি জিনিস, ও জানতে পারা যায়। বাইরে সব চলে, ও নিদ্রাতেই চলে। কারো গাঢ় নিদ্রা হয় তো কারো একটু কম। কেই স্বপ্ন দশা তে আছে, কেউ মূর্ছা যেমন নিদ্রায়। সবার সমান নিদ্রা হয় না। যে জাগৃত আছে, সে সব কিছু জানতে পারে, সব কিছু দেখতে পারে।

মানুষের কেউ উপরওয়ালা হয় ই না। হ্যাঁ, দেবতারা উপরওয়ালা হয় কিন্তু

দেবতাদের হাতে ও স্বসত্তা নেই। যে কেউ জাগৃত হয় যায় তো তাঁর হাতে স্বসত্তা এসে যায়।

সদ্গুরু জাগৃত হওয়া উচিত। ভগবান জাগৃত হওয়ার জন্য বলে দিয়েছেন, যে জাগৃত হয়ে যাও। যে মনুষ্য জাগৃত হয়েছে, তাঁর কাছে বসলে, তাঁহার কৃপা থেকে জাগৃত হতে পারে। অন্য কোন পথ নেই।

যার ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ সমাপ্ত হয়ে গেছে, সে জাগৃত হয়ে যায়। ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ যেখানে নেই, সেখানে জাগৃতি আছে আর যেখানে ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ আছে, সেখানে নিদ্রা আছে। সে নিজে নিজের ও খারাপ করে, লোকসান করে আর অন্যের ও লোকসান করে। এমন নিদ্রাওয়ালা দেখেছেন কি না? ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ সমাপ্ত হয়ে যায়, সে জাগৃত হয়ে গেছে। অথবা ফের 'জ্ঞানী পুরুষ' জাগৃতি দিয়ে দিয়েছেন তো তার চোখ একটু খোলে।

প্রশ্নকর্তা : আজ-কালের জমানায় কিভাবে জানা যাবে যে এনার আত্মার রিয়েলাইজেশন হয়েছে ?

দাদাশ্রী : একটু ওনাকে বিরক্ত কর তো জানতে পারবে যে কলযুক্ত টাকা কি 'বেকার'। কত ই লোকে বলে আমার মোক্ষের প্রয়োজন নেই। আমি বলি যে 'মোক্ষের তো আমার ও প্রয়োজন নেই কিন্তু আপনার জাগৃতির প্রয়োজন আছে কি না ? তো সে বলে যে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জাগৃতির তো প্রয়োজন আছে।'

প্রশ্নকর্তা : মোক্ষ আর জাগৃতি তে কি পার্থক্য ?

দাদাশ্রী : জাগৃতি সেটাই মোক্ষ। সম্পূর্ণ জাগৃতি সেটাই 'কেবলজ্ঞান'। Jagruti is the mother of Moksha. (জাগৃতি মোক্ষের মাতা।)

মোক্ষ অর্থাৎ সম্পূর্ণ জাগৃতি। জগতের সব লোক খোলা চোখে নিদ্রায় থাকে। নিজ (স্বরূপ) এর জাগৃতি ই নেই। যে ব্যবসা করে, তাতেই জাগৃতি আছে। দ্বিতীয়, পরের ভব নিজের কি হবে, তার কোন চিন্তা ই নেই।

মোক্ষ মার্গে, গুরু না জ্ঞানী ?

প্রশ্নকর্তা : আমি একজন মহাত্মার কাছে গিয়েছিলাম।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু সে ডাক্তার ছিল কি তোমার মত ই ছিল ? ডাক্তার সার্টিফাইড হওয়া উচিত। এমনি আলতু-ফালতু না হয় যেন। আপনি ওষুধ খান তো যে কোন মানুষের কাছে ওষুধ কেন নেন না ? ওষুধ নিতে তো ভাল ডাক্তারের কাছে যান ? তাঁর ডিগ্রী কি, ও দেখেন। ও M. B. B. S. চলবে না, আমার তো M.D. চাই, এমন বলেন। তো ধর্ম তে ও এমন না হওয়া উচিত ? ও গুরু কে জিজ্ঞাসা করবেন যে 'আপনার ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়ে গেছে কি ?' সে বলবে যে 'না হয় নি', তো আপনাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। এভাবে তৃতীয় জায়গায়, চতুর্থ জায়গায় যাবেন। কোন জায়গায় তো সাচ্চা পেয়ে যাবেন।

প্রশ্নকর্তা : সব সাধু বলেন যে আমার ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়ে গেছে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু তাঁকে এমন বলবেন যে আমাকে ঈশ্বর প্রাপ্তি করিয়ে দিন তো আপনি সাচ্চা, নয় তো আপনার কথা ভুল।

প্রশ্নকর্তা : গুরু সাচ্চা পেতে হবে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, গাইড সাচ্চা পেতে হবে। গুরু তো অনেক মেলে পরন্তু ও কেমন হয় যে যেমন এই সাবান হয় ও কাপড়ে লাগাও তো ফের টিনোপাল ঢালতে হয়। কারণ সাবান নিজের ময়লা ছেড়ে যায়। সেই ময়লা টিনোপালে যায় কিন্তু টিনোপাল নিজের ময়লা রাখে। কি এমন এখানে চাই ? যা শুদ্ধ, ও চাই। ও যা অন্য কে ময়লা ই করে না।

পনেরো মাইল স্টেশন দূর হয়, তো ও মেলে না। এক বাচ্চা কে গুরু করে নাও আর তাকে জিজ্ঞাসা করে নাও তো স্টেশন পেয়ে যাবে। গুরু তো হতেই হবে। কত বড় বড় সন্ত লোকে বলে যে গুরুর প্রয়োজন নেই। আরে, এমন কি কথা বলছ?! গুরুর সব জায়গায় প্রয়োজন হয়। রাস্তায়, স্টেশন পর্যন্ত যাওয়ার জন্য, সব জায়গায় গুরুর প্রয়োজন হয়। পরন্তু সব গুরু পেমেন্ট নেন। উকিল সে ও গুরু, সে ও পেমেন্ট নেন।

প্রশ্নকর্তা : আপ্তবাণীতে লেখা আছে যে পুণ্যের সংযোগে পয়সা মেলে, তো জ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য ও তেমন সদ্গুরু পাওয়ার জন্য পুণ্যের প্রয়োজন হয় কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, পুণ্যানুবন্ধী পুণ্যের প্রয়োজন হয়, তবেই 'জ্ঞানী' মেলে। এই বড় বড় বাংলো আছে, মোটর আছে, সব কিছু আছে, ও পুণ্য তো আছে পরন্তু ও

পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য না, পাপানুবন্ধী পুণ্য। পাপানুবন্ধী পুণ্য অর্থাৎ পুণ্য তো ভোগে কিন্তু বাঁধে কি ? পাপ ! সারা দিন 'কার নিয়ে নেব, কার এ করে নিই', এমন ই চিন্তা করে আর দুষ্কর্ম করে, বিনা হকের কারো নিয়ে নেয়। তাতে নতুন পাপ বাঁধে। ও পাপানুবন্ধী পুণ্য। পুণ্যানুবন্ধী পুণ্যতে এখন পুণ্য আছে আর পরের জন্য ও ভাল চিন্তা করে, সৎকর্ম করে, সাধু পুরুষ, সন্ত পুরুষের সেবা করে, তাতে পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য বাঁধে। পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য একটু ও হয় তাহলেও 'জ্ঞানী পুরুষ পেয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : হিন্দুস্থানে এত সাধু-সন্ত হয়েছেন, তাতে কারো সাচ্চা মোক্ষ মার্গ আছে ?

দাদাশ্রী : যেখানে হার্ট (হৃদয়) নেই, হার্টিলী কথা নেই, যেখানে বুদ্ধির ভ্রম আছে, বুদ্ধি বেশি লাগে, সেখানে মোক্ষ মার্গ কখনো হয় ই না। যেখানে হার্ট আছে, সেখানে ই ধর্ম আছে। হার্ট নেই সেখানে ধর্ম ই নেই। আসল মোক্ষ মার্গ কোনটা, সেই ভেদ করার জন্য সন্ধান কর যে বুদ্ধি আছে কি হার্টিলী মার্গ আছে। যেখানে হার্টিলী মার্গ আছে, যেখানে হার্টিলীর অধিক প্রয়োগ আছে, সেখানে সাচ্চা মার্গ আছে। সেই মার্গে যাবে। ও সাচ্চা পরন্তু রিলেটিভ মার্গ। যে বুদ্ধির মার্গ আছে, তাতে কোন ফায়দা নেই। ও মোক্ষমার্গ ই না, ভ্রমিত করার জন্য মার্গ। ওখানে বুদ্ধি অধিক ভ্রমিত হয়ে যায়, সাফোকেশন হয়ে যায়।

'সন্ত পুরুষের ডেফিনেশন কিছু আছে আপনার কাছে ?

প্রশ্নকর্তা : মনে শান্তি হওয়ার জন্য যে কোন মার্গ বলেন, সে ই সন্ত পুরুষ হতে পারে ?

দাদাশ্রী : শান্তি দুই প্রকারের হয়; এক তো যেমন খুব ঠান্ডা পড়ে, হিম পড়ে, তো সব লোকেরা উনানের কাছে বসে, ততটা সময় ঠান্ডা লাগে না আর সেখান থেকে উঠে যায় তো আবার ঠান্ডা লাগে। ও এমন শান্তি। টেম্পোরেরী শান্তি দেন, তাঁকে সন্ত পুরুষ বলা হয়, যে পারমানেন্ট শান্তি দেন, তাঁকে সত্ পুরুষ বলা হয় আর যে মোক্ষ দেন, তাঁকে 'জ্ঞানী পুরুষ' বলা হয়।

প্রভু কে চিনেছ ?

প্রশ্নকর্তা : আমি এখন পরমেশ্বরের ভক্তি করি আর কারো দুঃখ হয় এমন ও করি না তো ফের এমন লোকদের পরমেশ্বর বেশি ত্রাস-পীড়া কেন দেন ?

দাদাশ্রী : ভগবানের কেউ ভক্তি করে ই না। ভগবান কে চেনেন ? ভগবান কে কখনো দেখেছিলেন ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : ভগবান কে চেনেন না, দেখেন ও নি তো ফের কার ভক্তি করেন?

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আমার আচরণ তো শুদ্ধ কি না ?

দাদাশ্রী : আপনার আচরণ কোথায় শুদ্ধ ? আপনার তো স্ত্রী চাই, পয়সা চাই, ছেলে চাই। যার ভগবান চাই, তার আচরণ শুদ্ধ হয়। সে ভগবান কে চেনে না তবুও ভগবানের ভক্তি তো আছে।

প্রশ্নকর্তা : তো কি সবকিছু ছেড়ে দেওয়া উচিত ?

দাদাশ্রী : ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্নকর্তা : পূজা থেকে ভগবান প্রাপ্ত হতে পারে ?

দাদাশ্রী : পূজা কার করেন ? স্ত্রীর করেন ?

প্রশ্নকর্তা : না, ভগবানের করি।

দাদাশ্রী : সারা দিন স্ত্রী-ছেলের আর পয়সার, পূজা করেন আর 'আমি আমি'র পূজা করেন। ভগবানের পূজা ই কে করে ?! কিছু করেন, ও তো শুধু আপনার সেফসাইড হয়ে যায় সেইজন্য করেন।

প্রশ্নকর্তা : তো আসল পূজা কি ভাবে করতে হয় ?

দাদাশ্রী : তাঁর পূজা ই করতে হয় না। ভগবান কে চেনার পরে ভগবানের পূজা করার প্রয়োজন ই নেই। ফের সারা দিন ভগবান আপনার কাছ থেকে দূরে যাবেই না। অফিসে ও আপনার কাছেই থাকবে।

প্রশ্নকর্তা : রাগ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য এই সব ত্যাগ করলে সাচ্চা পূজা হতে পারে কি ?

দাদাশ্রী : ও সব ত্যাগ করতে পারবে ই না। কোন মানুষ এমন হয়ে যায় নি যে ত্যাগ করতে পারে। আপনি নিজে ত্যাগ কি করবেন ? আপনি নিজেকে তো চেনেন না, তো ফের কি করবেন ? নিজেকে চেনে, সে ই ত্যাগ করতে পারে। আমি আপনাকে নিজের পরিচয় করিয়ে দেব। আপনি 'আমি হই' এমন জানেন কিন্তু 'আমি কি হই' ও জানেন না। ফের এই ক্রোধ, মান মায়া, লোভ কি করে বের করবেন।

প্রশ্নকর্তা : ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ যাবার জন্য সদ্গুরুর কৃপা ই চাই তো?

দাদাশ্রী : সদ্গুরুর ও ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ যায় না তো ? তো সে কি করবে ? সব লোকেরা এমন ই বলে যে সদ্গুরুর কৃপা ! পরন্তু ও লৌকিকের জন্য ঠিক কথা। 'জ্ঞানী পুরুষ' চাই তো সে এক ঘন্টায় আত্মজ্ঞান করিয়ে দেন। ফের এক ঘন্টায় সব ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ বেরিয়ে যাবে।

সেখানে সম্‌কত্ব নেই, সেখানে দর্শন করে কি ফায়দা ? মূর্তিকে নমন কর। সে বীতরাগের হয় তো ? নয় তো সেই মানুষ কে নমন কর, যার সম্যকত্ব, সম্যক দৃষ্টি হয়ে গেছে। তো ফের আপনার ফায়দা হবে। যেখানে সম্যকত্ব আছে, সেখানে কষায় একেবারে মন্দ থাকে। মন্দ কষায় মানে কি যে এই কষায় নিজেকে ই বিরক্ত করে, অন্য কোন ও মানুষ কে বিরক্ত করে না। আর এ তো কষায় এমন হয় যে নিজে কে বিরক্ত করে আর অন্যদের ও বিরক্ত করে।

বিনা জ্ঞানী দৃষ্টি কে বদলাবে ?

প্রশ্নকর্তা : খারাপ অভ্যাস থেকে কিভাবে ছাড়া পাওয়া যায় ?

দাদাশ্রী : সব লোকেরা কি করে ? খারাপ অভ্যাস বের করে দেয় আর ভাল অভ্যাস কে গ্রহণ করে। সারা জগতে এমন ই কাজ করতে থাকে। আর 'বিজ্ঞান' কি বলে ? খারাপ আর ভাল অভ্যাস, দুটোকেই ছেড়ে দাও। দুটোর মধ্যে কোনোটার ই প্রয়োজন নেই। মোক্ষে যেতে হয়, তো ভগবানের দর্শন করা উচিত, ভগবান কে চিনতে হবে।

আমার কাছে কোন ভাল-খারাপ নেই। আমার কাছে সব সমান। এ ভাল, এ খারাপ, ও সব রং ভিজন (মিথ্যা দৃষ্টি), রাইট ভিজন (সম্যক দৃষ্টি) না। এ খুব ভাল জিনিস, ও খারাপ জিনিস, ও রং ভিজন। রাইট ভিজন চাই। রাইট ভিজন থেকে

আমার সমান ই দেখায়। আমার দৃষ্টি এমন নির্মল হয়ে গেছে যে জগতে আমার কোন ও মানুষ কে দোষী ই দেখায় না। আমাকে গাল দেয়, লোকসান করে তো ও দোষী দেখায় না। আমাকে গাল দেয় তো দ্বেষ হয় না আর ফুল চড়ায় তো রাগ হয় না। ভগবানের দৃষ্টিতে কেউ দোষী নয় আর জগতের দৃষ্টি তে দোষী। এ ভাল লোক, এ খারাপ লোক, ও ভ্রান্ত দৃষ্টি, সাচ্চা দৃষ্টি নয়।

আমার দৃষ্টি তে একটা ও জীব, তার ভিতরে বিনা ভগবান দেখে যায় না, এমন উপযোগে থাকতে হবে। একে আত্মার শুদ্ধ উপযোগ বলা হয়। সব জীবের পারমানেন্ট জিনিস কে দ্যাখ। টেম্পোরেরী কে টেম্পোরেরী দেখবে আর পারমানেন্ট কে পারমানেন্ট দেখবে। পারমানেন্ট হয় সে ই শুদ্ধাত্মা, সে ই ভগবান। 'আত্মবত্ সর্বভূতেষু' হয়ে গেছে তো সব কাজ পূর্ণ হয়ে যায়। টেম্পোরেরী দৃষ্টি তে জগতের নিষ্টা আর পারমানেন্ট দৃষ্টি তে ভগবানের নিষ্টা। ভগবানের নিষ্টা হয়ে গেছে তো আনন্দ ই মেলে। জগত নিষ্টা তে তো জগতে সুখ হয়, ভৌতিকে সুখ হয় এমন নিষ্টা। আমি সেই দৃষ্টি ঘুড়িয়ে দিই আর ভগবানে সুখ হয় এমন দৃষ্টি করিয়ে দিই। ফের ভগবানের নিষ্টা পেয়ে যায়। শুধু দৃষ্টি ঘোরানোর প্রয়োজন। শাস্ত্র পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই।

প্রশ্নকর্তা : এটাই তো কঠিন। অর্জুনের ও এটাই সমস্যা ছিল।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, পরন্তু কৃষ্ণ ভগবান দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন, তো সব জায়গায় ভগবান ই দেখেন, 'আত্মবত সর্বভূতেষু' হয়ে যায়। আপনার স্ত্রী তে, ছেলেতে ভগবান দেখায় ?

প্রশ্নকর্তা : না, ও তো অধিকার চাই তো ?

দাদাশ্রী : অধিকারী কাকে বলে ?

প্রশ্নকর্তা : পাত্র-অপাত্র।

দাদাশ্রী : পাত্র-অপাত্র কিছু হয় ই না। যাকে পাত্র বলা হয় সে ই অপাত্র হয়, খারাপ হয়। জগতের লোক যাকে পাত্র বলে, সে নিজে অপাত্র হয়। এতে তো পাত্র-অপাত্র হয় ই না। হিন্দুস্থানের লোক চাই, অন্য লোক না। যে পুনর্জন্ম বোঝে না, সে এর জন্য অধিকারী নয়। আপনি তো পুনর্জন্ম বোঝেন তো ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : তো ফের আপনি অধিকারী আমাকে পেয়েছে সে ই অধিকারী!! আমাকে পেয়েছেন কি ভাবে ? কে পাঠিয়ে দিয়েছে আপনাকে ? ও আমি জানি।

যে পাঠিয়ে দিয়েছে সেটাই আপনার অধিকার।

প্রশ্নকর্তা : এই জন্মে self realise (আত্ম সাক্ষাৎকার) হয়ে যাবে ?

দাদাশ্রী : কেন হবে না ? আপনার ইচ্ছা হয় তো এই জন্মেই হয়ে যাবে, নয় তো ফের কবে হবে ?

প্রশ্নকর্তা : কখনো কখনো ইচ্ছা হয় তবুও হয় না। আমার এক ফ্রেন্ড ছিল, সে ঘর-বাড়ি, বৌ-বাচ্চা কে ছেড়ে বদ্রীনাথ পালিয়ে গিয়েছিল পরন্তু ওখানে ওকে বলা হয় যে আপনি এখানের জন্য ফিট নয়। সেইজন্য সে ফিরে এসে যায়!

দাদাশ্রী : আর আপনি এখানে ও ফিট। বদ্রীনাথে কোন আত্মা রাখা আছে? বদ্রীনাথে তো শুধু হিমালয়। ওখানে wild animals (বন্য জীব) আছে। আর এখানে সব মানুষ আছে। মানুষের মাঝে জ্ঞান হয়। জঙ্গলে জ্ঞান হয় না । 'জ্ঞানী জঙ্গলে ঘোরেন ই না। 'জ্ঞানী তো সব সময় মানুষের মাঝে ই থাকেন। কারণ তাঁর সবার কল্যাণ করার ভাবনা থাকে। যে জঙ্গলে ঘোরে, সে আসল জ্ঞানী হয় না।

'জ্ঞানী পুরুষ' - কাকে বলা যায় ?

'জ্ঞানী' হিন্দুস্থানে ই হয়। বাইরে তো কখনো হয় না। সন্ত পুরুষ আর সত্ পুরুষ হতেই থাকে। সন্ত পুরুষ আর সত্ পুরুষ হয়, ওনারা নিজের কাজ পুরা করে নেন নি। ওনাদের মাথার উপরে 'জ্ঞানী পুরুষ' থাকতে হবে। 'জ্ঞানী পুরুষ'এর বিনা তো কিছু চলে না।

সন্ত পুরুষ কাকে বলা হয় ? যার চিত্তবৃত্তির মলিনতা অনেক কম হয়ে গেছে আর ভগবানের জন্য সারা দিন তাঁর ভক্তি থাকে, তাঁদের সন্ত পুরুষ বলা হয়।

সত্ পুরুষ কাকে বলা হয় ? যে সত্ প্রাপ্ত করেছেন অর্থাৎ অবিনাশী আত্মা প্রাপ্ত করেছেন সে। সে নিজের কল্যাণ করেন পরন্তু অন্যের কল্যাণ করতে পারেন না।

আর 'জ্ঞানী পুরুষ' যে তরণতারণ, মোক্ষদাতা হন। যার নিজের কল্যাণ তো হয়ে গেছে আর অনেকের কল্যাণ করেন।

জগতের ভাষা ভ্রান্তির হয়। ওরা সন্ত পুরুষ, সত্ পুরুষ আর 'জ্ঞানী পুরুষ' সবাই কে এক ই বলে। এই ডায়মন্ড হয়, ওতে পাঁচ কোটির ডায়মন্ড আলাদা আর পঁচিশ কোটির ডায়মন্ড আলাদা হয় আর কাঁচের ডায়মন্ড ও হয়। এসব ভ্রান্তি ওয়ালাদের জানা থাকে না।

জ্ঞানী কাকে বলা হয় ? যার জগতে কোন জিনিস জানতে বাকি নেই, যে পুস্তক কখনো পড়েন না, মালা জপ করেন না। যে পুস্তক পড়ে, মালা জপ করে, ওরা সব স্টেন্ডার্ড (ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ) এ আছে, তৃতীয়-চতুর্থ স্টেন্ডার্ডে আছে। যে সব জেনে নিয়েছে, পড়া পুরা হয়ে গেছে, আবার পড়ার প্রয়োজন নেই, সে নিজেতেই থাকেন। কাঠের মালা জপ করে সে জ্ঞানী কেমন ? জ্ঞানী কখনো জড়ের মালা জপ করেন কি ? জ্ঞানী তো এভাবে আত্মার বাইরে থাকেন ই না, এই দেহে থাকেন না, সে দেহ থেকে আলাদা ই থাকেন। 'জ্ঞানী পুরুষ' নিজেতে ই থাকেন।

'জ্ঞানী পুরুষ' সারা জগতে কদাচিৎ ই হন। আর সে বেজোড় বলা হয়, তাঁহার জুড়ি থাকে না। তাঁহার স্পর্ধা করার কোন মনুষ্য হয় না। কারণ তাঁহার অহংকার শূন্য হয়ে গেছে। 'জ্ঞানী পুরুষ'এর তো কারো সাথে তুলনা করা যায় না। সে অনুপম, কোন লোকের সাথে তাঁহার তুলনা করবে না। তুলনা করলে 'জ্ঞানী পুরুষ'এর লোকসান নেই, তুলনা করা জনের লোকসান হয়। সেইজন্য আমি তুলনা করতে না বলি, কারণ কেউ জহুড়ী হয়ে যায় নি। সেইজন্য হীরা ও ভাল আর কাঁচ ও ভাল এমন বলে। সেইজন্য আপনার দায়িত্ব হয়ে যায়। 'জ্ঞানী পুরুষ' কখনো হয়, তো সে অনুপম হন। এক ঘন্টায় যে মোক্ষ দেন, তাঁর তুলনা কার সাথে করবে? এ দশ লাখ বছরের ইতিহাস বলে না, কোন কাগজ ও বলে না। ওনার বাণী ও অনুপম, এক-এক শব্দে অনন্তা-অনন্ত শাস্ত্র লেখা আছে যেমন এমন কথা থাকে। ব্যবহার ও অনুপম হয়। তাঁহার সব জিনিস অনুপম হয়।

কখনো জ্ঞানী পুরুষ পেয়ে যায়, যে মুক্ত পুরুষ, পারমানেন্ট মুক্ত, এমন কাউকে পাওয়া যায় তো আমাদের কাজ হয়ে যায়, নয় তো হতে পারে না। এমন মুক্ত পুরুষ জগতে কখনো হয় ই না। শাস্ত্রের জ্ঞানী তো অনেক হয় পরন্তু ওতে তো কোন কাজ হয় না। আসল জ্ঞানী চাই আর মুক্ত পুরুষ চাই, মোক্ষের দান দেবার

চাই। মনুষ্যের অবতার (জন্ম) হয়, ও কখনো কখনো মেলে আর মনুষ্যের অবতারে যে এই কাজ পুরা না হয় তো কখনো হবে না। 'জ্ঞানী পুরুষ' এর সংযোগ মিলে যায় তো মনুষ্যের অবতারে এই কাজ পুরা হতে পারবে। তো এই সংযোগের লাভ ওঠানো উচিত। সংযোগ না মেলে তো কি করবে ?

ভগবান, প্রেম স্বরূপ কি আনন্দ স্বরূপ ?

প্রশ্নকর্তা : ভগবানের প্রেম স্বরূপ শক্তি কোনটা ?

দাদাশ্রী : এই দেহের সাথে যে ভগবান প্রকট হয়ে গেছেন, সে ই প্রেম স্বরূপ। যা কখনো কম হয় না, কখনো বাড়ে না, ও আসল প্রেম। ও ঈশ্বরীয় প্রেম। ঈশ্বর নিজে প্রেম করেন না। ঈশ্বর তো ঈশ্বর ই থাকেন। ঈশ্বর কে যে পেয়েছেন, যেখানে সম্পূর্ণ প্রকট হয়েছেন, সেই 'জ্ঞানী পুরুষ' প্রেম স্বরূপ ই থাকেন। তাঁকে গাল দেয় তো ও প্রেমস্বরূপ আর ফুল অর্পণ করে তো ও প্রেম স্বরূপ। ভগবান স্বয়ং প্রেমস্বরূপ নন, ভগবান তো ভগবান ই। প্রেম তো যখন পর্যন্ত শরীরের সাথে ভগবান থাকেন, সে পর্যন্ত প্রেম স্বরূপ। মুক্ত হয়ে গেলে ভগবান সিদ্ধলোকে চলে যান, ফের ওখানে প্রেম নেই। ওখানে তো পরমানন্দ, স্বাভাবিক আনন্দ। এক সমান প্রেম হয় তো সেটাই একমাত্র হাতিয়ার (সাধন) যে যার দ্বারা নিজের ঘরের সব লোকদের ভাল থেকে ভাল সংস্কার দিতে পারা যায় আর এতে সংসার ও ভাল থাকে। নয় তো প্রেম বেড়ে যায় তো ও আসক্তি, একে রাগ বলা হয় আর প্রেম কম হয়ে যায় তো ও দ্বেষ।

বিবেক, বিনয়, পরম বিনয় !

প্রশ্নকর্তা : বিবেক, বিনয়, এই সব কি জিনিস ?

দাদাশ্রী : কারো ঘরে যাও তো বিবেক থেকে ভাল বলে, 'আসুন, বসুন'। এমন বলে, তাকে বিবেক বলা হয়। খারাপ জিনিস কে জানবে, ভাল জিনিস কে জানবে, তার সদবিবেক (অন্তর) করে ভাল জিনিস কে নিজের কাজে লাগাবে আর খারাপ জিনিস কে ছেড়ে দেবে, একে সদবিবেক বলা হয়। এর আগে কি জানতে চাও ? এর আগে বিনয়। বিনয়ের আগে পরম বিনয়। মোক্ষে যাওয়ার জন্য বিনয় করতে হবে। সংসারী কোন জিনিসের ইচ্ছা নেই, সেখানে বিবেক করা ও বিনয় বলা হয় আর সেখানে পরম বিনয় করে তো মোক্ষ তাড়াতাড়ি পেয়ে যায়।

এখানে চল্লিশ হাজার লোক একত্র হয় তো ও এখানে কোন দিন কোন কায়দা-কানুন নেই, 'No law law' অর্থাৎ কাউকে ও কেউ লোকসান অথবা দুঃখ দেয় না, ও পরম বিনয়ের অর্থ।

প্রত্যক্ষ ভক্তি – কোন পুরুষের ?

প্রশ্নকর্তা : প্রত্যক্ষ ভক্তি কি ?

দাদাশ্রী : 'জ্ঞানী পুরুষ' নিজের আত্মার রীয়েলাইজ করিয়ে দেন তো ফের প্রত্যক্ষ ভক্তি হয়।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ অন্তরাত্মার খোঁজ করতে হবে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ও জ্ঞানী পুরুষ করাতে পারেন, নিজে করতে পারবে না। যে তরণ-তারণ হয়েছেন, যে পার হয়ে গেছেন, সে ই পার করাবেন।

প্রশ্নকর্তা : পরন্তু 'জ্ঞানী পুরুষ প্রত্যেক মানুষ হতে পারে না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ও 'জ্ঞানী পুরুষ' তো কদাচিৎ ই কেউ এক জন ই হন। 'জ্ঞানী পুরুষ' মোক্ষ প্রাপ্ত করেছেন আর অন্যদের মোক্ষ প্রাপ্ত করান। সে নিজে তো মুক্ত হয়ে গেছেন আর অন্যদের এই পাজল থেকে ছাড়ান।

প্রশ্নকর্তা : যাহার ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়ে গেছে, এমন 'জ্ঞানী পুরুষ' এর লক্ষণ কি?

দাদাশ্রী : ও 'জ্ঞানী পুরুষ' কে আপনি লক্ষণ থেকে চিনতে পারবেন না। ও তো জহুরীর কাজ। আপনি জহুরী হয়ে যান নি। যে জহুরী, সে এই ডায়মন্ডের কি মূল্য, এ বুঝতে পারেন। অন্য কেউ বুঝবে না। 'জ্ঞানী পুরুষ'এর দ্বিতীয় পরীক্ষা; সে যে বাণী বলেন, সেই বাণী কেমন বলেন, ও দেখতে হবে। যার মধ্যে ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ হয় না। অন্য তো কোন পরীক্ষার জন্য আপনার শক্তি নেই।

সন্ত-গুরু হয়, সে তো সব ভগবানের ভক্ত হন আর 'জ্ঞানী পুরুষ' তো স্বয়ং ই পরমাত্মা। 'জ্ঞানী পুরুষ' কে দেহধারী পরমাত্মা বলা হয়।

প্রশ্নকর্তা : আমাদের জন্য তো সমস্যা যে আসল 'জ্ঞানী পুরুষ' তো আমাদের সামনে আসেন না আর যে আসেন, তাঁকে ই 'জ্ঞানী পুরুষ' আমরা মনে করি ?

দাদাশ্রী : না, আপনার আসল বোধ হতে পারে। আপনার প্রারব্ধ হয় তো আসল 'জ্ঞানী পুরুষ' পেয়ে যাবেন, নয় তো কখনো মেলেই না। আজ আপনার প্রারব্ধ আমাকে আর আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছে পরন্তু আপনি আমাকে চিনতে পারেন না। কি করবেন ?

প্রশ্নকর্তা : আমার কাছে তো সেই দৃষ্টি, চেনার দৃষ্টি নেই।

দাদাশ্রী : এমন চেনার দৃষ্টি কখন হয় যে যখন আপনি কোন না কোন রহস্যের কথা, গূঢ় কথা জিজ্ঞাসা করেন, যা আপনি বুঝতে পারেন না, এমন কথা জিজ্ঞাসা করেন আর তার উত্তর মেলে, সমাধান হয়ে যায়, তো ফের এতে আপনার জ্ঞানীকে চেনার দৃষ্টি হয়ে যায়।

'জ্ঞানী 'পুরুষ' সব খোলাসা (স্পষ্টিকরণ) করতে পারেন, এই জগতে যে জিনিস চলছে, ও এখানে সব খোলাসা করতে পারেন। যা সব লোকে জানে, এমন জগত নয়। ও তো সব ভ্রান্তির কথা, আসল কথা নয়। আসল কথা তো 'জ্ঞানীর কাছে আছে। বাস্তবিকতা জানার ইচ্ছা হয় তো আমার কাছে আসা আবশ্যক, নয় তো আমার কাছে আসা আবশ্যক না। বাস্তবিকতায় জগত কি জিনিস, ও এখানে জানতে পারা যায়। আমি সব জিনিস বলে দিই।

সব লোকেরা কি বলে যে 'আমি জানি, আমি জানি', ওরা সব লৌকিক জানে। ফের তার নেশা চড়ে, যে 'আমি জানি।' কিন্তু কি জানে ? জানাদের কখনো ঠোকর লাগে না। জানাদের কিছু হয় না। না জানার টা জেনেছে আর জানতে হয় ও জানে নি। নিজে ভগবান, ও আপনি জানেন না। হিমালয়ে সাধুরা ঘুরে-বেরায় তো, ওনারা আত্মাকে জেনেছে তো ভাল কথা, নয় তো ফের ভুল কথা। শাস্ত্র জানার প্রয়োজন নেই, আত্মা জানার জন্য শাস্ত্র জানতে হবে। আত্মা না জেনেছ তো ফের সব ব্যর্থ। নিজের আত্মা কে জেনে নিয়েছেন ?

প্রশ্নকর্তা : সেটাই জানার জন্য প্রবচন শুনি।

দাদাশ্রী : প্রবচনে আত্মা হয় ই না। আত্মা 'জ্ঞানী'র কাছে হয়, সেখানেই প্রকট হয়ে গেছে।

'জ্ঞানী পুরুষ' 360 degree এর জ্ঞান জানেন। সে ব্রহ্মান্ডের perspective view (পারস্পেক্টীভ ভিয়্যেউ/পরিপ্রেক্ষিত দর্শন) বলতে পারেন, back view (ব্যাক ভিয়্যেউ/পশ্চাত দর্শন) বলতে পারেন, front view (ফ্রন্ট ভিয়্যেউ /সন্মুখ দর্শন) বলতে পারেন। সে centre (সেন্টার/কেন্দ্র) এ এসে যান আর ফ্যাক্ট বলতে পারেন। সে ব্রহ্মান্ড কে বাইরে থেকে দেখতে পারেন আর ব্রহ্মান্ডে থেকে ও দেখতে পারেন।

এখানে তো মুস্লিম ও আসতে পারে, পারসী ও আসতে পারে, জৈন ও আসতে পারে, বৈষ্ণব ও আসতে পারে, সবার জন্য হয়। আমার ভাষা এমন কোন একজনের জন্য আগ্রহী নয়। এক ধর্মের জন্য যা আগ্রহী হয় যে, ও একান্তিক বাণী হয়। সেই বাণী কেমন হয় যে আমাদের নিজের ধর্মের আগ্রহী থাকে। কিন্তু আমার মধ্যে কোন আগ্রহ নেই। এ স্বাদবাদ বাণী। এই বাণী তো প্রত্যক্ষ সরস্বতী। ও ফটোর সরস্বতী, এ প্রত্যক্ষ সরস্বতী। প্রত্যক্ষ না মেলে তো ফটোর দর্শন করবে আর প্রত্যক্ষ মেলে তো প্রত্যক্ষ শুনবে।

'জ্ঞানী পুরুষ' এর বাণী প্রত্যক্ষ সরস্বতী। কারো দুঃখ হয় না আর সবার আত্মা স্বীকার করে। কোন আত্মা না বলতে পারে না। না কে বলে, যে টেঁড়া হয়, দুরাগ্রহী হয়। মোক্ষ চাই তো আপনার টেঁড়াপন ছাড়তে হবে। মোক্ষ না চাই তো আমার কোন অসুবিধা নেই। নয় তো আমার যে বাণী, ও প্রত্যেকের আত্মা স্বীকার করে।

মাছ জলের বাইরে রাখে তো যেমন অবস্থা হয়, কেমন ছট্পট্ করে, তেমন অবস্থা সারা জগতের হয়ে গেছে। আমি তাকে শীতল করে দিই।

This is the cash bank of divine solution. (এটাই ক্যাশ ব্যাঙ্ক দিব্য সমাধানের।) ধর্মে কখনো cash bank হয় না। ধর্মে তো বলে আজ ভাল কাজ করবে তো পরের জন্মে ভাল ফল পাবে। কিন্তু এ তো cash bank, তক্ষুনি ফল পেয়ে যায়। আমি এতে নিমিত্ত। আমি তো বীতরাগতায় কাজ নিই। আমি আপনাকে বলব যে এখান থেকে আত্মা প্রাপ্ত করে নিন। ফের আমি আপনাকে পত্র লিখব না। আমি আগে বলব যে এই দোকানে কি জিনিস আছে। এখানে আপনি পারমানেন্ট সুখ পাবেন। মোক্ষে যাবার ইচ্ছা হয় তো এসে যাবেন। আর আপনার সব দুঃখ আমাকে

দিয়ে দিন। কোন মানুষ দুঃখ দেয় আর কোন মানুষ দুঃখ না ও দেয়। সে ভাবে যা 'আপনাকে দুঃখ দিয়ে দিই, তো ফের আমি কি করবো ?' আরে, ভাই, দুঃখ আমাকে দিয়ে দিন আর সুখ আপনার কাছে রাখুন।

'দাদা ভগবান', তাঁর এই সংসারের দুঃখ নেই। যে সংসারের দুঃখ সহ্য করতে পারে না আর যার মুক্তি ই চাই, মোক্ষ চাই, তাকে 'দাদা ভগবান' এক ঘটায় মোক্ষ দিয়ে দেন। যার সংসারে কোন বিঘ্ন আসে তো আমি দেবতা দের বলে দিই, কেননা ওনারা সব আমার পরিচিত। সেই পরিচিতদের কে বলে দিই। কিন্তু তার জন্য লোভ করবে না, শুধু বিঘ্ন থাকতে হবে। সবার জন্য 'জ্ঞানী পুরুষ' আছেন। চোরের জন্য, বদমাশের জন্য, শেঠের জন্য, সবার জন্য জ্ঞানী পুরুষ আছেন। সে মানে যে আমি চোর। 'জ্ঞানী পুরুষ' জানে যে সে চোর নয়। ওর বীলিফ রং আছে। 'জ্ঞানী পুরুষ' সেই বিলীফ ঠিক করে দেন তো সে ভাল হয়ে যাবে।

দুই ধরনের জ্ঞানী হয়। এক বুদ্ধি থেকে জানা জ্ঞানী, দ্বিতীয় জ্ঞান থেকে জানা জ্ঞানী। জ্ঞান থেকে জানা জন জ্ঞানী হন, তাঁর কিছু জানার বাকি নেই, পুস্তক পড়ার প্রয়োজন নেই, মালার জপ করার প্রয়োজন নেই, সব কাজ পূর্ণ হয়ে গেছে। বুদ্ধি থেকে জানা জ্ঞানী, তাঁর পুস্তকের প্রয়োজন আছে, মালার প্রয়োজন আছে, সব জিনিসের প্রয়োজন আছে। জ্ঞান থেকেই সবকিছু জানেন, সেই জ্ঞানী আর ভগবানে কোন ফারাক নেই। তীর্থঙ্কর ভগবান অনেক বড় মানুষ, তাঁর দর্শনে অনেক লোক মোক্ষে চলে গেছেন। সেই তীর্থঙ্কর ভগবান কে জীনেশ্বর বলা হয় আর আত্মজ্ঞানী পুরুষ, তাঁকে জীন বলা হয়। তাঁর সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে, জগত কে বানিয়েছে, কিভাবে হয়ে গেছে, কিভাবে চলে, কে চালায়, আমরা কে, আপনি কে, সব জিনিসের খোলাসা ওনার কাছে আছে। তাঁর ই আরাধনা হওয়া উচিত।

তাঁহার জগতের কল্যাণের জন্য অবতার হয়। শুধু হিন্দুস্থানের জন্য ই না, জগতের সব ধর্মের জন্য। সব ধর্ম আপসেট হয়ে গেছে। তো ওদের আবার একবার আপসেট করতে হবে। লোকে আমাকে বলে যে, 'কেন ভাই, ধর্মকে আপনি কেন আপসেট করেন ?' আমি বলি, 'যে আপসেট হয়ে গেছে, তাকে আপসেট করি অর্থাৎ আবার সেটআপ হয়ে যাবে।'

প্রশ্নকর্তা : এই কথা বুঝতে পারছি না।

দাদাশ্রী : ধর্ম এমন সোজা ছিল, ও এখন দুষম কালের জন্য আপসেট অর্থাৎ এমন উলটা হয়ে গেছে। তাকে আবার উলটা করলে সোজা হয়ে যাবে।

বেদ পরিশেষে কি বলে ?

প্রশ্নকর্তা : আমি তো গীতা পড়ি, ও ধীরে-ধীরে সব বুঝে যাবো।

দাদাশ্রী : আমি আপনাকে সত্যি বলে দিচ্ছি। গীতায় যে জ্ঞান আছে, চার বেদ আছে, জৈনদের চার অনুযোগ আছে, ও সব রীলেটিভ জ্ঞান, রীয়েল জ্ঞান নয়। পুস্তকের ভিতরে রীয়েল জ্ঞান কখনো হয় ই না। রীয়েল জ্ঞান 'জ্ঞানী পুরুষ' একেলার কাছে ই আছে আর জগতে কারো কাছে হয় না।

আপনার যা কিছু জানতে হয় এখানে জেনে নিন। এই কথা শাস্ত্রে পাবেন না। বেদে সব বুদ্ধির কথা আছে। যেখান পর্যন্ত বুদ্ধি যায়, সেখান পর্যন্ত বেদ বলেছে। ফের বুদ্ধি যেখানে সমাপ্ত হয়ে যায়, তো বেদ কি বলে যে This is not that, this is not that ! আত্মা এমন হয় না, আপনি আত্মার খোঁজ করেন সেই আত্মা এতে নেই। তো ফের আত্মা কে জানার জন্য কি করতে হবে ? তখন বলে, গো টু 'জ্ঞানী'। কারণ আত্মা নিঃশব্দ, অব্যক্তব্য, অবর্ণনীয়। সেইজন্য গো টু 'জ্ঞানী', যে পরমাত্মাময় হয়ে গেছেন, সে সব কিছু বলবেন।

প্রশ্নকর্তা : বেদ তো লৌকিকের মধ্যেই ঘুরে যাচ্ছে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এই লৌকিক ব্যবহার চালানোর জন্য বেদ সাইন্স, খুব ভাল বিজ্ঞান। কিন্তু আত্মা জানতে হয়, তো ও ওতে নেই। বেদ নিজেই বলে যে নেতি নেতি।

এই কথা বলি, এতে সংসারের একটা কথাও নেই। এই কথা ই অলৌকিক, আত্মা-পরমাত্মার কথা আছে, অন্য কথা নেই। এ অলৌকিক বিজ্ঞান। লৌকিকে লোকে ভুল জানে, তাতে ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ এই সব কত নির্বলতা আছে।

আত্মা পুস্তকে নেই। পুস্তকে হয় ই না। পুস্তকে তো অঙ্গুলিনির্দেশ করেছে, সংজ্ঞা বলেছে, ও আত্মা দিতে পারে না। সমস্ত শাস্ত্র কি বলে যে 'আপনি আত্মার খোঁজ করছেন তো গো টু জ্ঞানী ! যে সজীবন মূর্তি হয়, জ্ঞানী হয় তাঁর কাছে যাও।' সজীবন মূর্তি না হয় তো একেবারে কাজ হবে না। কৃষ্ণ ভগবান চলে গেছেন,

মহাবীর ভগবান চলে গেছেন, তো তাঁদের থেকে এখন আপনার কাজ হতে পারে না। এখন হাজির আছেন, তাঁর থেকেই আপনার কাজ হতে পারে। পুস্তক থেকেও কাজ হতে পারে না। পুস্তক তো আপনাকে ডাইরেক্সন (নির্দেশন) দেয়। অন্তিম যে আত্মা, আসল আত্মা, ও তো 'জ্ঞানী পুরুষ' এর বিনা কেউ দিতে পারে না। ভগবান ও দিতে পারেন না। ভগবানের দেবার শক্তি ই নেই, সে দেহধারী হতে হবে। ভগবানের তো বাণী হয় ই না, কোন ক্রিয়া ই হয় না। যে 'জ্ঞানী পুরুষ' হয়, সেখানে ভগবান সম্পূর্ণ প্রকট হয়ে গেছেন, সেই 'জ্ঞানী পুরুষ' আত্মা দিতে পারেন।

মালা কত ই জপ করে পরন্তু মালার কি ফল মেলে ? ভৌতিক ফল মেলে। চিত্ত ব্যগ্র হয়ে যায় তো মালা জপ করলে চিত্তের একাগ্রতা হয়। কবীর মহাশয় বলেন, *'মালা বিচারী কাষ্ট কী, বীচ মে ডালা সূত, মালা বিচারী কি করে, জব জপনেওয়ালা কপুত।'* (মালা বেচারী কাঠের, মাঝে ভরেছে সূতো, মালা বেচারী কি করবে, যখন জপ করা জন কুপুত্র।')

প্রশ্নকর্তা : পরন্তু মালা জপ করা প্রথম স্টেজ তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ঠিক। যে যেই স্টেন্ডার্ড (কক্ষ) এর তার সেই সাধন চাই। সেই সাধন থেকে কাজ এগিয়ে যায়। ফের 'জ্ঞানী পুরুষ' পেয়ে যায় তো কোন সাধনের প্রয়োজন নেই। কারণ সে সাধ্য ই দিয়ে দেবেন।

সিদ্ধান্তে তো সিদ্ধান্ত ই হওয়া উচিত। সিদ্ধান্তে একটা শব্দ ও ভুল চলে না। এই জগতে সব পুস্তক আছে, ও সব সিদ্ধান্ত নয়। সিদ্ধান্ত তো বড় জিনিস। ও পুস্তক তো রীলেটিভ কিন্তু ও প্রথমে চাই, কারণ 'জ্ঞানী পুরুষ' তো কদাচিৎ ই হয়। 'জ্ঞানী পুরুষ' মেলে আর আমাদের কাজ হয়ে যায় তো ভাল কথা, নয় তো পুস্তক তো চাই ই। ও তো প্রত্যেক দিনের খোরাক।

আত্মপ্রাপ্তি – শাস্ত্র থেকে কি 'জ্ঞানী' থেকে ?

'জ্ঞানী পুরুষ' পেয়ে যায় তো সারা জগতের সব শাস্ত্র এসে যায়। শাস্ত্রে যা লেখা আছে, তার থেকে ও আগে জানতে হবে। শাস্ত্র ছাড়া বাইরে তো অনেক জানার বাকী আছে। শাস্ত্রে সম্পূর্ণ আসতে পারে না। শব্দে তো সম্পূর্ণ ব্যক্ত হতে পারে না, একটু ই ব্যক্ত হতে পারে। অন্য তো অনেক জ্ঞান জানার জন্য বাকী থাকে। ও 'জ্ঞানী পুরুষ' এর কাছে আছে। ওখানে সংজ্ঞা থেকে বুঝতে পারা যায়। 'জ্ঞানী

পুরুষ' সংজ্ঞা করেন। যেমন কোন বোবা লোক হয় তো, সে অন্য বোবাকে এভাবে হাত দিয়ে কিছু সংজ্ঞা করে। অন্য জন ও এভাবে হাত দিয়ে সংজ্ঞা করে। এভাবে দুজনেই স্টেশনে চলে যায়। এমন 'জ্ঞানী পুরুষ' সংজ্ঞায় বলে দেন যে আত্মা কি জিনিস। পুস্তক তো আপনাকে ডিরেক্‌শন দেবে যে ওখানে যান, অন্য কিছু করতে পারে না। পুস্তক তো নিজের মধ্যে শব্দের যে শক্তি আছে, ততটুকু কথা বলে দেবে। ও শব্দব্রহ্ম ও হয় আর শব্দব্রহ্ম তে বেশী কিছু ফায়দা নেই, ও লাস্ট স্টেশন না। আত্মা শব্দ থেকে আগে। লাস্ট স্টেশন 'জ্ঞানী পুরুষ' একেলা ই।

এ চমৎকার কি যশনাম কর্ম ?

প্রশ্নকর্তা : তন্ত্রের বিষয়ে আপনার কি অভিমত ?

দাদাশ্রী : ও তো তান্ত্রিক বিদ্যা। আমাদের কাছে যে বিদ্যা ছিল, ও আজ এক পারসেন্ট ও নেই। আমাদের কাছে পঁচিশ শ বছর আগে অনেক বিদ্যা ছিল কিন্তু বিদ্যার নাশ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ ভগবান জানতেন যে, যে যুগ আসবে, সেখানে সবাই সেই বিদ্যার দুরুপযোগ ই করবে। সেইজন্য বিদ্যা নাশ করে দেওয়া হয়েছে। একটু একটু লিকেজ হয়ে গেছে, ওতে কিছু সত্য হবে, বাকি সব মিথ্যা। বিদ্যা ও সব রিলেটিভ and all these relative are temporary adjustment. (আর এই সব আপেক্ষিক অস্থায়ী সমন্বয়।) রিলেটিভে কি জানবে ? রীয়েল জানতে হবে। এই রিলেটিভ কত লোক জানে ? আমি কাগজের এমন বাসন বানাই আর ভিতরে তেল ঢালি। ফের স্টোভে রাখি আর গরম করি। ফের ওতে পকোড়া (তেলেভাজা) বানিয়েছিলাম আর সবাইকে খাইয়েছিলাম। যে জানে না, তার জন্য ও তান্ত্রিক। যে জানে, তার জন্য কিছু না। জগতে কোন লোকের থেকে চমৎকার হয় ই না কখনো। চমৎকার কি জিনিস ও আপনাকে বলে দিচ্ছি।

আমার এখানে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার লোক আসে। ওঁরা সবাই 'দাদা ভগবান' কে মানে। ওঁরা কি বলে, 'আজ দাদা ভগবান আমাকে এমন করেছেন, আজ এমন করেছেন। দাদা ভগবান তো বড় চমৎকারী।' তো আমি কি বলি যে "আমি জাদুকর না। আমি তো 'জ্ঞানী পুরুষ'। জাদুকর চমৎকার করেন।" আমি পূর্বভব থেকে যশনাম কর্ম নিয়ে এসেছি। যশনাম কর্মতে কি হয় ? আমি এভাবে হাত লাগাই তো ও আপনার ভাল হয়ে যায়। ফের আপনি বলেন যে 'দাদা ভগবান' চমৎকার করেছেন।' কারো আপযশনাম কর্ম থাকে, তো সে করে তো ও তাঁর যশ মেলে না।

যশ কি জিনিস ? আমি ছোট ছিলাম, তখন আমার কি বিচার আসতো যে সব লোকের ভাল হয়ে যায়, সবার মঙ্গল হয়ে যায়, সবাই সুখী হতে হবে। ফের তার ফল যশনাম কর্ম হয়। যার এমন বিচার আছে, সবাই দুঃখী হতে হবে তো তাঁর অপযশ মেলে, যশ-অপযশ আমাদের ভাবের সাথে হয় যে আমাদের ভাব কেমন ! স্ত্রী মরে যায়, ব্যবসায় লোকসান হয়, তাকে অপযশ বলে না, ও তো আত্মার ভিটামিন। কারণ স্ত্রী ভাল হয়, পয়সা অধিক হয় তো ভগবানের নাম ই করবে না। ঔষধ, ও দেহের ভিটামিন, এমন এই প্রতিকূলতা ও আত্মার ভিটামিন। দেহের ভিটামিন মেলে তো ফায়দা হয় আর আত্মার ভিটামিন মেলে তো অনেক ফায়দা হয়। এতে লোকসান তো হয় ই না কখনো।

জ্ঞানী, 'কারণ সর্বজ্ঞ' !

প্রশ্নকর্তা : আপনাকে 'সর্বজ্ঞ' কেন লিখেছে ?

দাদাশ্রী : আমি সর্বজ্ঞ না। আমি তো 'কারণ সর্বজ্ঞ' সর্বজ্ঞ তো তীর্থঙ্কর কে বলা হয়।

প্রশ্নকর্তা : কি কারণ সর্বজ্ঞ আর কারণ পরমাত্মায় কোন পার্থক্য আছে ?

দাদাশ্রী : কোন পার্থক্য নেই। আমি 'কারণ সর্বজ্ঞ'। কার্য সর্বজ্ঞ মহাবীর ভগবান ছিলেন। কারণ সর্বজ্ঞ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হওয়ার কারণ আমি সেবন করে যাচ্ছি কারণ কে কার্যে আরোপণ করেছি। যেমন এই লোকটা এখান থেকে ঔরঙ্গাবাদ এর জন্য এখন রওনা হয়েছে। কেউ জিজ্ঞাসা করে যে 'এ কোথায় গেছে ?' তো আপনি বলবেন যে 'ও ঔরঙ্গাবাদ গেছেন।' তো ও ভাই ঔরঙ্গাবাদ তো এখনো পৌঁছায় নি, এখানেই স্টেশনে আছে। কিন্তু ব্যবহারে এমন ই কথা বলা হয়। সেই ভাবে আমাকে সর্বজ্ঞ বলা হয়। আমি সর্বজ্ঞ হওয়ার কজেজ সেবন করি, আমি ও হয়ে যাই নি কিন্তু ব্যবহারে তাকে এ সর্বজ্ঞ, এমন বলা হয়। আমার তো চার ডিগ্রী কম আছে, ৩৫৬ ডিগ্রী আছে। সর্বজ্ঞ তো ৩৬০ ডিগ্রী হন। 'জ্ঞানী পুরুষ' তো জগতের অজায়বী (আশ্চর্য), কিন্তু লোকে বুঝতে পারে না। যেমন বাচ্চার হাতে ডায়মন্ড দিয়ে দেয় তো সে ডায়মন্ড নিয়ে ঘুরে-বেড়াবে আর কেউ এসে বিস্কুট দেয় তো তাকে ডায়মন্ড দিয়ে দেবে। কারণ ওর কাছে ডায়মন্ডের কোন মূল্য নেই। কাঁচ কি হীরা, ও আপনি কি করে জানতে পারবেন ? আপনার কাছে তো জহুরীপন (পরখ করার শক্তি) নেই। জহুরীপন থাকতে হবে তো ?! 'জ্ঞানী পুরুষ' কে সমস্ত ব্রহ্মান্ডের

স্বামী বলা হয় আর এমন নিজেই বলেন, অন্য কেউ বলে না। কারণ জহুরী কেউ নেই। ফের হীরা কে নিজেই বলতে হয় যে আজ জহুরী নেই কোন। এ তো সবাই খাবার খায় আর শুইয়ে পড়ে। অন্য কোন কাজ করে, ও তো সব প্রকৃতি করায়, স্বয়ং নিজের পুরুষার্থ নেই। এমন ই চলে। এমন 'জ্ঞানী পুরুষ' কখনো দেখতে পাবে না। দেখতে না পাও তো শুনতে কোথায় পাবে ?! সেইজন্য আমাদের কবি লিখেছেন যে পুণ্যের প্রকাশ হয়ে যায়, তখন দর্শন মেলে। 'জ্ঞানী পুরুষ' যে আজ আমি আছি, সে তো বোম্বাই তে ঘুরে বেড়ায় তো ! কিন্তু এই লোকদের বোধে আসবে না। কারণ 'জ্ঞানী পুরুষ' এর এই ড্রেস, কোট হয়, এমন টোপী হয় কালা আর বুট। এতে কোন লোকে এমন বুঝতে পারবে না যে এ 'জ্ঞানী পুরুষ' । কোন বড় ভাগ্যশালী হয় তো ফের সে চোখ দেখে চিনতে পারে।

Real এ, Relative এ – জ্ঞানীর জ্ঞান দশা !

সমস্ত জগতে একজন ই জ্ঞানী থাকেন। সে বেজোড় জিনিস। তাঁর জোড়ী পাওয়া যায় না। তাঁর মধ্যে স্পর্ধা থাকে না। যে স্পর্ধাওয়ালা হয়, সে 'জ্ঞানী হয় না।

জগতে কোন সব থেকে ছোট মানুষ আছে তো, তো এই 'A. M.. Patel। যেখানে ছোট থেকে ছোট হয়, সেখানে ভগবান প্রকট হয়। বড় থেকে ভগবান দূরে থাকেন। এ লঘুতম দশা। আমি গুরুতম ও হই, ভগবান ও আমার থেকে বড় নয় আর সংসারের জন্য আমি লঘুতম, আমার থেকে ছোট কোন জীব নেই। আপনারা সবাই বড় আমার থেকে। আমি তো সমস্ত জগতের শিষ্য। লঘুতম আপনি বুঝতে পারেন তো যে লঘুতম-এর অর্থ কি ? তো রিলেটিভে আমি লঘুতম ভাবে থাকি, রীয়েলে আমি গুরুতম ভাবে থাকি আর স্বভাবে আমি অগুরু-লঘু স্বরূপে থাকি। আমি গুরুতম ও আর লঘুতম ও আর নিজের স্বভাবে আমি অগুরু-লঘু।

এই খাবার খাই, তো আপনার মনে হয় যে আমি খাবার খাই কিন্তু আমি নিজে খাই না। ও তো 'প্যাটেল' খায়। এই যে 'প্যাটেল' আছে, সে তো জ্বালানোর জিনিস। ও যে বুদ্বুদ আছে, ও তো একদিন ফেটে যাবে একদিন, তাঁকে আপনি দেখছেন।

আমার যখন পায়ে ফ্রেকচার হয়েছিল, সেই দিন আমার কোন অনুভব ই হয় নি যে আমার কিছু হচ্ছে। আজ পর্যন্ত আমার কখনো দুঃখ হয় ই নি। ফের ডাক্তাররা আমাকে বড় হাস্পাতালে নিয়ে যায়। বড় ডাক্তার অন্য সব ছোট

ডাক্তারদের কি বলতে শুরু করে যে, 'দ্যাখ, এনার মুখে এখন ও কত হাসি আছে ! এনার কোন দুঃখ হয় ই না । এ তো দ্যাখ আত্মা আলাদা, এমন মনে হয় ।'

বড় ডাক্তার আমাকে বলেন যে 'আপনি অনেক সহ্য করেন । এত সহ্য আপনি কি করে করেন ?' আমি বলে দিই যে, 'আমার তো একটা ইঞ্জেকশন দেন, সেটা ও সহ্য হয় না ।' সহিষ্ণুতা ও তো ইগোইজম । আমার মধ্যে ইগোইজম নেই, সহিষ্ণুতা নেই । ইগোইজম আছে, সেখানে সহিষ্ণুতা থাকে । আমার মধ্যে যখন ইগোইজম ছিল, তখন আমি সব কিছু সহ্য করতাম । যত ই ইঞ্জেকশন দেয় তো কিছু হত ই না, দেশলাই সম্পূর্ণ জ্বলে তখন পর্যন্ত আঙ্গুল রাখতাম । এত ইগোইজম ছিল আমার !!! এখন তো আমার দাঁত ব্যাথা হয়, ও জানতে পেরে যাই যে, 'বেশী ব্যাথা হচ্ছে কি কম ব্যাথা হচ্ছে, আমার এতে কষ্ট হয় না । কিন্তু পায়ের ফ্রেকচারে তো কোন পীড়া ই হয় নি ।

ফের আমি খোঁজ করি তো জানতে পারি যে আমার নামকর্মের উদয় ছিল । আমার ভূল নামকর্মে ছিল, তার এই ফল ছিল । নাম কর্ম কি হয় ? অঙ্গ-উপাঙ্গ সব নর্মাল হয় । সবার মনোহর লাগে । 'জ্ঞানী'র অঙ্গ-উপাঙ্গ নর্মাল হয় । আমার নামকর্মের ক্ষতি ছিল, সেইজন্য পা আধা ইঞ্চি ছোট হয়ে গেছে । আর ফায়দা কি হয়েছে ? যেখানে লোকসান হয়, সেখানে ফায়দা সদৈব হয় ই । বিনা ফায়দায় তো লোকসান হয় ই না । ফায়দা এই হয় যে আমার আরাম মেলে আর জগতের চিন্তা করার অনেক সময় পেয়ে যাই, নয় তো আমি টাইম ই পেতাম না ।

আমি সবাই কে বলে দিয়েছিলাম যে আমি অপারেশন করাবো না, অন্যের ব্লাড নেব না । অন্যের ব্লাড আমার ফিট হবে না । এই দেহ ছেড়ে যায় তো কোন পরোয়া নেই পরন্তু ব্লাড অন্যের না হয় যেন । আমি চিন্তা করি যে আমার এই ফ্রেকচার হতে পারে না, কত বড় বড় লোকের হয়েছে কিন্তু আমার, 'জ্ঞানী পুরুষ'এর না হওয়া উচিত । পরে খোঁজ করি তো বেদনীয় কর্মের উদয় ছিল না পরন্তু নামকর্মের উদয় ছিল । সেই কথায় আমার সব হিসাব মিলে যায় । 'জ্ঞানী পুরুষ'এর চার কর্ম অনেক উঁচু থাকে – বেদনীয় অর্থাৎ শাতা-অশাতা ! অশাতা বেদনীয় আমার কখনো কখনো আসে । আমি বলি যে আপনি আমাকে অপমান করুন, আমাকে গাল দিন, আপনি স্বত্রন্ত্র, আমি আপনাকে আশীর্বাদ দেব কিন্তু কেউ আমাকে গাল দেয় না । প্রথমে তো আমি বলতাম যে একটা চড় আমাকে মার তো আমি আপনাকে পাঁচশো টাকা দেব কিন্তু কেউ চড় মারে নি । ও হাস্পাতালের সব ডাক্তার আমাকে

বলতো যে আমরা আপনাকে অনেক বিরক্ত করেছি কিন্তু এতে হেতু কি ছিল ? ভগবান কি দেখেন যে এ কিসের হেতু তে করছে। আমার আরাম হয়ে যায় সেটাই হেতু ছিল।

আমার বোর্ড (বিশেষ পরিচয়) কিছু নেই। ও গেরুয়া কাপড়ওয়ালাদের গেরুয়া কাপড়ের বোর্ড হয়। সাদা কাপড়ওয়ালাদের সাদা কাপড়ের বোর্ড হয়। আমার কোন বোর্ড নেই। আমি তো কোট-টুপী পরে বাইরে ঘুরে বেড়াই তো কে চিনবে ? কেউ চিনবে না। বোর্ডওয়লাদের সবাই চেনে। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাওয়া যে সব সাচ্চা মানুষ হয়, সেই প্রারব্ধওয়ালারা পেয়ে যাবে। এখানে কোন বোর্ডের প্রয়োজন নেই।

জ্ঞানীর কৃপা দৃষ্টির ফল !

'জ্ঞানী পুরুষ' মেলা খুব মুস্কিল। অনেক জন্মের পুণ্য জমা হয়ে যায়, তখন 'জ্ঞানী পুরুষ' মেলে । 'জ্ঞানী পুরুষ' মেলা ও তো দুর্লভ, দুর্লভ এমন হান্ড্রেড টাইম (শ' বার) দুর্লভ লিখেছেন আর মেলে তো চিনতে পারা যায় না। চিনতে পেরে যায় তো টাইম এর সুযোগ মেলে না। কি বলবে যে আজ আমার এই কাজ আছে, ও কাজ আছে।

প্রশ্নকর্তা : 'জ্ঞানী পুরুষ' ভাবনার ফল স্বরূপে মেলে কি ?

দাদাশ্রী : পূর্ব জনমের পূণ্য আছে আর এখন মনে পূণ্যের বিচার আছে আর মনে এমন বিচার থাকতে হবে যে, 'আমার এই সংসারের খট্‌পট্‌ চাই না। পয়সা থাকে তবুও দুঃখ হয় আর আমার মোক্ষে যাওয়ার প্রয়োজন আছে।' মোক্ষের ভাবনা হয়, তো আপনার এই ভাবনা থেকে 'জ্ঞানী পুরুষ' এর সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। 'জ্ঞানী পুরুষ'এর কৃপা দৃষ্টি মেলে তো তার ফল কি মেলে ? আনুষঙ্গিক ফল মেলে অর্থাৎ মোক্ষ ফল মেলে। 'জ্ঞানী পুরুষ'এর সেবার ফল দুনিয়াদারীতে অভ্যুদয় হয় অর্থাৎ আপনার সংসারের প্রত্যেক জিনিস ভাল মেলে। মোক্ষে যাবার জন্য কোন বাধা হয় না, এমন সব সাধন পেয়ে যায়।

‘জ্ঞানী পুরুষ’এর পরিচয়, জ্ঞানী দ্বারা !

আমি যাকে ‘জ্ঞান’ দিই, সেই সবার সম্যক দর্শন হয়েছে। এ তো সম্যক দর্শন থেকে ও আগে ‘ক্ষায়িক সম্যক দর্শন’ হয়।

প্রশ্নকর্তা : তার কি লক্ষণ হয় ?

দাদাশ্রী : আর্তধ্যান-রৌদ্রধ্যান কখনো হয় না। ধর্মধ্যান আর শুক্লধ্যান নিরন্তর থাকে। চিন্তা কখনো হয় না। আর এই সবার লক্ষ্যে নিরন্তর আত্মা থাকে, এক সেকেন্ড ও আত্মা কে ভোলে না, নিরন্তর আত্মাতে ই জাগৃত থাকে।

প্রশ্নকর্তা : আত্মা তে জাগৃত থাকা ও মুস্কিল। আপনি বলুন, তার সাধন কি?

দাদাশ্রী : আমি ‘জ্ঞান’ দিই তখন এসে যাবে। আত্মা ‘জ্ঞানী পুরুষ’ এর কাছে আছে, ও অন্য কোন জায়গায় পাওয়া যায় না। সেই আত্মা ই পরমাত্মা। ও ‘জ্ঞানী পুরুষ’এর ভিতরে প্রকট হয়ে গেছে। ওনার কৃপাতে সব কিছু হতে পারে। ওনার এক চুলের সমান ও কৃপা হয় তাহলেও সমস্ত জগতের মঙ্গল হয়ে যায়। ‘জ্ঞানী পুরুষ’ এর কৃপাতে সব কিছু হতে পারে। ‘জ্ঞানী’ কোন জিনিসের ভিখারী থাকেন না। ওনাকে যদি সমস্ত জগতের সোনা দেয়, তো ওনার প্রয়োজন নেই। সমস্ত জগতের স্ত্রী দেয় তাহলেও ওনার বিষয় এর বিচার ও আসে না আর সে মান এর ভিখারী ও না, কীর্তির ভিখারী না, ওনার অপমানের ডর নেই, ভয় ও নেই। বীতরাগ হন। ওনাকে জগতে কোন মানুষ কি জিনিস দিতে পারে ?! আর ওনার কিছু চাই ও না। আপনি এখানে সব কিছু পেতে পারেন। সমস্ত জগতের ই সুখ তাঁর কাছে আছে আর নিজেই সুখ ভোগ করেন। এখানে সব কিছু সমাধান করা যায়, ওনার কথা কেমন ? সেই কথা ভিতরে যায়, ভিতরে গিয়ে আবরণ ছিঁড়ে ফেলে আর আত্মা কে টচ করে, ফের আপনি ও প্রকাশ পেয়ে যাবেন। এ আবরণ ভেদী কথা হয়, এতে অনেক বচনবল হয়।

প্রশ্নকর্তা : আমার কোন প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন আপনার দর্শন করা মাত্রেই সমাপ্ত হয়ে গেছে।

দাদাশ্রী : ব্যাস, ব্যাস, ঠিক আছে। আমার দর্শনে সব প্রশ্ন সমাপ্ত হয়ে যায়, সম্পূর্ণ সমাধান হয়ে যায়। ‘জ্ঞানী পুরুষ’ সব সময় জগতে থাকেন না। কখনো কোন সময়ে জগতে ‘জ্ঞানী’র অবতার হয়। নয় তো (আত্ম)’জ্ঞানী’ জগতে হয় না।

জগতে যখন জ্ঞানী' থাকেন তো জগত খুব অজায়ব (অদ্ভূত) হয়ে যায়। ওনার দর্শন হয়ে গেছে তো তাতে আর কি জিনিস বাকী থাকবে ?! 'জ্ঞানী পুরুষ' মানুষের মতই দেখায় কিন্তু সে অলৌকিক হন, লৌকিক নয়। মোক্ষের কথা 'জ্ঞানী পুরুষ' ছাড়া অন্য জায়গায় নেই। তাঁহার দর্শন ও তো জগতে সব থেকে বড় জিনিস। তাঁহার দর্শনে, মাত্র দর্শন থেকেই কত সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়। আত্মার প্রাপ্তি পাপ কে জ্বালিয়ে বিনা তো হয় ই না। মানুষ কত পাপ নিয়ে ঘোরে, ফের তাঁর সাক্ষাৎকার কি করে হবে ? আপনার মাথা এখানে আমার চরণে রেখে দেন, তো সব ইগোইজম চলে যায়। This is the main solvent of egoism ! ইগোইজমের সল্‌ভেন্ট কখনো বের ই হয় নি।

প্রশ্নকর্তা : আপনার বিচারে জৈনিজম-এর কোন প্রভাব আছে ? :

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, জৈনিজম একেলার না, চার বেদের ও প্রভাব আছে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আপনার বেসিক প্রিন্সিপল জৈনিজম-এর উপরেই।

দাদাশ্রী : না, না, আমার সিদ্ধান্ত নিষ্পক্ষপাত।

প্রশ্নকর্তা : আপনি কোন ধর্ম মানেন ?

দাদাশ্রী : সব ধর্ম আমার। আমি নিজেই। আমি তো নিষ্পক্ষপাত। আমার কোন বস নেই, আমার কোন আন্ডারহেন্ড নেই।

প্রশ্নকর্তা : আপনার এই ফিলোসোফী, ও কোন এক ধর্ম কে লক্ষ্যে রেখে অথবা সর্ব ধর্মের জন্য ? '

দাদাশ্রী : না, না, এই সব কথা মৌলিক। একেবারে মৌলিক আর আগে যে 'জ্ঞানী' হয়ে গেছেন, তাঁদের সাথে এর কনেক্‌শন আছে। ফিলোসোফী অন্য ধরনের কিন্তু প্রকাশ সেটাই। আমি নতুন অন্য প্রকাশ কোথা থেকে আনব ?

প্রশ্নকর্তা : আপনি মসজিদে জান, জিনালয়ে যান, এমন কেন ?

দাদাশ্রী : আমি মন্দিরে ও যাই। আমার জন্য যাই না, কিন্তু সবার এন্‌কারেজমেন্ট-এর জন্য যাই। কারণ সবার মান্যতায় আছে যে মন্দিরে যাওয়া ই উচিত। যখন পর্যন্ত বালক, সে পর্যন্ত মন্দিরে যেতে হয়, মসজিদে যেতে হয়। বড় হয়ে যায় ফের যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তবুও অন্যদের 'যাবে না' এমন কেউ

বলতেই পারে না। বড় হয়ে যায় তবুও যাওয়া ই উচিত, নয় তো তাঁর পিছনে অন্য লোক যাবে না।

প্রশ্নকর্তা : আপনি যে নবকার মন্ত্র বলেন, পঞ্চ পরমেষ্ঠির আরাধনা করেন, সেটাও ব্যবহার ই তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ঠিক, সত্য কথা । ও সব ব্যবহার। মন ব্যবহারে আছে, বাণী ও ব্যবহারে আছে, শরীর ও ব্যবহারে আর আমি ব্যবহার থেকে নির্লেপ থাকি আর ব্যবহারে আমি একেবারে কুশল থাকি। আমার ব্যবহার আদর্শ থাকে। আমার ব্যবহারে কেউ এতটুকু ও ভুল বের করতে পারে না। আর আত্মধর্মের কথা আলাদা। আমি নিরন্তর স্বপরিণামে, স্বপরিণতিতে থাকি। পরপরিণতি আমি সাতাইশ বছর থেকে দেখি নি। আমি স্বপরিণামে ই থাকি, স্বচরিত্রে ই থাকি।

প্রশ্নকর্তা : আপনার কখনো এমন অনুভব হয়েছে যে কোন জিনিস রেখে ভুলে গেছেন ? যেমন রিক্সায় সফর করছেন, তো ছাতা ভুলে গেছেন এমন কিছু ?

দাদাশ্রী : আমি কিছু ভুলে যাই তো কোন অসুবিধা হয় না। আরে, আমার আজ কোন দিন, কোন তারিখ, সেটাও মনে থাকে না। আমার জগতের কোন জিনিস মনে থাকে না ? নো মেমরী !

প্রশ্নকর্তা : ভগবানের তো সব জিনিস মনে থাকে, ফের আপনার কেন মনে থাকে না ?

দাদাশ্রী : না, ভগবানের কখনো মনে থাকে না। ও যে স্মরনশক্তি হয় যে, মেমরী হয় যে, ও কি লোকসান করবে ? ইমোশনাল করবে। মনে তো সব মানুষের থাকে। ভগবানের তো স্মরণ শক্তি হয় ই না। কিন্তু ভগবানের কাছে উপযোগ আছে আর উপযোগ (বিশেষ প্রকারের জাগৃতি) থেকে সে সবকিছু জানেন।

প্রশ্নকর্তা : জাতি স্মরণজ্ঞান আপনার কাছে আছে ?

দাদাশ্রী : ও জ্ঞান সংসারের জন্য আর এ তো বিজ্ঞান। আমি তো এটা জানি না যে আপনার আগের জন্ম কি ছিল ! আমার আগের জন্ম কি ছিল, এ ও আমি জানি না।

প্রশ্নকর্তা : আপনি আর আমি, দুজনের পার্থক্য নেই, তো আপনি ভগবান কিভাবে আর আমি আপনাকে মানা কিভাবে ?

দাদাশ্রী : বাই রীয়েল ভিউ পয়েন্ট, আপনি আর আমি – দুজনেই ভগবান। বাই রিলেটিভ ভিউ পয়েন্ট, এ বিশেষণ আর ও সব বিনাশী। ভগবান তো আমি না। যে ভিতরে বসে আছেন সে ই ভগবান। সে দাদা ভগবান আর এই দেখা যাচ্ছে সে A. M. Patel (এ. এম. প্যাটেল)। আমি কিছু সময় এখানে ও থাকি আর কিছু সময় ওখানে ও থাকি। আমি যখন কথা বলি, তখন A. M. Patel এর কাছে এসে যাই। নয় তো আমি 'দাদা ভগবান' এর সাথে একাকার থাকি।

আমার ১৯৫৮ এ এই জ্ঞান প্রকট হয়ে যায়। প্রথমে তো কিছুই ছিল না। আমার এমন মনে হত যে আমি কিছু না কিছু পাবো কিন্তু এমন বিজ্ঞান পাবো, এমন তো আমার খেয়ালে ও ছিল না। কিন্তু এ তো বড় জিনিস প্রকট হয়ে গেছে। তার আগে কিছু জানার নেই।

এ তো অক্রম বিজ্ঞান, ও স্বাভাবিক বিজ্ঞান।

প্রশ্নকর্তা : তীর্থঙ্করদের মধ্যে অন্তিম মহাবীর ভগবান হয়ে গেছেন। তো ওনার পরে আরো কোন তীর্থঙ্কর হবেন ?

দাদাশ্রী : না, এই টার্নে হবে না। এই ফার্স্ট টার্ন পূর্ণ হয়ে যাবে ফের সেকেন্ড টার্ন আসবে, তাতে অন্য তীর্থঙ্কর হবেন। এই জগত এমন গোল ঘোরে, যেমন এই রাউন্ডে হয়। তাতে হাফ রাউন্ডে চব্বিশ তীর্থঙ্কর হয়। দ্বিতীয় হাফ রাউন্ডে চব্বিশ তীর্থঙ্কর হয়। এখন এই হাফ রাউন্ড হচ্ছে। এখন এই হাফ রাউন্ড পূর্ণ হয়ে যাবে, কিন্তু তীর্থঙ্কর চব্বিশ সমাপ্ত হয়ে গেছে। এই হাফ রাউন্ড সমাপ্ত হওয়ার জন্য চল্লিশ হাজার বছর বাকি আছে।

প্রশ্নকর্তা : এই চল্লিশ হাজার বছরে এমন মহান আত্মা কেউ হবে না ?

দাদাশ্রী : না, এ অন্তিম। এখন তাঁর পরে কেউ নেই।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এমন কেউ হবে না তো এই সব জীবের উপরে অন্যায় হবে না ?

দাদাশ্রী : দ্যাখ না, রাত্রের সময় নতুন কাপড় কিনতে যাও তো কেউ দেবে না। যতই পয়সা দাও তবুও কেউ দেবে না। এমন এখন অর্ধেক রাত হয়ে গেছে, কাল (সময়) খুব ভাল আসবে। ভগবানের নির্বাণের পঁচিশ শ বছর পরে, কাল খুব ভাল আসবে। সব লোক সুখী হয়ে যাবে। সমস্ত জগতে একেবারে শান্তি হয়ে যাবে।

পরন্তু এখন দশ-বারো বছর আছে, ও খুব খারাপ সময়। তাতে ভূমিকম্প হবে আর দেবকৃত, মনুষ্যকৃত, প্রকৃতিকৃত এমন অনেক বিপত্তি আসবে আর এই চার শ কোটির বসতি আছে ও দুই শ কোটির হয়ে যাবে। এতে গম আর কঙ্কর দুই আলাদা হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : এই জগতের যে প্রব্লেম আছে, ও সব কবে সল্‌ভ হয়ে যাবে ? এই জগতে সবাই সুখ-শান্তি কবে পাবে ? আর কত সময় লাগবে ?

দাদাশ্রী : সারা দিন, সারা রাত, জগত কল্যাণের জন্য সমস্ত জগতে, ফরেনে, সব জায়গায় আমি ঘুরে বেড়াই আর এই জগত কল্যাণ ২০০৫ এ হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : আমরা সবাই এসব দেখার জন্য সেই সময় থাকবো ?

দাদাশ্রী : কেন থাকবো না ?

প্রশ্নকর্তা : ২০০৫ এ কাউকে ই দুঃখী পাওয়া যাবে না ?

দাদাশ্রী : দুঃখ ? ও খাওয়া-দাওয়ার দুঃখ থাকবেই। মানসিক দুঃখ হবে না। খাওয়া-দাওয়ার দুঃখ ও লাখ লোকের মধ্যে দুজনের থাকবে। খাবার তো জগতে অনেক আছে, আনাজ ও অনেক আছে, সব জিনিস অনেক আছে কিন্তু ওদের পাপের জন্য পাচ্ছে না। ভ্রস্টাচার যারা বলপ্রয়োগে করায়, ও সব চলে যাবে। যাদের ভ্রাস্টাচার চাপের কারণে করতে হয়, নিজের ইচ্ছা নেই তবুও করতে হয়, ও সব এখানে থাকবে।

প্রশ্নকর্তা : এই জগতের কি হবার আছে ?

দাদাশ্রী : জগতের স্থিতি খুব ভাল হয়ে যাবে। পঁচিশ শ বছর থেকে ভস্মক গ্রহের প্রভাবে হিন্দুস্থানের খারাপ কাল (সময়) ছিল। এখন ভাল কাল আসছে। ২০০৫ এ হিন্দুস্থান সমস্ত জগতের কেন্দ্র হয়ে যাবে। জগতের সব লোকেরা জিজ্ঞাসা করতে আসবে যে আমরা কিভাবে জীবন কাটাবো, কিভাবে খাবো, কি পান করবো ?

প্রশ্নকর্তা : আপনার এই অধ্যাত্ম জ্ঞান কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে ?

দাদাশ্রী : ১৯৫৮ এ সুরতের রেলওয়ে স্টেশনে আমার এমনি ই এই জ্ঞান হয়ে যায়। আমি কোন প্রযত্ন করি নি। This is but natural ! ও সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ

বেজেছিল। সেই সময় আমার বিজনেস সোনগড়-এ ছিল। ওখান থেকে সাড়ে পাঁচ টায় সময় আমরা সুরত এসেছিলাম। ওখানে স্টেশনে অনেক লোকের ভিড় ছিল। একটা কাঠের বেঞ্চে আমি বসেছিলাম, তখন এক ঘন্টায় আমি সব দেখে নিই যে এই জগত কি জিনিস ? কে বানিয়েছে ? কি ভাবে বানানো হয়েছে ? কেন বানিয়েছে? আমি কে ? কর্ম কে করে ? মোক্ষ কি জিনিস ? বন্ধন কি জিনিস ? দুঃখ কি জিনিস ? আধি কি জিনিস ? ব্যাধি কি জিনিস ? সমাধি কি জিনিস ? ও সব আমি দেখে নিই। আপনার সাথে আজ কথা বলছি, তো ও সব আমি দেখে বলছি। এখন কোন শাস্ত্রের কথা বলি না, আমি জ্ঞানে দেখে বলি। ফের যত ই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, সে দিকে দেখে বলতে কি অসুবিধা ? কোন বোঝা ই না আমার !

প্রশ্নকর্তা : এই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়াতে আপনার কি ফায়দা হয়েছে ?

দাদাশ্রী : ফায়দা তো, আমি নিরন্তর সমাধিতেই থাকি। কেউ গাল দেয় তো ও সমাধি। আমার তো চলতে-ফিরতে নিরন্তর সমাধি থাকে।

প্রশ্নকর্তা : এই জ্ঞান হয়, তার আগে আপনার কি স্থিতি ছিল ? আপনি কোন স্থিতিতে ছিলেন ?

দাদাশ্রী : কেবল অজ্ঞানী। আমি ও অজ্ঞানী ছিলাম। আমার ইগোইজম ছিল। আমার লোভ ছিল না, পরন্তু ইগোইজম এত বেশি ছিল যে রাত্রে ঘুম ও আসতো না কখনো কখনো। যখন থেকে ইগোইজম চলে গেছে তখন থেকে সমাধি হয়ে গেছে। ১৯৫৮ এ ইগোইজম কমপ্লিট চলে যায়। বুদ্ধি ও চলে গেছে।

প্রশ্নকর্তা : ব্রহ্মান্ডের আপনার যে দর্শন হয়েছে, তার একটু বর্ণন করুন।

দাদাশ্রী : এখন যে জগতের বাউন্ড্রী আছে, ঐ বাউন্ড্রী তো খুব লিমিটেড। কিন্তু এই জগত এতটুকু না। ও তো অনেক বড়। আমাদের মত তো পনেরোটা জগত আছে। ওতেও মানুষ থাকেন আর মোক্ষের জন্য সবাই প্রত্যেক দিন প্রযত্নে থাকেন। আমি ও সব জিয়োগ্রাফিকেল (ভৌগোলিক) দেখে নিয়েছি আর দ্বিতীয়, আমি কে ? এই জগত কি ? কে বানিয়েছে ? ভগবান কি ? ও সব দেখে নিয়েছি, ব্যাস ! এতে আপনার কি জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা আছে ? যেমন দেখেছি তেমন আমি সব ডিটেলে সব স্পষ্টীকরণ করে দেব আর মোক্ষের রাস্তা ও বলে দেব। আমি মোক্ষদাতা আর মোক্ষের দান দিতে এসেছি। যার মোক্ষ চাই, তাকে মোক্ষ দিই।

আমি ওপেন টু স্কাই, আমার এখানে সিক্রেট একটু ও নেই। সিক্রেট হয়, সেখানে ভগবান হয় না, সম্পূর্ণ ভগবান হয় না। সিক্রেট আছে, সেখানে কপট হয়, সেখানে ভগবান হয় না। কখনো একটু একটু শ্রদ্ধা স্বরূপ ভগবান হয় কিন্তু সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না।

আমার লাইট সম্পূর্ণ আছে, দর্শনে সম্পূর্ণ আছে আর বর্তনে ৩৫৬ ডিগ্রী আছে। বর্তনে চার ডিগ্রী কম আছে কিন্তু আমার বর্তনে একটা ও স্থূল ভুল নেই। সূক্ষ্ম ভুল অর্থাৎ বুদ্ধিওয়ালা লোকে বুঝে যায় এমন ভুল ও নেই। আমার ভুল আছে, সূক্ষ্মতর আর সূক্ষ্মতম। কিন্তু ও অন্যের লোকসান করে না। আমার এই চার ডিগ্রী কম আছে। এর জন্য এই ভুল থেকে গেছে।

সব ধর্ম সমান হয় না। ৩৬০ ডিগ্রীর ধর্ম আর সেন্টারে ভগবান আছেন। ধর্মে কোন লোক দশ ডিগ্রী তে আছে, কেউ পঁচিশ ডিগ্রীতে আছে কেউ পঞ্চাশ ডিগ্রী তে আছে, কেউ একশ ডিগ্রীতে আছে, কেউ দেড়শ, কেউ দুইশ, কেউ আড়াই শ, কেউ তিন শ, সবার ডিগ্রী আলাদা হয়। অনেক জন্ম থেকে এই ডিগ্রী বাড়ে, আমি ৩৬০ ডিগ্রী পূর্ণ করে সেন্টারে এসে ফিরে ৩৫৬ ডিগ্রীতে আছি। আমি সেন্টারে এসে, তাকে স্পর্শ করে ফিরে ৩৫৬ ডিগ্রী তে এসে গেছি। আমার চার ডিগ্রী কম আছে।

প্রশ্নকর্তা : এই অনুভূতি আপনি কি করে জানতে পারেন যে আপনি ৩৫৬ ডিগ্রী তে আছেন ?

দাদাশ্রী : ও সব আমার বোধে এসে গেছে। আমি কোন ও পুস্তকের কথা বলি ই না। আমি তো বিজ্ঞানে দেখে বলি। আমি তো হাজারো কথা বলি কিন্তু সব দেখেই বলি। আমার বিচার ও করতে হয় না। বিচার আমার নেই ই। আমি বিচার করে কখনো বলি না। আমার নির্বিচার ভূমিকা। আমার কোন সঙ্কল্প নেই, কোন বিকল্প নেই, কোন বিচার নেই এমন নির্বিচার দশা, নির্বিকল্প দশ, নিরীক্ষক দশা। এই জগতে কোন এমন জিনিস নেই, যার আমার ইচ্ছা আছে, কোন প্রকারের ইচ্ছা নেই। আমার বুদ্ধি একেবারে নেই, আমি অবুধ।

প্রশ্নকর্তা : আপনার যে দশা প্রাপ্ত হয়েছে, ও প্রাপ্ত করার জন্য কোন সাধনা করতে হয় ?

দাদাশ্রী : না, এ সাধনা থেকে হয় না। This is but natural !

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ গড গিফ্ট হয়েছে ?

দাদাশ্রী : না, ভগবান কাউকে গিফ্ট দেন ই না। যে নিজেই ভগবান ফের কে গিফ্ট দেবার ! পরন্তু এ প্রাপ্ত হওয়া সাইন্টিফিক সারকাম্স্টেনশিয়েল এভিডেন্স। যত সাধন করেছে, ও সব সাধন পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন এই টাইম এসে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : তো ফের আপনার অবস্থা পর্যন্ত আমরা কি করে পৌঁছাবো ?

দাদাশ্রী : যার অবস্থা আমরা চাই, তাঁর কাছে থাকা আবশ্যক। তাঁকে দেখেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যায়। যেমন কোন ছেলে কে পকেট কাটায় এক্সপার্ট করতে হয়, তো সেই কলায় যে এক্সপার্ট, তার কাছে সেই ছেলেকে ছয় মাস রাখ তো সে ছয় মাসে সে তৈয়ার হয়ে যায়। ব্যাস, এটাই রাস্তা, দ্বিতীয় রাস্তা নাই।

পুস্তকে রাস্তা লেখা ই নেই। পুস্তকে জ্ঞান নেই আর অজ্ঞান ও নেই। যে অজ্ঞান কে জানে, সে জ্ঞান কে জানার তৈয়ারী করে। পুস্তকে অজ্ঞান হয় তো খুব ভাল কিন্তু অজ্ঞান ও নেই। অজ্ঞান জেনে নেয় তো জ্ঞান কি জিনিস, ও জানতে পেরে যায় আর জ্ঞান জেনে নেয় তো অজ্ঞান কি জিনিস, ও জানতে পেরে যায়। সব লোকে অজ্ঞান ও জানে না আর বলে যে আমি অজ্ঞানী। এমন অজ্ঞানী বলবে না। আমি তো তাকে অর্ধদগ্ধ বলি। আধা জ্বলে যাওয়া, আধা কাঠ এমন।

এমন ব্যাপার যে সমস্ত জগত সব লৌকিক কথা ই জানে। ও লৌকিক তো এতটুকু ছোট ছেলে ও জানে আর সাধু-সন্ত ও লৌকিক জানে। যে জ্ঞানী পুরুষ, সে ই অলৌকিক বলেন। আমি দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখে বলি যে কি চলছে। আমি কোন পুস্তকের কথা বলি না। আমি বাস্তবিক স্বরূপ, সাচ্চা স্বরূপ বলি। 'আমি জৈন, আমি বৈষ্ণব, আমি শিখ, আমি মুসলমান', ও সব মত। মত হয়, সেখানে কোন দিন আসল কথা জানা যায় না। মত হয় সেখানে বাস্তবিকতা হয় ই না। এক অজ্ঞানীর লাখ মতভেদ হয় আর লাখো জ্ঞানীর এক ই মত হয়।

প্রশ্নকর্তা : ওখানে প্রবচন যেমন কিছু হয় ?

দাদাশ্রী : না, প্রবচন তো যেখানে জ্ঞান নেই, সেখানে প্রবচন আছে। প্রবচন মানে নিজের অভিপ্রায়। সে ও এক বিষয়ে 'জ্ঞানী পুরুষ' প্রবচন কখনো করেন না। 'জ্ঞানী' কে তো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়।

প্রশ্নকর্তা : তো ওখানে মৌন ভাষা হয় ? প্রবচনের মত কিছু হয় না ?

দাদাশ্রী : এখানে প্রবচন থাকেই না। প্রবচন কে করে ? যে অহংকারী হয়। বাইরে সব লোকেরা প্রবচন ই করে। আমি তো কখনো বলি ই নি। এ কে বলে আপনার সাথে ? এ আপনার সাথে অরিজিনাল টেপরেকর্ডার বলে, তাকে আপনি শোনেন আর আমি তার জ্ঞাতা-দ্রষ্টা। তাঁর ব্যবহার এমন হয়। অহংকারী লোকে সব প্রবচন ই বলে আর সে সংসারেই আছে । আমি সংসারে এক মিনিট ও থাকি না। এক সেকেন্ড ও থাকি না।

আমার এই এক-এক কথা, ও ই শাস্ত্র, আসল শাস্ত্র। ফের শাস্ত্র লিখতে কোন ভুল হয় তো ও লেখা জনের হবে। ও ঠিক কথা কিন্তু এতে আমার বলার আশয়, ও আসল কথা।

অনেক কথা বের হয়েছে। এ তো সব বিজ্ঞান। অনেক লম্বা। আমি বাইশ বছর থেকে বলছি তবু ও পুরা হয় ই না। এমন কথা আরো বের হতেই থাকে আর সম্পূর্ণ অবিরোধাভাস । একটা শব্দ ও বিরোধাভাস না। সব শাস্ত্র বিরোধাভাসেই আছে। কারণ ও রিলেটিভ থেকে রীয়েল খোঁজে, রিলেটিভের আধারে রীয়েল খোঁজে। এই অক্রম বিজ্ঞান নিজেই রিলেটিভ রীয়েল। আমার বাণী তে আছে, সেখান পর্যন্ত রীয়েল কিন্তু ও রিলেটিভ রীয়েল। তার ফল রীয়েল ই পাওয়া যাবে। নয় তো এই জগত কে কেউ এমন বলেন নি যে the world is the puzzle itself ! আমি বলি, ও সব অপূর্ব কথা। পূর্বে (আগে) কখনো শোনেই নি, পড়ে নি এমন অপূর্ব কথা আর অপূর্ব কথা থেকেই ভগবান মেলে। এই পূর্বানুপূর্বী কথা থেকে ভগবান কখনো পাওয়া যায় নি আর কেউ পাবে ও না। এ তো শুধু আধার, সব লোকের অবলম্বন। তাতে এগিয়ে যায় কিন্তু ভগবান পাবে না। সেই অবলম্বন ধরে এগিয়ে যেতে হবে, সদার জন্য থাকতে হবে না। মনুষ্য ভবে সম্পূর্ণ কাজ হতে পারে, এমন সংযোগ মিলে যায় তো এই সংযোগের লাভ নেওয়া উচিত। নয় তো সংযোগ না মেলে তো কি করবে ?

'জ্ঞানী পুরুষ' এর কোন জিনিস-এর প্রয়োজন নেই। সমস্ত জগতের স্ত্রী, দেবীগন এসে যায় তো 'জ্ঞানী' তাঁদের পেকিং দেখেন না, সে ভিতরে কি জিনিস আছে, সেটাই দেখেন। এই গাধা সে ও পেকিং, কুকুর ও পেকিং স্ত্রী ও পেকিং, পুরুষ ও পেকিং। এই প্রেকিং-এ কি দেখার ? কেউ কাঠের পেকিং হয়, কেউ সোনার পেকিং হয়, এতে আমি তো ভিতরে কি জিনিস আছে, ও দেখি। যে জীর্ণ

হবার, যা টেম্পরেরী এডজাস্টমেন্ট, তাকে কি করবে ? যা পারমানেন্ট, তার সাথে আমার সম্বন্ধ।

এ 'দাদা ভগবান' নয়। এ তো 'A. M. Patel' (এ. এম. প্যাটেল) আর আমি 'জ্ঞানী পুরুষ'। 'জ্ঞানী পুরুষ' আর 'দাদা ভগবান'-এ কি ডিফারেন্স আছে ? দাদা ভগবানের ৩৬০ ডিগ্রী আর আমার ৩৫৬ ডিগ্রী। আমার চার ডিগ্রী কম আছে, সেইজন্য আমি আলাদা বলি। ভিতরে ভগবান আছেন, সে চৌদ্দ লোকের নাথ হয়ে গেছেন আর সম্পূর্ণ প্রকট হয়ে গেছেন। আমি ও বলি যে 'আমি' 'দাদা ভগবান' কে নমস্কার করি আর আপনাকে ও বলি যে 'আপনি ও দাদা ভগবান কে নমস্কার করবেন।' আমার চার ডিগ্রী কম তো আপনার হান্ড্রেড ডিগ্রী কম আছে। তো সারপ্লাস টাইমে 'দাদা ভগবান' কে নমস্কার করি' বলবেন। আমি ৩৬০ ডিগ্রী পূর্ণ করার জন্য প্রযত্ন করি। প্রযত্ন অর্থাৎ প্রযত্ন করার কোন আবশ্যকতা নেই পরন্তু 'দাদা ভগবান' এর কৃপা চাই, আপনার ও কি চাই ? 'দাদা ভগবান' এর কৃপা চাই।

আপনার ভিতরেও ও 'দাদা ভগবান' আছেন কিন্তু সে প্রকট হন নি আর আমার ভিতরে প্রকট হয়ে গেছেন। ছাব্বিশ বছর থেকে প্রকট হয়ে গেছেন। ও সুরতের স্টেশনে আমার প্রকাশ হয়ে গেছে, ফুল লাইট (সম্পূর্ণ প্রকাশ) হয়ে যায়, জ্যোতি স্বরূপ হয়ে যায় আর আমি এক ঘন্টায় সব কিছু দেখতে পাই। ফের কখনো সারা জীবনে বাধা ই থাকে নি। ও ভগবানের আশীর্বাদে সব কিছু করতে পারি, আমি নিজে কিছু করতে পারি না।

সারা জগতে সব জীবের সাথে মিত্রতা করার কি রীতি আছে ? আমার কাছে এই রী্তি আছে। এ থিয়রী নয়, থিয়রমে আছে।

প্রশ্নকর্তা : 'আমি ই সব' সেটাই রীতি ?

দাদাশ্রী : ও ঠিক কথা। ও তো রিয়েলিটীতে 'আমি ই সব' ও বড় কথা। 'তুমি ই-তুমি ই' না, এখন 'আমি-আমি ' সবে তে আছে। পরন্তু what is relative? ব্যবহার তো চাই কি না ? ব্যবহারে তো, এ এমন করেছে , ও তেমন করেছে, এই আম টক, এই আম মিষ্টি, ফের ব্যবহারে কি করতে হবে ? রিলেটিভে আমি জীবমাত্রের সাথে অভেদ প্রেমে থাকি, নিরন্তর অভেদ প্রেম। আমার ফিলোসফী এটাই। ও আজ খোলা করে দিয়েছি। যার ঠিক মনে হয় সে ধরে নাও, না ঠিক মনে হয় তো রেখে দাও।

আমি এই থিয়োরী এডপ্ট করেছি যে জীবমাত্রের সাথে অভেদ ভাব। হয় তো সে গুন্ডা হয় অথবা দানেশ্বরী হয়। হয়তো সে সতী হয় অথবা বেশ্যা হয়। আমার কোন আপত্তি নেই। রিলেটিভে অভেদ প্রেম। আর আমি সব জীবকে নির্দোষ ই দেখি। জীবমাত্র নির্দোষ ই কিন্তু আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না, আমি প্রমাণ করতে পারি।

অন্তে কি হবার আছে ? বীতরাগ হতে হবে। বীতরাগ অর্থাৎ এব্সোল্যুট ! I am in absolutism, not in theory but in theorem !! এ থিয়োরিটিকেল কথা না। আমি অনুভবের কথা বলি। যখন আমার কথায় চলবে, তো অনুভবে এসে যাবে।

জয় সচ্চিদানন্দ

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত বাংলা পুস্তকসমূহ

১. আত্ম-সাক্ষাৎকার
২. এডজাস্ট এভরিহোয়্যার
৩. সংঘাত পরিহার
৪. চিন্তা
৫. ক্রোধ
৬. আমি কে ?
৭. ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর
৮. সেবা-পরোপকার
৯. ভুগছে যে তার ভুল
১০. মানব ধর্ম
১১. যা হয়েছে তাই ন্যায়
১২. দান
১৩. মৃত্যু
১৪. দাদা ভগবান কে ?
১৫. ত্রিমন্ত্র
১৬. প্রতিক্রমণ
১৭. জগত কর্তা কে ?
১৮. কর্মের সিদ্ধান্ত
১৯. অন্তঃকরণের স্বরূপ
২০. আত্মবোধ
২১. পয়সার ব্যবহার
২২. পাপ-পুণ্য
২৩. স্বামী-স্ত্রীর দিব্য ব্যবহার
২৪. মাতা-পিতা আর সন্তানের ব্যবহার
২৫. অহিংসা
২৬. বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামী
২৭. প্রেম
২৮. জ্ঞানী পুরুষের পরিচয়
২৯. সর্ব দুঃখ থেকে মুক্তি

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে।
* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি, গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, অহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

সম্পর্ক সূত্র

দাদা ভগবান পরিবার

অড়ালজ (মুখ্য কেন্দ্র) : **ত্রিমন্দির,** সীমন্ধর সীটি, অহমদাবাদ-কলোল হাইওয়ে, পোস্ট : অডালজ, জি.-গান্ধীনগর, গুজরাট - 382421
ফোন : +91 79 3500 2100, +91 9328661166/77
E-mail : info@dadabhagwan.org

মুম্বাই : **ত্রিমন্দির,** ঋষিবন, কাঁজুপাড়া, বোরিভলী (E)
ফোন : 9323528901

পুণে : **ত্রিমন্দির,** পুণে-বেঙ্গলুরু হাইওয়ে, খেড় শিবাপুরের পাশে, বর্বে বুদ্‌ক, জিলা-পুণে, মহারাষ্ট্র **ফোন :** 7203098409

দিল্লী	9810098564	**বেঙ্গলুরু**	9590979099
কোলকাতা	9830080820	**হায়দ্রাবাদ**	9885058771
চেন্নাই	7200740000	**পুণে**	7218873468
জয়পুর	8890357990	**জলন্ধর**	9814063043
ভোপাল	6354602399	**চন্ডীগড়**	9780732237
ইন্দৌর	6354602400	**কানপুর**	9452525981
রায়পুর	9329644433	**সাঙ্গলী**	9423870798
পাটনা	7352723132	**ভুবনেশ্বর**	8763073111
অমরাবতী	9422915064	**বারাণসী**	9795228541

U.S.A : **DBVI Tel. :** +1877-505-DADA (3232)
Email : info@us.dadabhagwan.org
U.K. : +44 330-111-DADA (3232)
Kenya : +254 795-92-DADA (3232)
UAE : +971 557316937
Dubai : +971 501364530
Australia : +61 402179706
New Zealand : +64 21 0376434
Singapore : + 65 91457800

www.dadabhagwan.org

জ্ঞানী পুরুষের পরিচয়

যে মুক্ত পুরুষ, পারমানেন্ট মুক্ত, এমন কেউ জ্ঞানী পুরুষ পেয়ে যাই তো আমাদের কাজ হয়ে যাবে। শাস্ত্রের জ্ঞানী তো অনেক আছে, পরন্তু ওতে কোন কাজ হয় না, সাচ্চা জ্ঞানী চাই আর মুক্ত পুরুষ চাই, মোক্ষের দান দেনেওয়ালা চাই।

-দাদাশ্রী



मूल दीपक से प्रकटे दीपमाला

dadabhagwan.org

9 788198 166715

Printed in India

Price ₹60